LTC Lakemba Travel Centre
Amer Yassine
Manager
Lakemba Travel Centre
8/61-67 Haldon Street
Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
P +61 29750 5000
F +61 2950 5500
e info@lakembatravel.com.au
w www.lakembatravel.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

Your family Chemist
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
*Agent for Diabetes Australia *Health care Monitoring machinery *Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine *Huge collection of perfumes and other cosmetics
*We have experienced and professional phamacists
90 years of Chemist Ecperience
New branch in Punchbowl
Open now, Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2195, Tel: 0297902377
62 Haldon street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 0297591013

Suprovat Sydney, July-2022, Volume-14, No-07 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনারের বক্তব্য

‘বাংলাদেশে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চায় অস্ট্রেলিয়া’

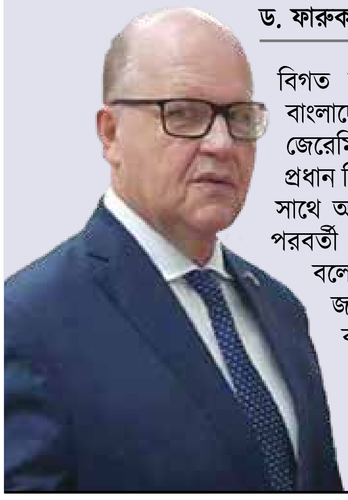

ড. ফারুক আমিন

বিগত মাসের শেষ রবিবার, ২৬ জুন তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার জেরেমি ব্রুয়ার ঢাকায় আওয়ামী লীগের নিযুক্ত নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সাথে আনুষ্ঠানিক একটি সাক্ষাত করেন। সাক্ষাত-পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার দেশে (অস্ট্রেলিয়া) সাম্প্রতিক যে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে এবং বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কে জানতে আমরা মিলিত হয়েছি। আমার দেশ আশা করে বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচন স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য হবে। *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

দুর্নীতির অপর নাম পদ্মা সেতু!

এম, এ, ইউসুফ শামীম

বাংলাদেশের ইতিহাসে দুর্নীতি ও কলংকের উপমা হচ্ছে ঐতিহাসিক পদ্মা সেতু। এ সেতুটি নিয়ে সরকারের সিরিয়াল মেগা ড্রামায় জনগণ অতিষ্ট। ২৯ জুন পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ১২০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেয় বিশ্বব্যাংক। সরকারের কোনো ইনভেস্টিগেশন না করেই মুহুর্তে বলে দেয়, ওখানে কোনো দুর্নীতি হয়নি। সরকারের সার্টিফাইড দালাল দুদক চেয়ারম্যান পর্যন্ত দুর্নীতির সাক্ষী খুঁজে পেলেন না! দুর্নীতির দায়ে সরাসরি অভিযুক্ত যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনকে রক্ষার জন্য খোদ প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় চললো আরেক দীর্ঘ নাটক। সরকার নিজে দুর্নীতি করে এবং দুর্নীতিবাজদেরকে লালনপালন করেন। উন্নত বিশ্বে এ ধরনের নূন্যতম কোনো আওয়াজ উঠলে সাথে সাথে পদ থেকে সরে দাঁড়ান -অংকে সময় ক্ষমা চেয়ে সরে যান। আমাদের দেশের দুর্নীতিবাজ সরকার তাকে বাদ দেয়াতো দূরের কথা, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিতে সরকার পীড়াপীড়ি শুরু করলো। *৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

Crystal Smile Dental
Opening Special
$99
Check up & Clean

We offer wide range of General Dental Procedures
- Dental check-up & Clean
- Dental Restorative treatment
- Teeth Whitening
- Dental Crown
- Bridges
- Veneers
- Dentures etc

We are Now Open
6 Day's Sunday closed
Now we are offering NO GAP FEES for dental Check-up & Clean if you have Health funds OR $99.00 for Comprehensive oral examination, Cancer screening check, Bite check, Scale & Clean & Fluoride treatment
সম্পূর্ণ বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ডেন্টাল ক্লিনিক
আপনার যে কোন ধরনের দাঁতের সমস্যার জন্য আজই যোগাযোগ করুন
FREE KIDS DENTAL
Medicare
Child Dental Benefit Scheme Bulk Billed Here
Ask Us About Your Childs Eligiblity Today!
Claim Your $1000 Benefit For Preventative Dental Services From Medicare Today!
0402 647 879
8750 4849
Shop 74, Glenquarie Shopping centre, Macquarie Fields, NSW 2564
www.crystalsmiledental.com.au

BSCA Picnic 2022 A Fun-Filled Day to the Fullest Extent 4
বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার সফল পিকনিক সম্পন্ন 8
সুনামগঞ্জের ভয়াবহ বন্যায় এগিয়ে আসুন! 12

CALL 0499001199
info@urbannest.net.au

INVEST IN LAND PROJECTS
HIGLY SECURED AND PROFITALBE INVESTMENT OPPORTUNITY
$35K PER LAND SHARE
4000smq land | 20 minutes from Avalon airport Melbourne | City of Greater Geelong
You can start with as little as $5,000 now | $20,000 by 28 October | Rest 10,000 by Feb'23
LET'S SECURE OUR KIDS FUTURE THROUGH LAND BANKING
To register your interest, visit www.bit.ly/BalliangProject

সুপ্রভাত সিডনি ™
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN- 93 600 352 716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Legal Advisor: **Mr Hamad Zreika** (Special Counsel)
Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**
Editor: **Dr Faroque Amin**
Special Division Editor: **Ahmed Raju**
Distribution: **Arif Rahman**
Webmaster: **Golam Mostafa**
Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**
Graphic Designer: **Mizanur Rahman**
Composer: **Sumon Islam**
Delivery: **Apostolo**

Reporter
Habib Hasan, Abul Bashar, Dr Fakir Munshi, Javed kawser, Iqbal Mahmud

SStv Live Streaming
Noman Masum

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195, Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail
suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

বিগত মাসটি ছিলো বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ দুর্যোগময় একটি সময়। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বন্যায় ঘটেছে চরম মানবিক বিপর্যয়। একই সময়ে বাংলাদেশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অশ্লীল উৎসবে চলমান রয়েছে তথাকথিত উন্নয়নের উদযাপন। যখন কোন অভিশপ্ত জাতির উপর আসমানী গজব নেমে আসে তখনও সেই জাতির কিভাবে সংবিৎ ফিরেনা বরং তারা উল্লাসের সাথে ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যায়, এমন আশ্চর্য অবস্থার সামান্য পরিসরে বাস্তব উদাহরণ দেখতে হলে বর্তমান বাংলাদেশের দিকে তাকালেই যথেষ্ট হবে।

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে ভারী বর্ষণ শুরু হয়েছিলো। এক পর্যায়ে অতিরিক্ত পানি জমার পর তথাকথিত বন্ধুপ্রতীম দেশ ভারত তাদের ফারাক্কা, টিপাইমুখ সহ সব বাঁধ খুলে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে দেয়। প্রাকৃতিক প্রবাহের উপর কৃত্রিম বাঁধা সৃষ্টি করে তারপর পার্শ্ববর্তী দেশকে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন দুর্যোগের সামনে ঠেলে দেয়া আন্তর্জাতিক যে কোন আইনে একটি বিচারযোগ্য অপরাধ হলেও তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির সরকার যেহেতু ভারতের সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখতে ইচ্ছুক, তারা এর কোন প্রতিকার করার পরিবর্তে বরং বাস্তবতাকে আড়াল করতেই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। জুন মাসে বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ সহ সবগুলো জেলা প্লাবিত হয়ে যায় এবং পানির উচ্চতা বাড়তে থাকে। সিলেটের সকল কৃষিজমি, বীজতলা এবং সবজি সহ নানা চাষাবাদের সকল ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মানুষ তাদের বাড়ির চালে উঠেও রক্ষা পায়নি। অসংখ্য বাড়িঘর ভেসে গেছে। বন্যার পানি এতো বেশি এসেছে যে এক পর্যায়ে সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরও বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্যায় সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশের গণমাধ্যম। এইসব পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোকে গণমাধ্যমের পরিবর্তে বরং দালালমাধ্যম নামে ডাকা এখন সময়ের দাবী। সিলেটের ভয়াবহ বন্যার খবর প্রথমদিকে তারা পুরোপুরি চেপে যায়। কোটি কোটি মানুষের দুর্ভোগ উপেক্ষা করে বরং তারা সরকারের দালালীর জন্য পদ্মা সেতুর প্রথম রাইডার প্রথম টোল ইত্যাদি নানা আবর্জনামূলক খবর প্রকাশে নিজেদের ব্যস্ত রাখে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে সিলেটের বন্যার খবর সারা দেশের মানুষ জানতে পারে, এখানে বাংলাদেশের কোন পত্রিকা বা চ্যানেলের কোন ন্যুনতম ভূমিকাও ছিলো না। দেশের মিডিয়া এভাবে জনশত্রুর ভূমিকায় তৎপর হলেও তাদের মুখে চুনকালি মেখে বাংলাদেশের বন্যার খবর প্রকাশিত হয় ইউরোপ, আমেরিকা ও আরব দেশগুলোর আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে। এমনকি ভারতের বিভিন্ন মিডিয়াতে পর্যন্ত বাংলাদেশে চলমান ভয়াবহ বন্যা এবং এ কারণে মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়া এই বন্যায় নিহতের সংখ্যা বিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে উল্লেখ করলেও যারা সিলেটে ত্রাণ দিতে গিয়েছেন এমন বেসরকারী সূত্রগুলোর মতে এই বন্যায় শত শত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। সিলেটের হাওড় অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে মানুষ, যারা কঠোর পরিশ্রম করে জীবন যাপন করে। তাদের অনেকেই ভেসে গেছেন নিরুপায়ভাবে। জুন মাসের শেষ দিকেও দেখা গেছে পানিতে ডুবে নিহত মানুষদের লাশ ভেসে আসছে লোকালয়ে। বন্যার প্রবল তোড়ে এক পর্যায়ে মায়ের কোল থেকে ছিটকে গিয়েছে পরম আদরের সন্তান। তথাকথিত স্বাধীনতার গর্বধারী ও উন্নয়নের উল্লাস করা দেশ তার নাগরিকদের জীবন রক্ষার্থে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। আশ্রয়হীন ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর নাগরিকদেরকে মাথাপিছু দুই টাকা ত্রাণ বরাদ্দ দেয়ার নাটক করে তারা ব্যস্ত রয়েছে বিদেশী প্রযুক্তিতে তৈরী ও লুটপাটের প্রজেক্টের এক সেতুর উদ্বোধনের মহোৎসবে।

বাংলাদেশের এই সাম্প্রতিক বন্যা পুরাপুরি উন্মোচন করে দিয়েছে একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে এসেও নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকারকে উপেক্ষা করার মতো যে কুৎসিত ও কদর্য দিক রয়েছে একটি ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী ও তাদের দোসর অগণিত মানুষের মননে, সেই ভয়াবহ বাস্তবতাকে। বাংলাদেশের কোটি কোটি অসহায় ও দুর্বল মানুষদের জন্য আমাদের কেবলই সমবেদনা এবং দোয়া।

ঈদের খুশিতে ভরে উঠুক সবার জীবন। আমাদের সকল পাঠক, শুভানুধ্যায়ীসহ কমিউনিটির সকলকে জানাই পবিত্র ঈদ-উল-আযহার

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সুপ্রভাত সিডনি ™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

আইইউবি অ্যালামনাই অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে জমকালো আনন্দমেলা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৫ জুন শনিবার সিডনির ক্যাম্বেলটাউন সিভিক হলে অনুষ্ঠিত হলো অস্ট্রেলিয়াতে বসবাসরত বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে জমকালো অনুষ্ঠান `আনন্দমেলা'। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ অ্যালামনাই, অস্ট্রেলিয়া(এআইএ অস্ট্রেলিয়া)।
মাত্র এক বছরেরও কম সময়ে গঠিত এই সংগঠনট ইতোমধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও দাতব্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই অনুষ্ঠানটিও তার ব্যতিক্রম ছিলোনা।
এআইএ অস্ট্রেলিয়া এবার এ অনুষ্ঠানে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের দাতব্য সংগঠন সিলভার কয়েন প্রজেক্টের সাথে কাজ করার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ডারকো রিস্টিক ও জোন রিস্টিক এর সাথে। তারা অনুষ্ঠানে সিলভার কয়েন প্রজেক্টের হাতে আর্থিক চেক হস্তান্তর করেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্বেলটাউন সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলর মুহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল, কাউন্সিলর মাসুদ চৌধুরী, ড. হোসেন মোহাম্মদ (প্রাক্তন আইইউবি ফ্যাকাল্টি ও এডভাইজর), রোটারি ক্লাব ইংগেলবার্নের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আকরাম উল্লাহ, ‘আমরা বাংলাদেশী’র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সমাজ সেবক রাশেদ খান, সাংবাদিক নাইম আব্দুল্লাহ, এডভোকেট খন্দকার দিদারুল ইসলাম, ডক্টর. সায়েদ তোজাম্মেল হকসহ প্রমুখ।

এআইএ অস্ট্রেলিয়ার প্রেসিডেন্ট রাফিউর রহমান রনি ও ডিরেক্টর অফ মার্কেটিং ফারজানা দিনা’র প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয় কোরআন তিলাওয়াত এর মধ্য দিয়ে। বেনাজির হক বাঁধন (ডিরেক্টর অফ কালচারাল এক্টিভিটি), ফেরদৌস সিদ্দিকী তুহিন (ডিরেক্টর অফ স্পোর্টস), সাবরিনা আশরাফ লীরা (ডিরেক্টর অফ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট) ও তাসলিমা আহমেদ ছোঁয়’র চমৎকার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে আইইউবি ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সন্তানরায় সম্পূর্ন বাংলাদেশী আবেশে নিজেদের শৈল্পিক সত্ত্বার প্রদর্শন করে। এছাড়াও হরেক রকম দেশীয় খাবার ও পণ্যের স্টল সাজানো হয় যা থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে ব্যবহার করা হবে ।

এআইএ অস্ট্রেলিয়া এবার এ অনুষ্ঠানে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের দাতব্য সংগঠন সিলভার কয়েন প্রজেক্টের সাথে কাজ করার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন

মুসাব্বির হোসেইন টুটুল (সিওও), মো. রহমান রাজু (জেনারেল সেক্রেটারি),কামরুল হাসান (ভাইস প্রেসিডেন্ট), মুরশেদুল আলম খান (ডিরেক্টর-ফান্ড রেইসিং) ও মোহাম্মদ ফকরুল আলম (ডিরেক্টর - আইটি) সহ সকলের দক্ষতা ও সমন্বয়ে অনুষ্ঠানে একটি অসাধারণ পরিবেশের সৃষ্টি হয় যা দেখে মনে হলো অস্ট্রেলিয়ার বুকে ছোট্ট এক বাংলাদেশ!
অনুষ্ঠানের শেষ আয়োজনে ‘জনতার কবিয়াল’ খ্যাত রাহাত শান্তনু ফান্ড রেইজিং এর উদ্দেশ্যে সঙ্গীত পরিবেশনা করেন। এতে তার সাথে সহযোগী হিসেবে ছিলেন ফজলে রাব্বি পায়েল, মুসাব্বির হোসেইন টুটুল, সোহেল খান ও সৈকত পাল।
এআইএ অস্ট্রেলিয়া সংগঠনের সকল সদস্য এই প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য আগত অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও ভবিষ্যতে আরও সামাজিক ও মানবিক কাজে নিজেদের একাত্ম রাখবার প্রয়াস রেখে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হোক আমাদের সকলের জীবন। ঈদ বয়ে আনুক সবার জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আর অনাবিল আনন্দ। ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি প্রাণে।

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে সকল সদস্য, শুভানুধ্যায়ীকে জানাই পবিত্র ঈদুল ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছান্তে-

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া ইন্ক্
Bangladeshi Senior Citizen of Australia Inc.

সুনামগঞ্জের বন্যায় সরাসরি সাহায্য!

স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় সুনামগঞ্জ ও আশ পাশ এলাকা সম্পূর্ণ পানির নিচে ,জনজীবন বিপন্ন! বেশিরভাগ এলাকায় এখনো খাবার পৌঁছে নাই। দুর্গম এলাকা কোন যান বাহন সুনামগঞ্জের বাহির থেকে প্রবেশ করতে পারেনি। ! স্থানীয় একদল যুবক নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে জনসেবায়।

আপনার অনুদান সরাসরি পাঠাতে পারেন : নওশাদ মসরু : 0184 228 3329 সিডনিতে আপনার অনুদান জমা দিতে পারেন তবে অবশ্যই লিখে দিবেন : Flood Donation. BSB : 062 191 Account: 1102 7026 মোবাইল 0423 031 546

সুনামগঞ্জের ভয়াবহ বন্যায় এগিয়ে আসুন!
https://suprovatsydney.com.au/-p4790-105.htm

BSCA Picnic 2022: A Fun-Filled Day to the Fullest Extent

Dr. Fazle Rabbi

On Sunday, June 26, 2022 the Bangladeshi Senior Citizens of Australia (BSCA) held its annual Picnic 2022 in Riverwood Rotary Park. The number of guests at the picnic was over 150, including the family members of roughly 50 BSCA members. The perfect combination of weather, wonderful activities, and everyone's positive attitude made the event a day that will live long in the memory of those who attended.

At 10 AM the visitors began to congregate in the park. The large BSCA banner and the vibrant balloons made the park's corner so sparkling that it was impossible to overlook the spot. Before the picnic began, tea and coffee were served as a kind of greeting and welcome starter. That greeting's flavour was ineffable in the lovely sunshine of that day. Everyone envisioned having an exciting day filled with memorable things.

At precisely 12:00 PM, just after the Zuhr prayer, the actual picnic activity began. The event's opening whistle was softly blown by the lovely recitation of the holy Quran. Md Abdullah Yousuf Shamim performed as the ceremony's master. His engaging talk captivated the crowd, which went quiet. He introduced almost all of the senior members of the BSCA to each participant with the utmost respect.

After finishing this section, Abdullah asks Delwar Hossain Khan, Hossain Arju to give the visitors a briefing of the BSCA's goal and vision, as well as a summary of the organization's noteworthy activities and accomplishments. After learning about the BSCA's regular social events to support the community, each invitee expressed their appreciation and admiration for the organisation. Most of what Hossain said was in line with the organization's motto, "Serving the Community with Experience and Care."

In his speech following Hossain, Manjurul Alam remarked, "I am grateful to all the guests for attending this picnic with enormous excitement, and all of us are totally determined to make this day an adventurous and pleasurable one with all of our capabilities." After Manjurul's address, Abdullah asked young presenter Nabiha Rabbi to lead the entertaining events of the day, beginning with the Quran recitation competition for children. After that, ladies compete in a water-filled jar coin drop competition, while kids compete in a basketball tossing competition. The enjoyable exercise that lasted for an hour and a half went by quickly. On that day, everyone's hearts were overflowing with joy and pleasant recollections. The sumptuous six-course meal and the snowball-like delicate and elegant-sweet tantalized everyone's palate to the fullest extent. When all of the adorable little children, including the winners of various activities, got gratitude and appreciation gifts after lunch, their hearts burst with joy. The event of a delightful picnic day was concluded with everyone's blushing faces sparkling in the sun's rays. Everyone in attendance is expected to eagerly anticipate the next BSCA picnic day.

সিডনিবাসীদের জন্য কবর অতি স্বল্প মূল্যে!

Muslim Lawn

Kemps Creek Memorial Park has a dedicated lawn for the Muslim community with peaceful rural vistas.

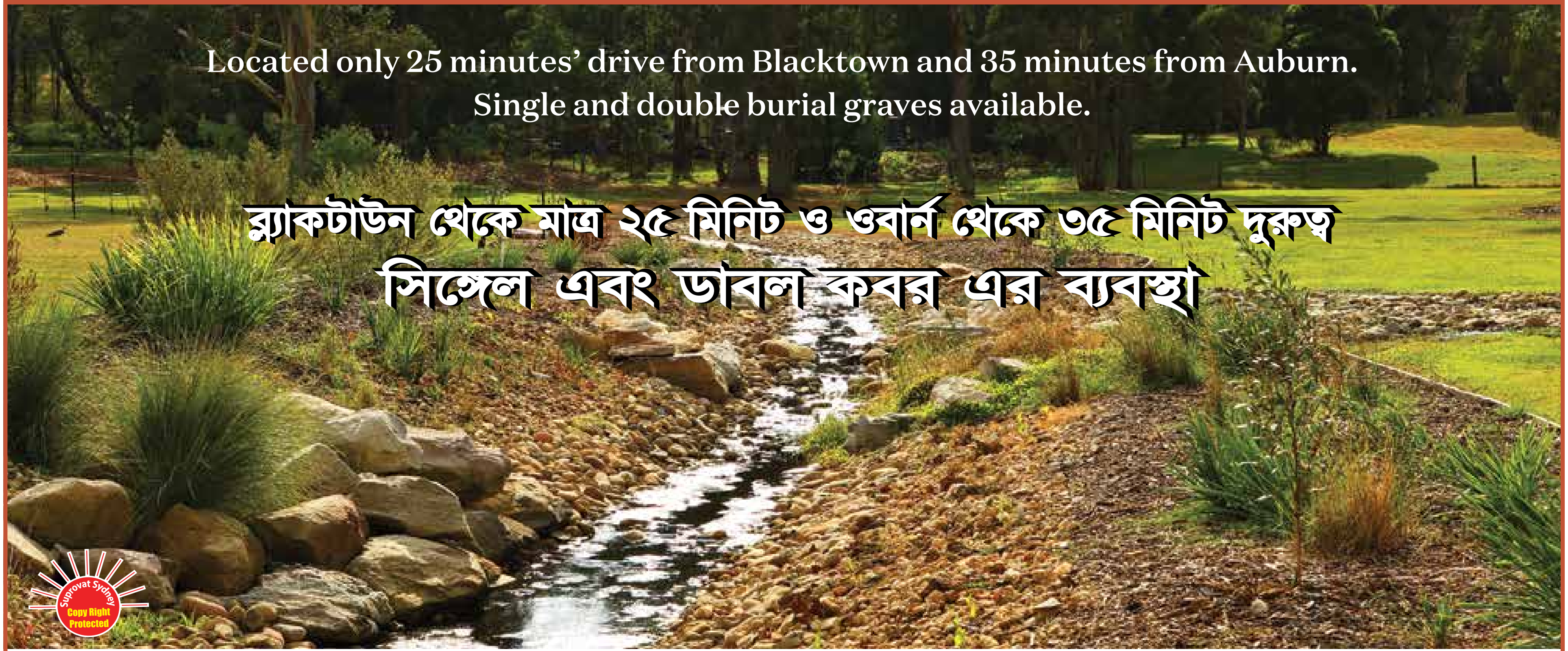

Part of the local community

Call us on **02 9826 2273** from 8.30am-4pm
Visit www.kempscreekcemetery.com.au

Kemps Creek Memorial Park

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

দুর্নীতির অপর নাম পদ্মা সেতু!

এম, এ, ইউসুফ শামীম

১ম পৃষ্ঠার পর

অবশেষে নিতান্তই বাধ্য হয়ে 'দেশপ্রেমিক' উপাধি দিয়ে তাকে অবসরে পাঠানো হল। বিশ্বব্যাংকের তদন্তে অভিযুক্ত অপর শীর্ষ ব্যক্তি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমান। তাকে নিয়েও বিস্তর কানামাছি খেলা চললো। পদত্যাগ কিংবা অব্যাহতি নয়, তাকে শেষমেশ পাঠানো হল এক মাসের ছুটিতে। অর্থমন্ত্রী শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অসংলগ্ন নানান কথা বলে সংবাদের শিরোনাম হতে লাগলেন- শীর্ষ চোরদের ইজ্জত রক্ষার্থে হাসিনা সরকার মরিয়া হয়ে উঠলো। কারন, বড় অংকের দাগ হাসিনার সুইস বেঙ্কে জমা পড়ার বিষয় সকলের জানা।

একের পর এক পদ্মা সেতু নিয়ে বলিউড স্টাইল সিনেমা শুরু হলো। স্বৈরাচারী হাসিনা থেকে শুরু করে সরকারের শীর্ষপর্যায়ের আমলারা বলতে থাকলো : পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে বিশ্বব্যাংকের সরে যাওয়ার পেছনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস দায়ী ইত্যাদি । শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে বেড়াতে যেয়ে বলেছেন, 'কোনো এক ব্যক্তির কারণে পদ্মা সেতুর ঋণ নিয়ে এত কিছু হয়েছে। একটি ব্যাংকের এমডি তাকে রাখতেই হবে—এমন শর্ত আমরা মানিনি। এর প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির কথা বলে ঋণ বাতিল করেছিল।' শেখ হাসিনা বেফাঁস কথা বলার ওস্তাদ -এ আজ সকলের জানা। বাজারের টোকাইদের মতো তার মুখে কিছুই আটকায় না। ঠোঁট কাটা বেয়াদব বললেও ভুল হবেনা।

সিনেমার মাঝে শুরু হলো নানা স্বাদের কমেডিও। ঠোঁট কাটা মহিলা বললেন , বিশ্বব্যাংক-ট্যাংক লাগবে না, নিজেদের অর্থেই হবে পদ্মা সেতু। ঘোষণা শুনে ছাত্রলীগ-যুবলীগ পদ্মা সেতুর তহবিল জোগাড়ে রীতিমতো চাঁদাবাজিতে নেমে গেল। এর জের ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে খুনও হয়ে গেলেন এক ছাত্র। এক ফাঁকে আবার মুঠোফোন কলে ২৫ পয়সা সারচার্জের প্রস্তাব রাখা হল। মাঝখানে ধরে আনা হলো মালয়েশিয়াকেও। বিনোদনের ষোলকলা যেন কানায় কানায় পূর্ণ। সিনেমা ,ড্রামা, কমেডির সাথে সাথে হিপ হপ মিউজিক !

২৫ সেপ্টেম্বরই বিশ্বব্যাংক একটি বোমা-বিবৃতি দিয়েছে-যা আমাদের দেশের ভাবমূর্তি প্রবাসের মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের "বোমা-বিবৃতি" নিচে হুবহু তুলে ধরা হলো।

গণমাধ্যমে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের অবস্থান সম্পর্কে বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি পরিষ্কার করতে আমরা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরি মনে করছি:

বিশ্ব ব্যাংক পদ্মা সেতুর অর্থায়নের ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন সরকারী ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তাদের দুর্নীতিতে জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-প্রমাণ সরকারকে একাধিকবার প্রদান করেছে। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে যথাযথ সাড়া না পাওয়ার কারণে বিশ্বব্যাংক ১.২ বিলিয়ন ডলারের ঋণ বাতিল করে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সরকার নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে সম্মত হয় যে:

- তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্পে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজন সকল সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গকে সরকারী দায়িত্ব পালন থেকে ছুটি প্রদান;
- এই অভিযোগ তদন্তের জন্য বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনে একটি বিশেষ তদন্ত ও আইনি দল গঠন;
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি এক্সটারনাল প্যানেলের কাছে তদন্ত সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যের পূর্ণ ও পর্যাপ্ত প্রবেশাধিকার প্রদান যাতে এই প্যানেল তদন্তের ব্যাপকতা ও সুষ্ঠুতার ব্যাপারে উনড়বয়ন সহযোগীদের পরামর্শ দিতে পারে।

এরপর সরকার পদ্মা সেতুর অর্থায়নের বিষয়টি আবারো বিবেচনা করার জন্য বিশ্ব ব্যাংককে অনুরোধ জানায়।
বিশ্ব ব্যাংক সার্বিকভাবে বাংলাদেশের এবং বিশেষ করে পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। এ কারণেই, আমরা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছি যে, প্রকল্পে নতুন করে যুক্ত হওয়ার জন্য নতুন বাস্তবায়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে যা বিশ্বব্যাংক ও সহযোগী দাতাদের প্রকল্পের ক্রয় কর্মকান্ড আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেবে। শুধুমাত্র এই সকল পদক্ষেপসমূহের সন্তোষজনক বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদের এক্সটারনাল প্যানেল থেকে ইতিবাচক প্রতিবেদন পাওয়ার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পের অর্থায়নে অগ্রসর হবে। একটি দুর্নীতিমুক্ত সেতু পাওয়ার অধিকার বাংলাদেশের জনগণের রয়েছে। পদ্মা সেতুতে অর্থায়নে এগোনোর জন্য আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে অবাধ ও সুষ্ঠু তদন্ত চলছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও পর্যবেক্ষণ জোরদার করা হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর : সচিবের মুখ দিয়ে সরকারি মিথ্যাচারে গোটা জাতি স্তম্ভিত !
এদিন বিকেলে শেরেবাংলা নগরের এনইসির সম্মেলনকক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইআরডির সচিব ইকবাল মাহমুদ জানান, পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে সহ-অর্থায়নকারীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করবে সরকার। আগামী দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও জাপান উন্নয়ন সংস্থা জাইকার প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটন, ম্যানিলা ও টোকিও থেকে ঢাকায় আসবেন। তারা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করবেন। এ সময় ইকবাল মাহমুদ আরও যা বলেন- প্রকল্পে ফিরে আসতে বিশ্বব্যাংক নতুন কোন শর্ত দেয়নি, সবই পুরোনো শর্ত। নতুন করে ঋণচুক্তি করতে হবে কি না, এমন প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে তিনি জানান, 'এটি চলমান প্রকল্প। বিশ্বব্যাংক অর্থ দেবে এটা নিশ্চিত, এখন প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি ঠিক করা হবে।' 'বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও জাইকার দুই রকম মিশন আসছে। একটি মিশন কাজ করবে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণে, আর অপর মিশনটি দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে তদন্তকাজে থাকবে। এই দুটি কাজই একসঙ্গে চলবে। এসব প্রক্রিয়ায় সরকারই চালকের ভূমিকায় থাকবে। এসব কাজ করতে কত সময় লাগবে তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন।' শুধু পদ্মা সেতু প্রকল্পে ১২০ কোটি ডলার অর্থায়নের পুনঃপ্রতিশ্রুতি ছাড়াও ২০ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাংকের বোর্ডসভায় ৫২ কোটি ৭০ লাখ ডলার ঋণসহায়তা প্রদানের বিষয়টিও অনুমোদিত হয়েছে।

২০ সেপ্টেম্বর : সচিবালয় থেকে ওয়াশিংটন দূতাবাস মিথ্যাচার করে আবারো আমাদেরকে করেছে লজ্জিত!

প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানের ছুটি মনজুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ আস্থার সঙ্গে মিথ্যাচার শুরু করে সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এবং ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা। ইআরডি থেকে গণমাধ্যমকে জানানো হচ্ছিল, পদ্মাসেতুতে ১২০ কোটি (১.২ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা দিতে বিশ্বব্যাংক সম্মত হচ্ছে। যেকোনো মুহূর্তেই আসতে পারে বিশ্বব্যাংকের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। ওদিকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস তার চেয়েও দু কাঠি এগিয়ে। গণমাধ্যমকে তারা নিশ্চিত করেই জানাচ্ছিল, বিশ্বব্যাংক তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এরই মধ্যে সেকথা জানিয়ে দিয়েছে ঋণ প্রদানে সম্মত অপর দুই প্রতিষ্ঠান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জাইকাকে। কি ধরনের ট্রেইন মিথুক হলে এ ধরণের মিথ্যাচার করতে পারে রাষ্ট্রীয়ভাবে ? মিডিয়ার বরাতে বিভিন্ন "পদ্মা -নাটক" উপভোগ করতে মানুষকে বাধ্য করা হয়েছে।

পদ্মা সেতুর জন্য কিভাবে ভারতীয় ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাদের দেশকে ? মিডিয়ায় প্রকাশিত আটককৃত ভারতীয় গোয়েন্দাদের বাইরেও কি আরও ভারতীয় ধরা পড়েছিল সেনাবাহিনীর হাতে? ভারত কেন পদ্মা সেতুর বিরোধিতা করেছে আবার দুইশত মিলিয়ন কেন ধার দিয়েছে -এসব স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার! সাধারণ জনগণ জানার কোনো অধিকার নাই -জানতে চাইলে খবর আছে !
দেখে মনে হচ্ছে -জিঞ্জিরা মেড পদ্মা সেতু -টান দিলে যদি বল্টু খুলে যায়, তবে এ সেতু থেকে কি আশা করা যায় ? দুনিয়ার যে কোনো সেতু থেকে কয়েকগুন বেশি অর্থ অপচয় করে গোপনে বিভিন্ন দেশ থেকে কর্জ করে এমন নড়বড়ে সেতুর প্রয়োজন কি ছিল ? পদ্মা সেতুর দুর্নীতি স্বল্প কথায় লিখে শেষ করা যাবেনা -অনেক বড় রচনা হয়ে যাবে !

মিথ্যা, বানোয়াট ও ভুয়া উন্নয়নের নামে গোটা বাংলাদেশে চুরির মহোৎসবে মেতেছে এ মাতাল সরকার। যেখানে হাত দিবেন, সেখানেই দুর্নীতি। বিশেষ করে রাস্তা ঘাট ,কালভার্ট ও বিভিন্ন ফ্লাই ওভারের করুন পরিণতি দেখলেই বুঝা যায় চুরির মাত্রা কোথায় যেয়ে ঠেকেছে। স্কুল -কলেজের পড়াশুনা বা কারিকুলাম শিকেয় উঠেছে। কথিত আছে ,অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দা এবরোজিনালদেরকে নিজেদের দেশেই সুবিধা বঞ্চিত করে রেখেছে -বিশেষ করে পড়াশুনা। যে জাতি যত শিক্ষিত , সে জাতি ততো উন্নত -এটাই স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিক কথাই আজ তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। আমাদের দেশের খেত্রেও তাই। ভারত চায় আমাদের দেশ যাতে শতভাগ তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকুক। আর তাইতো আমাদের দেশের শিক্ষার মান ধ্বংস করে দিয়েছে।

অন্ধলীগের নেতারা দুর্নীতি চোখেই দেখেনা, সরকারের অপকর্ম চোখেতো পড়েই না বরং মনে হয় চলার পাথেয়। একেক নেতা একেক ধরনের উল্টা পাল্টা বক্তব্য দেবার জন্য মনে হয় নির্ধারিত রাখা হয়েছে। একেক সময় একেক মন্ত্রী ক্লাউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বের বাংলা ভাষা বাসীর হাসির খোরাকে পরিণত হয়। তাদের নোংরা কথা শুনলে মনে হয় -কেউ মেট্রিক পাশ করেনি। অবশ্য মন্ত্রীদেরকে দশ দিয়ে লাভ কি ? স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী নিজেইতো টোকাইদের মতো যাচ্ছেতাই বকে যান সংসদের মতো জায়গায়।শেখ হাসিনার বক্তব্য শুনে বেশির ভাগ মানুষ সন্দেহে পরে যান -সংসদ না গোয়াল ঘর -।
পদ্মা সেতুর দুর্নীতি রন্দ্রে রন্দ্রে এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ পদ্মা সেতুর দুর্নীতি নিয়ে শেখ হাসিনার বিচার হলে বাকি জীবন তাকে (আমরণ) কারাগারে কাটাতে হবে -এমন কথাও সচেতন মানুষ আলোচনায় প্রাধান্য দিচ্ছে।তাইতো মানুষের মুখে মুখে একটি কথাই ঘুরে বেড়াচ্ছে -দুর্নীতির অপর নাম -পদ্মা সেতু !

পদ্মা সেতুর ৩০ হাজার কোটির মধ্যে বাকি ১৮ হাজার কোটি টাকা কোথায়?

বানভাসী মানুষের পাশে অস্ট্রেলিয়ান সিলেটিরা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বৃহত্তর সিলেটি কমিউনিটির কতিপয় সিনিয়র সদস্যরা বৃহস্পতিবার (২৩ জুন) সন্ধ্যায় লাকেম্বার গ্রামীণ রেষ্টুরেন্টের উপর তলায় এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বৃহত্তর সিলেটের গণ্যমান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন সভার সমন্বয়কারী ডক্টর হুমায়ের চৌধুরী রানা। তিনি সিলেট এবং সুনামগঞ্জের বন্যায় আক্রান্ত অসহায় লোকজনের দুর্গতির চরম চিত্র তুলে ধরে ফান্ড সংগ্রহ করে অতি জরুরি ভিত্তিতে বন্যা আক্রান্ত এলাকায় পাঠানোর উপর গুরত্ব আরোপ করন।

এসময় বক্তব্য রাখেন শেরওয়ান জামান, ডক্টর ফয়ছল আহমেদ, মাসুম কাজী, আব্দুল খালেক, নুর উদ্দিন, ফয়েজ আহমেদ শিপলু, বিপুল দাস চৌধুরী, আসাদুজ্জামান তুহিন, নুর আমিন, ফয়েজুর চৌধুরী, মৌলানা ফেরদৌস আহমেদ, মাসুদুর রহমান সেমল, মোহাম্মদ রাজু আহমেদ, খবির উদ্দিন, মাজমুন খান, সৈয়দ তানভির মনোয়ার, মিহ চৌধুরী ছোটন, মোহাম্মদ কাসিম, হানিফ প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন।

সবার মতামতের ভিত্তিতে এবং সকলের মুক্তহস্তে দান করার প্রেক্ষিত বড় ধরনের একটি ফান্ড কালেক্ট করা হয় এবং তড়িৎ গতিতে এই ফান্ড দুর্গত এলাকায় পৌছে দিয়ে বন্যায় আক্রান্ত মানুষের জন্য খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তিতে সার্বিক ভাবে আবারও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে ফান্ড রেইজিং এর ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই উপলক্ষে 'বৃহত্তর সিলেট ওয়েলফেয়ার ফান্ড' নামে একটি তহবিল গঠনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় প্রবল বন্যায় আক্রান্ত লোকজনদের জন্য এবং বন্যায় মৃত ব্যক্তিবর্গের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা ফেরদৌস আহমেদ। ডক্টর হুমায়ের চৌধুরী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

'বাংলাদেশে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চায় অস্ট্রেলিয়া'

১ম পৃষ্ঠার পর

সিইসি আওয়াল সাংবাদিকদেরকে জানান, তিনি অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনারকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচনটি হবে একটি 'ভালো' নির্বাচন। তিনি আরও জানান, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে শেষ মুহুর্তের কিছু ঘটনা সম্পর্কে তিনি জানতে চেয়েছিলেন। আমরা এই ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা তার কাছে দিয়েছি।

অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনারের এই সাক্ষাত হলো বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের একটি সাক্ষাতের ধারাবাহিকতা। মাত্র ষোল দিন আগে ৮ জুন তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস একই সিইসি'র সাথে সাক্ষাত করেন। এ সময় তিনি বলেছিলেন, নির্বাচনে কে জিতবে তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোন চিন্তা করে না। আমরা শুধু চাই জনগণের অবাধ অংশগ্রহণে নির্বাচন হোক। এমন একটি নির্বাচন চাই যেখানে বাংলাদেশের জনগণ তাদের নেতা নির্বাচন করতে পারে।

আগামী বছরের শেষদিকে কিংবা পরবর্তী ২০২৪ সালের শুরুতে যেহেতু বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন হওয়ার আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সুতরাং এর মাঠপ্রস্তুতি সম্পন্ন করতে বাংলাদেশে এখন বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের দৌড়ঝাপ শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কিভাবে হয়েছিলো তা যেহেতু পুরো বিশ্ববাসীর সামনেই পরিস্কার, সুতরাং আগামী নির্বাচনকে বৈধতা দেয়ার জন্য এ ধরণের কিছু দৌড়ঝাপের প্রয়োজন রয়েছে। যদিও আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য শেখ সেলিম এমপি সংসদে বলেছেন, তারা ২০৫০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন।

এক-এগারোর সামরিক সরকারের সাথে চক্রান্ত করে পেছনের দরজা দিয়ে ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর ২০১৪ সালের নির্বাচন ছিলো আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন। এর আগে তারা নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে। বিএনপি সহ দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচন বর্জন করার পরও আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তরা সারা দেশজুড়ে এক বেপরোয়া ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এই নির্বাচনকালীন সময়ে সারা দেশে শুধু হত্যা করা হয়েছে দেড়শ'রও বেশি মানুষকে। আহত, ধর্ষিতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

পরবর্তী নির্বাচন তারা অনুষ্ঠিত করে ২০১৮ সালে যা বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন কলংকজনক এক ইতিহাসের সূচনা করে। নির্ধারিত তারিখের আগের রাতেই শেষ হওয়া এই নির্বাচন সারা পৃথিবীতে মধ্যরাতের ভোট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে এই নির্বাচনকে উত্তর কোরিয়ার নির্বাচনের সাথে তুলনা করা হয়। ড. কামাল হোসেন এবং ডা. জাফরুল্লাহর হাত ধরে এই নির্বাচনে গিয়ে বিএনপি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিজেদের অধঃপতন এবং ক্রমান্বয়ে ধ্বজভঙ্গ ও পঙ্গু এক দলে পরিণত হওয়ার পথে যাত্রা আরম্ভ করেছিলো। দলটির অনেকেই বলেন আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার পরিণতি জানা থাকা স্বত্ত্বেও নানা বিদেশী চাপের কারণে তারা নির্বাচনে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে তারা যা করতে পেরেছে তা হলো আওয়ামী লীগের জবরদখলমূলক মধ্যরাতের ভোটকে আন্তর্জাতিক পরিসরে কিছুটা বৈধতা দিতে পেরেছে এবং আওয়ামী লীগের জন্য পরবর্তী পাঁচ বছরের ক্ষমতা নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যদেশীদের প্রভূত্বমুলক হস্তক্ষেপ এবং দিকনির্দেশনা বর্তমানে খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ইংরেজ উপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার হিসেবে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই এই গোলামীসূলভ চিন্তাভাবনা করে থাকে। তাদের রাজনীতিবিদরাও বিদেশীদের কাছ থেকে নির্দেশনা পেতে পছন্দ করে। দেশে মিলিটারী শাসনের যুগ শেষ হওয়ার পর যখন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা শুরু হয়েছিলো, সেই প্রথম বিএনপি সরকারের আমলেই বিএনপি-আওয়ামী লীগের মাঝে মধ্যস্ততা করার জন্য এসেছিলেন স্যার নিনিয়ান স্টিফেন। এরপর আনুষ্ঠানিক মধ্যস্ততা করার জন্য বাংলাদেশে নানা সময় এসেছেন জিমি কার্টান, অস্কার তারানকো প্রমুখ। এদের সফরের সময় বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল গোলামের মতো হামলে পড়েছে, একই সাথে নিজেদের মারামারি চালিয়ে গেছে।

বিদেশী আনুষ্ঠানিক মধ্যস্ততাকারীদের পাশাপাশি নিয়মিত খবরদারী ও হস্তক্ষেপ চালিয়ে গেছে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং হাই কমিশনাররা। এক এগারোর তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এবং পরবর্তীতে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ এতোটাই নগ্ন হয়ে গিয়েছিলো যে এরপর প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে স্বাধীন একটি দেশ বলার কোন অর্থ হয় না।

সেই একই অন্ধচক্রের ধারাবাহিকতায় আনুষ্ঠানিক নির্বাচনের আগের এই সময়ে বিতর্কিত ও ভৃত্য নির্বাচন কমিশনকে বৈধতা দিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা আবার দৌড়ঝাপ শুরু করেছে। নৈতিক এবং কূটনৈতিকভাবে তাদের মূল দায়িত্ব হলো তারা যেসব দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই সব দেশের স্বার্থ রক্ষা করা। বাংলাদেশের গণতন্ত্র অথবা জনগণের জন্য ভালো কিছু করার কোন ধরণের বাধ্যবাধকতা তাদের নেই। সাধারণত পৃথিবীর কোন স্বাভাবিক দেশেই রাষ্ট্রদূতরা স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন না। কেবলমাত্র দরিদ্র ও সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোতে নিজেদের দেশের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা এমন কাজ করেন। বাংলাদেশের মানুষরা যেহেতু দাস-সুলভ মানসিকতার কারণে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারাও টুইসডে ক্লাব গঠন করে নিজেদের চায়ের টেবিলে বসে ঠিক করেন, কোন গোষ্ঠীকে সমর্থন দিলে কি লাভ হবে এবং কি ধরণের সমর্থন দিতে হবে। এই জঘন্য ও বিদঘুটে পরিস্থিতির জন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রদূত ন্যুনতম পর্যায়েও দায়ী নন। বাংলাদেশে যারা অন্য দেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে আসেন তারা নিজেদের দেশের নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্যতার বিচারে উত্তীর্ণ হয়েই আসেন। অন্য দেশগুলো বাংলাদেশের মতো নিজেদের লোককে পক্ষপাতিত্বমূলক নিয়োগ এভাবে গণহারে দেয়না। সুতরাং তারা বাংলাদেশে তাদের যা করণীয়, তাই করেন। এটাকে বলা যায় যস্মিন দেশে যদাচার! এই গোলামীসূলভ পরিস্থিতির পরিপূর্ণ দায় হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা, দল এবং জনগণের।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় প্রতিটি দেশই নানা স্বার্থের কারণে পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। গণতন্ত্র, নৈতিকতা ও মানবাধিকারের ভিত্তিতে যে কোন দেশ, গোষ্ঠী ও মানুষের অধিকার রয়েছে যে কোন দেশের যে কোন বিষয় নিয়ে মতামত ব্যক্ত করার। কিন্তু বিগত তিন দশকের অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের অবদানের পরিণতি দেশের মানুষের অধিকারের জন্য সুখকর হয়নি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের মাধ্যমে যে ভয়াবহ কারচুপি হয়েছে, তার ব্যাখ্যা শুনে বিদেশী রাষ্ট্রদূত যেন এই চুরিচামারি ও দুর্বৃত্তপনাকে গ্রহণযোগ্যতার রাবার স্ট্যাম্প দিলেন। গত বারো বছর যাবত বাংলাদেশে যেই বিচারিক হত্যা, গুম, খুন, নির্যাতনের অবাধ চর্চা ঘটে যাচ্ছে তা নিয়ে এই রাষ্ট্রদূতদেরকে তেমন কোন উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় না। কিন্তু আওয়ামী লীগের অধীনে আরেকটি সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতার উপর নিজেদের দখলদারীকে আরো পাঁচ বছরের জন্য বৈধতা দেয়ার আয়োজন যখন সম্পন্ন হচ্ছে, তখন বিএনপি সহ অন্যদেরকে সেই সাজানো নির্বাচনে টেনে আনার জন্য নানা প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করতে তারা এখন ঠিকই নানা ভূমিকা রাখছেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম দিয়ে বাংলাদেশে যে ফ্যাসিবাদী কতৃত্বপরায়ণ স্বৈরাচার কায়েম হয়েছে, তার শেকড় উপড়ে ফেলে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করতে গেলে কেবলমাত্র জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তা হতে পারে। বিগত তিনটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যা করেছে, তারপরও তাদের অধীনে আবার নির্বাচনের গিয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রত্যাশা কেবলমাত্র কোন বোকাই করতে পারে। অথবা কোন অতি ধূর্ত করতে পারে, যার মনের ভেতরে প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোন ইচ্ছা নেই।

সিডনিতে শহীদ রাষ্ট্রপতির শাহাদৎ বার্ষিকী পালিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাস্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪১ তম শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার উদ্যেগে এক আলোচনা সভা রোববার (২৯ মে) সিডনির লাকেম্বাস্থ একটি রেস্তরাঁয় অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মোঃ মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী স্বপন, স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তারেক উল ইসলাম তারেক, ডক্টর ফকির মনিরুজ্জামান, আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ আর্ন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক এএনএম মাসুম।

ঢাকা জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি কেরানী গঞ্জ কলেজের সাবেক এজিএস বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন জিসাসের সহসভাপতি যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক খাইরুল কবির পিন্টু, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা আব্দুস সামাদ শিবলু, কামরুল ইসলাম শামীম(ইঞ্জিনিয়ার), এসএম খালেদ, যুবদলের সভাপতি শেখ সাইফ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, স্বেচ্ছাসেবক দলের মৌহাইমেন খান মিশু, জিসাসসহ সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, আরমান হোসেন ভূইয়া।

বক্তারা বলেন,নিরপেক্ষ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রবাসীদেরকে রেমিডেন্স বন্ধের আহ্ববান জানান।

আরও উপস্থিত ছিলেন আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশী রিফিউজি অফ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি মোহাম্মদ নাসির আহম্মেদ,মাহবুবুর রহমান সর্দার মামুন,আব্দুল করিম, গোলাম রাব্বানী শুভ্র, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ কবির আম্মেদ, অসিত গোমেজ,জোসেফ ঘোষ, আব্দুল গফুর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উদৃতি তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ যাবে কোন পথে ফয়সালা হবে রাজপথে। এই রাজপথ থেকেই আমাদের অবৈধ সরকারকে ধাক্কা দিতে হবে। আমাদের ছাত্রদল তাদের শরীরের রক্ত ঢাকার রাজপথে দিয়ে এই ধাক্কা দেয়ার আন্দোলনের সূচনা করেছে।

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

আস্সালামু আলাইকুম

সম্মানিত অভিবাবকগন!
আপনি কি আপনার সন্তানকে কুরআন শিখাতে আগ্রহী!!

আলহুদা অনলাইন কুরআন শিক্ষা একাডেমি

এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশুদ্ধরূপে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।
মেয়েদের জন্য মহিলা হাফেজা ও পুরুষদের জন্য রয়েছে পুরুষ হাফেজ শিক্ষক।

পরিচালনায়
হাফেজ মাওলানা মোঃ ইমাম হোসাইন ইকবাল
ইমাম, ডেসটিনি জায়া সুরাউ, ব্রুনাই।
+6738195977, +6737415977

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৬ শে জুন ২০২২ রবিবার সিডনির রোটারি পার্কে বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার (BSCA) উদ্যেগে এক মনোরম পরিবেশে পিকনিক সম্পন্ন হয়। এতে কমিউনিটির বিভিন্ন পেশার বেশ কিছু ফ্যামিলি উপস্থিত ছিলেন।

শুরু থেকেই এ অনন্য সংগঠনটি বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক কর্মকান্ড করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং মানুষের কাছে একটি শ্রুদ্ধার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সিডনির প্রবীণ নেতৃবৃন্দদেরকে দিয়ে তৈরী জনসেবাই এ সনংগঠনের প্রধান ও অন্যতম কাজ।

নির্ধারিত সময় সকাল থেকেই দূর দূরান্ত থেকে আগত মেহমানদের আগমনে রোটারি পার্ক লোকারণ্য হয়ে উঠে। বাংলাদেশ ও ইউএসএ থেকেও পৃথক দুটি পরিবার অংশ গ্রহণ করেন।

শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন ফাহাদ খান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সিটিজেন দেলোয়ার হোসেন খান ও মোফাজ্জাল হোসেন ভূঁইয়া। সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সিটিজেন হোসেইন আরজু। পিকনিকের আহবায়ক মনজুরুল আলম (বুলু) তার বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে যারা বিভিন্ন পর্বের দায়িত্বে থেকে পুরো পিকনিককে সফল করেছেন, তাদের সবাইকে তিনি বিশেষ ধন্যবাদ জানান। ড. ফজলে রাব্বি ও তার পরিবার, রানা শরীফ, দেওয়ান ফয়সল, নূর প্রমুখ নিরলস কাজ করে গোটা পিকনিককে করেছেন সাফল্য মন্ডিত। পিকনিকে অনেক প্রবীন ও কমিউনিটির বিশিষ্ঠ ব্যক্তি বর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ছয় কোর্স রকমারি সুস্বাধু খাবার ছাড়াও পিকনিকে বিভিন্ন ধরনের কুইজ -খেলার আয়োজন ছিল অসাধারন। সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সকলের অংশ গ্রহণে কুইজ হয়ে উঠে প্রাণবন্ত। কুইজের পর শুরু হয় বয়স অনুযায়ী শিশু কিশোরদের বিভিন্ন ভাগে পবিত্র কোরান প্রতিযোগিতা। অস্ট্রেলিয়াতে জন্ম ও বেড়ে উঠা প্রচুর ছেলে মেয়েকে এতে অংশ নিতে দেখা যায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। অত্যান্ত সুন্দরভাবে এ পর্ব পরিচালনা করেন ড.ফজলে রাব্বি ও নাবিহা। তারপর ছিল মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ খেলা,পানিতে পয়সা ছোড়া। সর্বশেষ খেলা ছিলো ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্যে বাস্কেট বলের জালে বল নিক্ষেপ। সেখানেও প্রচুর ছেলে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আনন্দের কমতি ছিলনা। তারা বিভিন্ন ইভেন্টসে অংশ নিয়ে রকমারি পুরস্কার জিতে আনন্দে আত্মহারা।

ডলার এ ডে নামক একটি চ্যারেটি সংগঠন পিকনিকের পানি সরবরাহ করে। আলোচনা ও কুইজের সঞ্চালনায় ছিলেন সিনিয়র সিটিজেন এম, এ,ইউসুফ শামীম। একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানের জন্যে বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার সকল নেতৃবৃন্দকে বারংবার ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্থান করেন সম্মানিত মেহমানরা।

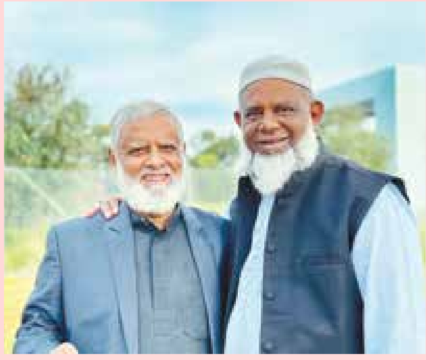

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

অস্ট্রেলিয়ার সফল পিকনিক সম্পন্ন

আরো ছবি পৃষ্ঠা-১০

BANGLADESHI SENIOR CITIZEN OF AUSTRALIA
Bangladeshi Senior Citizen of Australia
BSCA
PICNIC 2022
Serving the Community with Experience and Care.

AMRS PRODUCES ENTERTAINING SHOW AT NATION'S ACTION TRACK

Suprovat Sydney Report

A wide selection of national categories have put on an entertaining show in Round 3 of the Australian Motor Racing Series at Winton Raceway this weekend.

Tom Shaw – son of long-time rotary racer Ric – extended his lead in the OccSafe Australia Mazda RX8 Cup by winning two of the four races and taking the overall round win. Shaw qualified on pole and won Race 1, but was shuffled back to third place in Race 2 by Justin Barnes and Shannon McLaine, after a number of competitors were caught out by an oil spill at Turn 11.

In Race 3, Shaw reasserted himself and was able to take the win from McLaine and Jack Pennacchia, while in Race 4 it was McLaine who prevailed after beating Shaw off the line, driving into the distance to take his maiden RX8 Cup race win. However, Shaw's two race wins were enough for him to take the overall round victory from McLaine and Barnes.

In a drama-filled PROMAXX TA2 Muscle Car Series round, it was Jett Johnson who extended his advantage at the top of the points table with victories in three of the four races. The first race went to Kyle Gurton, but Gurton fell to the back of the field in Race 2 after suffering a mechanical problem at a Safety Car restart. Johnson capitalised to take the lead, but was involved in a controversial collision with Jackson Rice on the run to the finish line; Rice was sent spinning into the infield but Johnson was cleared of wrongdoing by the officials.

Johnson also won Races 3 and 4 to secure the overall round honours ahead of Dylan Thomas – who recorded a trio of second-place finishes – and Zach Loscialpo, who accumulated enough points to stand on the overall round podium despite a brush with the wall at the start of Race 4.

Gilmour Racing driver Noah Sands surged into the lead of the Australian Formula 3 Championship by winning the weekend's round with victories in two of the three races. Sands was defeated in Race 1 by Ryan Astley after copping a penalty for a dangerous re-entry to the track, but bounced back to win Races 2 and 3, taking the round win ahead of Astley and Mitch Neilson.

It was a disastrous weekend for Trent Grubel, the points leader coming into the weekend; an engine failure sidelined him for the weekend, while his Tim Macrow Racing team-mate Ben Taylor was also ruled out of proceedings due to a crash in qualifying.

Mark Tracey made a welcome return to the Thunder Sports Series, chalking up a quartet of victories in his V8-powered BMW E36 M3 to take the overall win from Stephen Chilby (Oz Truck) and the impressive Scott Nind, who punched above his weight in his 1,700kg Stock Car. Josh Dowell (AU Falcon) took the win in Class B ahead of David Shaw (AU Falcon) and Colin Bau (VN Commodore)

The Thunder Sports round was marred by a nasty crash in Race 1 involving Travis Condon and Merrick Malouf, which ruled both cars out for the weekend.

Brad Neilson won the Miniature Race Cars round in his Future Racer with victories in two of the three races; the other race wins went to Jack Boyd (who took out Race 1 in his Aussie Racing Car) and David Brewer (who won the weekend's final race in his Future Racer).

The Excel Trophy Class races were hotly contested; Brad Vereker won the first race but was upstaged by Toby Waghorn in Race 2. Hugo Simpson fought his way to the front of the pack in Race 3 and was also able to win Race 4 to secure the round victory from Vereker and Waghorn.

In the Excel Masters Class for the over 40-year-old drivers, it was Glenn Mackenzie who won all four races to take the round from Larry Merifield and Mark Pesavento.

Brian Finn continued his domination of the VicV8s Series in his ex-Geoff Emery Commodore Cup car, winning all four races ahead of Greg Lynch (VT Commodore). Allan Argento flew the flag for the Ford fans in his XD Falcon, finishing third in each race.

The next round of the AMRS will be held at Queensland Raceway, 19-21 August.

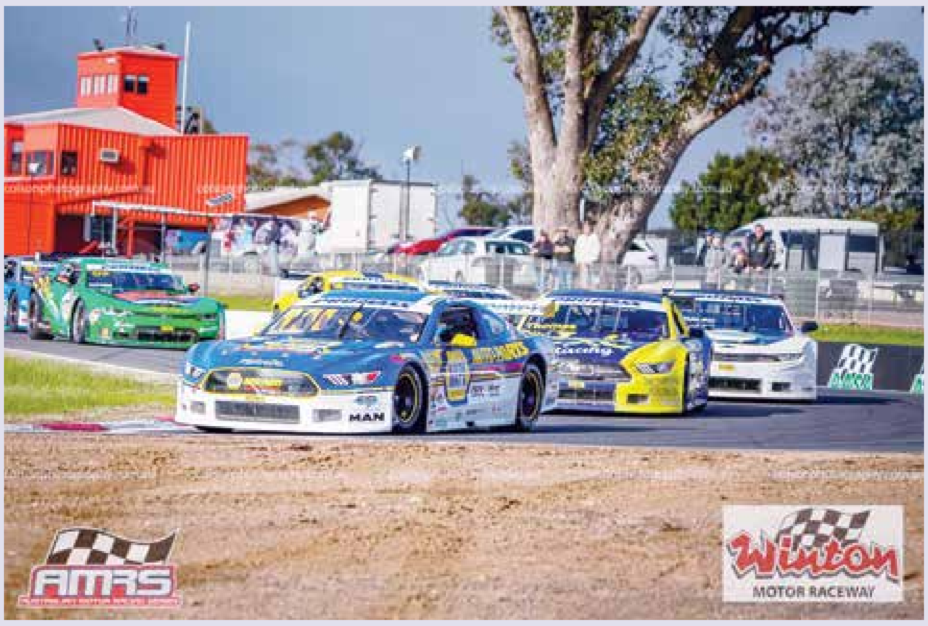

সুনামগঞ্জের ভয়াবহ বন্যায় এগিয়ে আসুন!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

১৯৯৮ সালে সিডনিতে বর্ষীয়ান নেতা আব্দুল হালিম চৌধুরীকে সভাপতি করে আমরা তৈরী করেছিলাম ডিজাস্টার রিলিফ কমিটি। উদ্দেশ্য ,বাংলাদেশের বিভিন্ন দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। মৌলিক চাহিদা পূরণে যথাযথ চেষ্টা অব্যাহত রাখা। বেশ কিছু কাজ তৎকালীন সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বর্তমান দুর্যোগে সবাইকে এগিয়ে আশা খুব জরুরি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বরাবরেরমতো নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। মাত্র দশ কিলো মিটার নৌকায় ভাড়া দাবি করে পঞ্চাশ হাজার টাকা অথচ সেনাবাহিনীর চৌকস সদস্যরা বিনা পয়সায় মানুষকে যাতায়াতের সুযোগ করে দিচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নাম ডাক সারা বিশ্বে। তাইতো ফি বছর আমাদের সূর্য সন্তানদেরকে বিভিন্ন দেশে সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাশের দেশের গোমূত্র পানকারীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে সেদিন ষড়যন্ত্র করে প্রায় ৮০ জন নিরাপরাধ অফিসারকে পিলখানায় শহীদ করেন -যা নাকি গোটা দেশের জন্য অত্যান্ত অসম্মান জনক। অনেক কৌশলে সকল প্রমান নষ্ঠ করার বিভিন্ন মহড়া বা অপচেষ্টা তারা করেছে -বিচারের নামে অনেক আই উইটনেসকে হত্যা করেছে। তবে সত্যের ঢোল আপনি বাজে -ক্ষমতা বদল হলেই দুনিয়াবাসীর সামনে একদিন সত্যি উদ্ভাসিত হবে ইনশাল্লাহ।

এছাড়াও মাদ্রাগুলোর ছাত্র শিক্ষকদের ত্রাণের প্রতিযোগিতা দেখে মনে হচ্ছে -দেশে যত অরাজকতা , স্বৈরাচারিতা ,নৈরাজ্য , ধ্বংস বা এক নায়কতন্ত্র চালানো হোকনা কেন, এক ডাকে গোটা বাগালী এক ছাতার নিচে এসে গলায় গলা মিলিয়ে বর্তমান ব্যর্থ সরকারকে হটিয়ে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ,দেশপ্রেমিক মুসলমানকে ক্ষমতায় আনতে দ্বিধাবোধ করবেন না।

সমগ্র বিশ্ব থেকে যে পরিমান অনুদান সরকার গ্রহণ করে যাচ্ছে - ওই অর্থ দিয়ে আরো ১০টি পদ্মা সেতু করা যাবে বলে অনেকের মতামত ! ব্যারিস্টার সুমনের ভাষায়-দেশের সব আমলা -মন্ত্রীরা হচ্ছে চোর -টাকা দিবেন কাকে ? অবশ্যই সরকারী ফান্ড বা কোনো চোর মন্ত্রীর ফান্ডে নয়। অনেকেই এটাকে সিজনাল ব্যবসা হিসেবে দেখছেন। এতো দুর্যোগ ,এতো বন্যা , এতো মহামারী , এতো লাশ এদের দিলকে নাড়া দেয়না। কারন এরা মানুষ নামের হিংস্র জানোয়ার ! সত্যিকার বন্যায় কবলিত বর্ডার সংলগ্ন ছাতক-সুনামগঞ্জ -বিশ্বম্বরপুর-সিলেট এলাকার মানুষ। আমি সুনামগঞ্জ সরাসরি আলাপ করে জেনেছি- ঠিক মতো কোথাও ত্রাণ যাচ্ছে না ! সত্যিকার অসহায় ভুক্তভোগীরা ভূগছেন -অবর্ণনীয় ! প্রতিটি এলাকায় নিজ দায়িত্বে ত্রাণ পৌঁছাতে পারলে উপকার হবে।

Suprovat Sydney Report

Now Is The Time To Go Fishing In The Northern Territory

I have the best job in the world filming our country's top fishing destinations...
Like most of you who love fishing, soon after starting to relax and absorb the scenery you want that electrifying big fish to join you. There is one place where I never wait long for this to happen...the Northern Territory!
WHY SO MANY BIG FISH?
The country's biggest flood plains, the warm climate and the vast open spaces means that fish in the NT thrive like nowhere else.
After the best tropical summer rains in 25 decades, the fish have gone absolutely berserk.
I just spent a week of fishing in the NT...I struggle to put to words just how good it is... but I'll have a crack.
Our finest fishing guides have gravitated to the Northern Territory – they love the place, they love their work, and they make it easy for locals and visitors to step on and get into what's out there... because even when the fish are bountiful, you still need to know where, when, and how to catch them. I can't overstate how much time, effort and money experienced guides will save you in finding a swag of big fish.
Here's a few recommendations from my recent fishing trip to the Top End..
Airborne Solutions – Heli Fishing for Barramundi
Barra are the most popular Aussie Fish for good reason - they grow huge, inhabit beautiful sheltered waters, take bait, lure and fly, and never fail to perform breathtaking jumps. They are remarkable creatures, and the NT has THE best barra fishing on earth.
There's lots of brilliant day charter boats bookable on this page, but Heli-fishing is also a particularly good option if you're short on time and want to see as much as possible. It also allows you to land in places no one else can get too!
The run-off season, which is normally early Autumn, was still going during our winter (dry season) visit thanks to vast amounts of water that is still draining off the flood plains...so that's where we are headed.
Our trip started 10 minutes' drive from Darwin CBD at the Airborne Solutions base. You can grab an Uber or taxi here from the city for under $30.
Once in the air we got a superb view of Darwin and surrounds and then it was off to the famed Mary River Flood Plain to the east. It's always beautiful out that way but it's so green now it would even make Shrek blush! The bird's eye view revealed flora, fauna and water EVERYWHERE!
First spot, pilot Finn and I cast in at the same time and BANG a double hook-up on 75cm Barra! The onslaught of bites from larger and smaller fish continued from there – it was extraordinary even by Northern Territory standards - I could've stayed all day but Finn wanted me to see more spots just five minutes flight away...and they delivered even better action!
How the fish breed and feed in these conditions has set things up for an incredible build up (spring) Barra season, even the locals are excited! I'll be sneaking back with a couple of close friends and one of my daughters.
Airborne Solutions supply all tackle and refreshments, you can book your heli-fishing experience here.
Pro tips:
◆ Barra love hiding in the shade or where clear water meets murky water. They also love bubbling water and foam lines. Cast at such places.
◆ Take a couple of friends and do the full day if possible. But even in the half day it's still one of the best fishing charters you can have.
◆ Airborne supply tackle but If you want to bring your own here's what's best:
◆ Rods need to be short enough to fit in the Choppers storage compartment. A multipiece rod with an overall length of 105cm when broken down will fit. Baitcast or spin sticks both work, they will need to be somewhere in the 4kg to 8kg rating.
◆ Single Hook soft plastics are the only lure allowed at some spots so these are the first ones to pack. 75mm to 150mm are ideal, with jig heads between 5 and 15 grams. Use around 3/0 size hooks, and make them sturdy one - you can encounter massive barra at any moment. Bring a few hardbodies and soft vibes too – roughly between 75 and 175mm is ideal. Pack a few weedless frogs in your kit – there is lily pad surface fishing on offer.
◆ Keep your kit small – 1 rod and around 20 lures is more than enough. Put it all in a small back pack so you can be mobile on the ground.
◆ If you do have a new bait caster – practice at home before going, you want to be ready to make the most of an incredible day.
◆ Don't worry if you forget any tackle – the pilots have heaps and are brilliant at putting you onto fish.

Barramundi Adventures
This is the ultimate family, budget and time friendly option, as well as being easily accessible. Just 45 minutes' drive from Darwin and you're there – and the Barra are waiting!
Owners Tommy and Dorian have stocked several of their private lakes with loads of Barra of all sizes, and have put in a comfy wheelchair friendly deck with a shaded area, BBQ's and a bar!
This is my second visit and I can't recommend it highly enough – you can see the Barra swimming around and fish for them on bait, lure or fly.
Anglers and kids will be entertained for as long as you want, while non-fishos can relax in the shade right nearby.
It's a BRILLIANT set up!
You can also try your hand at feeding the giant barra. There's also the options of bird watching or taking pics from the eight metre high viewing deck.
Popular with all sized groups and increasingly becoming an event venue, Barramundi Adventures are continually expanding the list of cool things to do. It really is a great outback and fishing adventure on a budget.
All tackle is supplied but this is also a great place to bring your own gear and test it on some big ones! Book in advance here.

Pro tips:
-Whilst you can and will catch Barra anytime of day, morning and evening is best. Larger groups can fish at night fish on request.
-Same tackle as for the heli-fishing. Single barbless hooks are compulsory.
-The fishing is BRILLIANT, but if you need a little extra help talk to Tommy, Dorian, Mitch or any of the team- they have lots of tricks up their sleeve to get you onto some Barra.
-If you are into fly fishing BRING YOUR FLY GEAR... you'll have a ball.

Arafura Bluewater Charters
Arafura Bluewater Charters tick all the boxes: big boat, roomy deck, uncluttered, clean, comfy, organised and with all the right tackle ready to go. Add in the crews beaming smiles and love of their work and you know it's going to be a good day.
There are three boats in their fleet – two of them do day trips and the third does extended overnight and multi night charters.
We did a half day option and got some quality fish – golden snapper, tusk fish, the popular stripey and some coral trout to name a few. All good fighters and FIRST CLASS table fish.

CYCLING AND YOUR HEALTH

What is cycling?
Cycling or bike riding is the sport of riding a bicycle. It is a low impact exercise that can improve your mental and physical health.
Riding a bike is a low-cost way to get around and is environmentally friendly. You can get to know your neighbourhood in a different way by riding around your local streets.
Cycling allows you to avoid high traffic areas and reduce your reliance on public transport. If you do not have access to a car or cannot drive, riding is a handy way to travel.
A bicycle is not only cheaper to buy than a car, but needs no petrol and has few maintenance bills.

What are the health benefits of cycling?
Heart health — Regular bike riding helps to reduce your risk of heart disease and related health conditions such as high blood pressure and stroke. It does this by strengthening your heart muscle and lowering your resting pulse rate. Riding on a regular basis can also reduce levels of fat in your blood and help you to manage your weight.
Muscle strength — Regular riding helps build your muscles and makes you stronger and fitter. Cycling uses several muscle groups at the same time. Your legs to move the pedals, your core to keep you balanced and your arms to hold up your body and steer the bike.
Balance — Bike riding helps to improve your balance and coordination that declines as you age. Plus, it reduces pain from stiff joints.

Mental health — Bike riding can boost your mental health and has been shown to decrease stress and anxiety levels. It helps you to sleep better and decreases your risk of getting depression. Cycling triggers the release of natural endorphins — known as the 'feel-good chemicals — which improve your mood and sense of wellbeing.
Low impact — Cycling is an example of low-impact exercise. Less weight or force bears down on your joints while you cycle. Because of this, people with arthritis and other joint conditions may find biking riding beneficial.

Who is cycling best suited to?
Cycling is an enjoyable way to keep physically active. People of most ages and fitness levels can take part.
Bike riding can be a fun way for children to stay healthy and keep them entertained. Kids under the age of 10 do not have full peripheral vision and may miss cars or other hazards in their path. For this reason, adults should supervise children when riding a bicycle.
If you do not feel safe riding on busy roads, find a park or area which has bike-only lanes away from cars.
Stationary exercise bikes are a great alternative to road bikes. You get many of the benefits of cycling, without the risks of riding on the road.

Can I cycle while pregnant?
If you are pregnant, you should avoid cycling outdoors due to a risk of falling. Instead, try cycling on a stationary exercise bike. You will get many of the physical and mental benefits of regular riding with fewer risks.

Is it safe to cycle at night?
While it is safe to cycle at night or in low lighting, there are some safety tips you can follow. Attach 2 strong lights to your bike. One at the front and one at the back. Each light should shine at least 200 meters ahead or behind your bike.
Stay visible. Wear bright clothing and stick reflective tape to your bike and helmet.
Check to make sure your bike is working well before you take off, including your breaks and lights.
Before you cycle a certain route at night, ride it in the day so you are familiar with the path and any obstacles.
Cycle in a group for greater visibility and general safety. More people also mean more eyes to watch out for hazards.
Tell someone you are going for a ride and when to expect you home. Share your route with them. You could do this by sharing your live location using a mobile phone app.

How do I start cycling safely?
You should always wear a properly fitted helmet that meets Australian safety standards. This will help reduce the chance of head and brain injuries if you have an accident.
When buying a bike, get it sized by trained staff. You should be able to place your feet flat on the ground when sitting on the bike seat. This is especially important for children.
Do not buy a bike that is too big for your child in the hope they will use it for longer.
Follow all the cycling road rules. Wear bright-coloured clothes or clothing with reflective strips to make you are seen by other road users.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

বেগম খালেদা জিয়াকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে স্বেচ্ছাসেবক দল অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবাদ সভা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল অস্ট্রেলিয়ার উদোগে বিএনপির চেয়ারপারসন, দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়াকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে এক প্রতিবাদ এবং দোয়ার অনুষ্ঠান রবিবার ১২ জুন ২০২২ সিডনিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ এবং বাংলাদেশ থেকে বক্তব্যে রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আনু মোহাম্মদ শামীম আজাদ।

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবকদল অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ও আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক এএনএম মাসুমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্যে রাখেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা মো. মোবারক হোসেন, কুদরত উল্লাহ লিটন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জিয়া মঞ্চের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এস এম নিগার এলাহী চৌধুরী, পলিসি ফোরাম অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ড.ফকির মনিরুজ্জামান।

স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মৌহাইমেন খান মিশুর পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্যে রাখেন জিসাস কেন্দ্রীয় সহসভাপতি খাইরুল কবির পিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা এস এম খালেদ, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, সিনিয়র সহসভাপতি আরমান হোসেন ভূইয়া, জাসাস সদস্য সচিব মাহবুবুর রহমান মামুন, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক নূর মোহাম্মদ মাসুম, জসিম উদ্দিন, অসিত গোমেজ, আব্দুল মজিদ প্রমুখ।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, মিডনাইট সরকার বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তাকে ভয় পায়, তাই মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে বন্দি করে রেখেছেন। দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার প্রতিটি দীর্ঘ শ্বাসের হিসাব ইনশাল্লাহ সময়মত নেয়া হবে। অবৈধ আওয়ামী সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে হত্যাযজ্ঞের যে চক্রান্ত তা কোন দিন সফল হবেনা। দেশে বিদেশে ঐক্যেবদ্ধ কঠিন আন্দোলনের মাধ্যম হাসিনা সরকারকে উৎখাত করা হবে। অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করেন নেতা কর্মীরা।

0297403658, 0404515482

مدرسة جامعة الرشاد
Madrasah Jamiatur Rashad
Sydney, New South Wales, Australia.

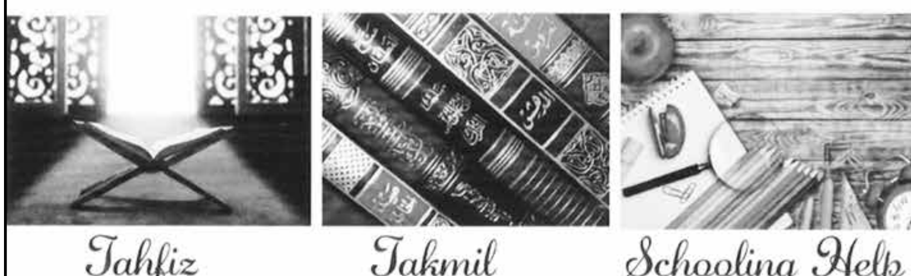

Madrasah with Australian education
Your first choice of Madrasah study

Madrasah Jamiatur Rashad (MJR) is a Madrasah to build a generation in Australia with sound Islamic knowledge and values to serve the ummah. Local Alim and Huffaz will guide the nation with proper Islamic knowledge. They should also possess strong background of Australian education so that they can present Deen to every facet of our society and to the mankind.

Madrasah Jamiatur Rashad
1 Mona St. Bankstown, NSW 2200
Email: mjr@deeniyataustralia.org

About Us

Madrasah Jamiatur Rashad (MJR) is a initiative of Deeniyat Australia. It's a physical Madrasah with Australian education to build local Ulama and Huffaz. Deeniyat Australia has established to fulfill the needs of Deen and it's knowledge around the Australian continent. Deeniyat Australia has various centers around Australia, where they teach the Qur'an from basic to the advance levels alongwith elementary Islamic education. Some of these centers are autonomous but we teach, train & guide them. Your center also can be a part of Deeniyat Australia. The online platform of Deeniyat Australia cater the needs of everyone, irrespective of age, gender, time, place or nationality. These are smaller steps to save our generation and to build a brighter future Insha'Allah.

Our Services

Tahfiz [Qur'an Memorization]
Takmil [Alim course from Ibtedayee to Takmil by Dawra]
Homeschooling assistance
Men & Women Tajweed and Sharia Courses
Youth Islamic Education
Maktab Program
Online platform [After hours & part time courses]

Scan the QR code
Enroll online courses

Our specialties:
The best academics (Alim, Hafiz & Tutors)
Exams & evaluation each term
Both for Boys and Girls
Indoor sports facilities
Close to transport & amenities

Admission open. Please visit or Call us.:

Deeniyat
Deeniyat Australia
0297403658, 0404515482

1 Mona Street
Bankstown, NSW 2200

admin@deeniyataustralia.org
www.deeniyataustralia.org

A Healthy Lifestyle Guidelines

Columnist Nozaina

A healthy lifestyle improves immunity, keeps the eye, skin, and teeth healthy, reduces the risk of various diseases, supports muscles, strengthens bones, maintains body weight, and helps you live longer. There are the following guidelines for a healthy lifestyle.

Eat Natural, Fresh Foods

Natural foods are highly nutritious and free from any chemical additive. These foods are meat, fish, nuts, seeds, beans, fresh fruits, legumes, lentils, brown rice, whole wheat, and fresh vegetables. Natural foods are heart-healthy, high in essential nutrients (protein, fats, carbohydrates, vitamins, and minerals), low in sugar, and high in fiber and healthy fats. They manage blood sugar levels, lower triglycerides, and lower the risk of many diseases.

Maintain Regularity in Your Routine

Our body has its biological clock, which changes with the season. Once you set your routine, it is necessary to sustain it. It has many benefits, such as better stress levels, health, and sleep. People who don't maintain regularity in their daily routines suffer from poor sleep, stress, poor eating habits, and poor physical condition.

Stay Hydrated

Our body is composed of 80% water. It is necessary to take at least eight glasses of water daily. Sweat loss increase during the summer season. It is essential to drink enough water and electrolyte to replace the fluid loss. Water deficiency can cause fatigue, dry skin, headache, weak immunity, and dehydration. It improves muscle performance, regular bowel functions, and improve immune health.

Do Not Overeat

Eat three to four meals a day. Eat well but do not overeat. Overeating can cause many health issues, such as heartburn, obesity, insulin resistance, and impaired brain function.

Avoid Excessive Salt

Everything must be in moderation. Daily salt intake should not exceed more than one teaspoon. Salt is a source of sodium, and our body needs a small quantity of sodium to function. High sodium intake increases blood pressure, which increases the possibility of stroke and heart attack.

Avoid Excessive Use of Sugar

Excessive sugar intake can increase the possibility of developing many diseases, such as tooth decay, obesity, type 2 diabetes, cancer, heart diseases, depression, and increased cellular aging. We can minimize sugar intake by avoiding candies, snacks, and sweetened beverages. All the time prefer fresh fruits over canned fruits.

Do Not Smoke

Smoking is the leading cause of lung cancer and COPD (chronic obstructive pulmonary disease). It increases the risk of other body organ cancer, heart disease, stroke, diabetes, and tuberculosis.

Exercise Regularly

Regular exercise helps us to stay physically active. Try to get exercise, a minimum of 30 minutes daily. It may be swimming, jogging, or walking. Exercise reduces the possibility of developing diseases caused by a sedentary lifestyle. It also helps to maintain body weight, improve brain function, decrease blood pressure, improve heart health, improve quality of sleep, battle cancer-related fatigue, and reduce the feeling of depression and anxiety.

Manage Stress

Try to manage your stress level. Find a way to manage stress, such as gardening, painting, watching funny movies, listening to music, going for a walk, etc. Stress is the well-known trigger of many diseases, such as migraines to heart diseases. Chronic stress can cause many health issues, such as hypertension, obesity, heart disease, and diabetes.

Limit the Use of Harmful Fats

Fats consumption must be less than 30% of total energy intake. Unsaturated fats are good than trans fats and saturated fats. WHO recommends decreasing trans fats to less than 1% of total energy intake and decreasing saturated fats to less than 10%. Fish, avocado, sunflower, soya bean, olive oils, and canola oil are sources of unsaturated fats, while saturated fats are present in butter, fatty meat, palm, cream, cheese, and coconut oil. Trans fats are present in fried foods, pre-packed snacks, and baked foods. Less intake of harmful fats helps to prevent NCDs and unhealthy weight gain.

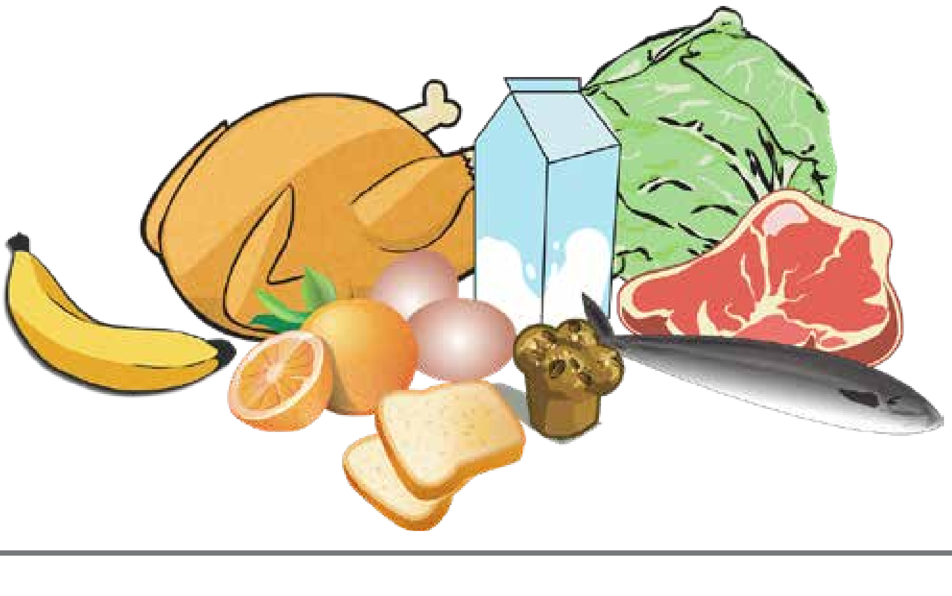

Don't Drink Alcohol

Alcohol consumption causes many health problems, for example, mental disorders, osteoporosis, cancer, liver diseases, gastrointestinal problems, immune system dysfunction, and vitamin deficiency. It's good to avoid alcohol consumption.

Maintain Ideal Body Weight

It is necessary to maintain ideal body weight because every gram of additional weight is a problem for vital body resources and the heart. It is good to be slightly underweight than overweight. Being overweight and obese has many adverse effects on health, such as damaged blood vessels, increased possibility of heart attack, kidney diseases, stroke, and death. Weight loss should not be drastic because it may cause health issues. Weight loss must depend on good eating habits such as chewing food thoroughly, preparing small portions, and eating slowly.

Choose Food from Each Food Group

It is always good to choose food from each food group (fruits, vegetables, dairy, grains, and protein foods) because no single food can provide nutrients in the right amount. Milk is a good source of calcium but a poor source of iron and vitamin C, so it is essential to include vitamin C and iron-rich food in the diet.

Protect Yourself from Sun Exposure

Long-term sun exposure is related to the highest possibility of eye damage, skin damage, immune system suppression, and skin cancer. Protect yourself from sun rays. Use long-sleeved clothes and sunscreen when going outside.

Don't Skip Breakfast

People skip this meal because they think it will reduce body weight. One should not skip breakfast. It may exert adverse effects on health, such as slowing metabolism, dropping blood sugar levels, increasing stress hormone levels, and the risk of heart disease.

Regularly Check Your Blood Pressure

High blood pressure is a silent killer. Many people have high blood pressure but do not know about it. If hypertension is left untreated, it may cause many health problems such as kidney, heart, brain, and numerous other diseases.

Wash Your Hands Properly

Hand hygiene is essential for everyone. Clean hands help to prevent skin and eye infections, diarrhea, and respiratory infections. Wash your hands properly with water and soap to remove dust.

Above mentioned guidelines are best to live a healthy life. These guidelines prevent various diseases and help us to stay healthy.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

নিউ সাউথ ওয়েলসে ৩১ হাজার শরণার্থী বসবাস করছে

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

১৯ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত শুরু হয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলস সরকারের শরণার্থী সপ্তাহ।

২০১৬ সাল থেকে এ অঞ্চলে ৩১ হাজার বেশি শরণার্থী নিউ সাউথওয়েলসে বসতি স্থাপন করেছে, যা আমাদের শক্তিশালী বহুসাংস্কৃতিক সমাজকে আরও শক্তিশালী করেছে। “নিউ সাউথ ওয়েলসে আমাদের যে সমৃদ্ধশালী বৈচিত্র রয়েছে তাতে প্রতিটি ব্যক্তি অবদান রাখে।”

বহু সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আরো জানান, এই শরণার্থী সপ্তাহে নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার শরণার্থীদের বসবাসের জন্য একটি নিরাপদ জায়গা খুঁজে পেতে সাহায্য করার পাশাপাশি তাদের উন্নতি লাভে সক্ষম করার প্রতিশ্রতি পুনর্ব্যক্ত করছে।

নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার গর্বের সাথে বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে এবং শরণার্থী পটভূমির মানুষদের আবাস্থল হিসেবে একটি নিরাপদ স্থান নিশ্চিত করতে এবং তাদের সুস্থতার জন্য ও তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে সংযোগের প্রতিটি সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশিদারিত্ব করে।

বেলালের প্রেমের ফাঁদে অসহায় নারী!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

চল্লিশোর্ধ্ব নারীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে সর্বস্ব লুটে নেওয়ায় ছিল ওর টার্গেট। তবে যাদের স্বামী বিদেশে থাকেন এবং বিত্তশালী, তাদের প্রতি ছিল তার বিশেষ আগ্রহ। নানা কৌশলে ওই সব নারীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলত মো. বেলাল হোসেন নামের এই ভন্ড প্রতারক।

দেখা করার কথা বলে গোপনে তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি তুলে রাখত এবং সে ভিডিও দিয়ে ধমক দিয়ে সর্বস্ব লুটে নেয়াই ছিল তার নেশা।

পরবর্তী সময়ে এসব ছবি পাঠাত ওই ভুক্তভোগীদের ‘ফেসবুক’ মেসেঞ্জারে। দফায় দফায় তাদের কাছ থেকে আদায় করত মোটা অঙ্কের অর্থ। অবশেষে এক ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে বেলালকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদেই বেরিয়ে আসতে থাকে থলের বিড়াল। গ্রেপ্তারের আগ পর্যন্ত শতাধিক নারীর সঙ্গে সে এমন প্রতারণা করেছে বলে স্বীকার করেছে তদন্ত-সংশ্লিষ্টদের কাছে। পরে যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে বেলালকে এক দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

ডিবি সূত্র বলছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমেই তাদের সন্ধান করত সে। দফায় দফায় মেসেঞ্জারে নক করে একপর্যায়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করত।

বেলালের থাবা থেকে বাদ যায়নি তার শ্বশুরবাড়ির দিকের অনেক আত্মীয়। এসব নারীর অনেককে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে সে। তবে এসব দৃশ্য ভিডিওতে ধারণ করে রাখার কারণে এ ব্যাপারে তারা মুখ খুলতে সাহস পাননি। উল্টো তার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হয়েছেন তারা। বিভিন্ন সময় দিয়েছেন বেলালের চাহিদা মতো অর্থ। এ ধরনের লম্পট থেকে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।

Community Youth and Citizen Development Organisation Incorporated (CYCDO)

Registration Number: INC 1901241

We're a multi-award-winning non-profit org that offers a variety of free community services.
Individuals and community-based organisations benefit from the assistance.
On a daily basis, we provide the following services:

Medical	Interpreting	Social Justice for a variety of groups, including refugees, new migrants in Australia, asylum seeker, and those on boats.

Among other things, we assist the aforementioned demographic with medical requirements, interpreting, and career possibilities.
We provide them with food and medical essentials, as well as energy bills, phone bills, partial rent, Woolworth-Coles coupons, and other necessities during times of distress and crisis.

We've also worked for, and continue to work for, social justice.
We aim to resolve a problem between two partners in their personal or business lives before resorting to court.

Despite the fact that we went to court on occasion, problems were frequently addressed.
We have a lot of success with the Covid-19 crisis and helping Australian COVID-19 victims. Please locate the following report:

https://ausbulletin.com.au/cycdos-initiative-to-assist-australian-covid-victims-p444-117.htm

We also collaborate with the Australian government on national days with various events.
Visit: https://www.amust.com.au/2022/02/why-we-love-australia-day/ for more information.

https://www.youtube.com/watch?v=es5 jaT3N g | https://www.facebook.com/Multicultural-Australia-100847185835819/?ref=py c&rdr

Contact us: Po Box 398, Lakemba, NSW 2195 Mbl: 0423 031 546cycdo.au@gmail.com, www.cycdo.com.au

উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে সিলেট ও সুনামগঞ্জ!

বিএনপি নেতা এম এ মালেকের কাতার সফর

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপির নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও লণ্ডন বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত এক সফরে কাতারে পৌঁছলে দোহার হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাতার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল হক সাজুর নেতৃত্বে শতাধিক নেতা-কর্মী তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নেন।

বিভিন্ন ফোরামের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কাতার বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়কালে এম এ মালেক বলেন, বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়ে জুলুম নির্যাতন ও গুম করছে, তাই গনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে অচিরেই বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দলকে আরো সুসংগঠিত করতে নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

কাতার প্রবাসী বিএনপির সর্বস্থরের নেতা কর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন - ইসমাইল মনসুর, হাবিবুর রহমান, ইউসুফ শিকদার, আব্বাস উদ্দিন, মহি উদ্দিন কাজল, মোহাম্মদ আলী, আইনুল করিম মজুমদার বাবু, আমিনুল ইসলাম, আব্দুর রহিম, সাইন উদ্দিন রুহেল, ইয়াকুব খান, ফনি ভুষন দাস, শাহাদাত হোসেন, মামুন খান, জাকারিয়া আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদ হারুন আহমদ, নাজমুল ইসলাম প্রমুখ।

Urgent Appeal to Protect Kimberly from Muslim Degeneration;Muslims are converting to other religions

At Present there is no Mosque in Kimberley

Next mosque is 750km south-west, in South Hedland

DEVELOPMENT PROPOSAL
Stage1: Purchase Land
Stage2: Build Mosque and Islamic Centre
Target: $650,000

Derby Mosque and Islamic Centre

The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said,
'Whoever builds a Masjid in which the Name of Allah is mentioned,
Allah will build a house for him in Paradise.'
[Bukhari & Muslim]

Please donate and be part of a noble cause

Banking Details
ANZ, Derby
Account Name:
Derby Mosque and Islamic Centre
BSB:016620
Account No: 6448-57077
SWIFT Code: ANZBAU3M

Contact Details
Shariful Islam
0428 946 721
Tarek Abdelrahman
0499 349 120
Hamzah Bin Rashid
0438 217 946

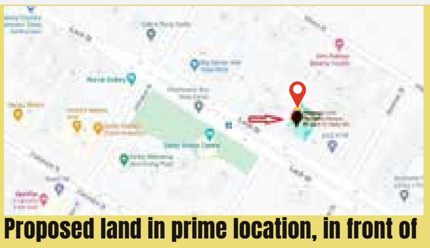

Proposed land in prime location, in front of Visitor centre, 51 Loch St Derby WA 6728
(Note, Shire approval granted)

Derby Mosque and Islamic Centre Inc.(DMIC), WA 6728 ABN: 74106696700
0428946721,0452558311,0450289786 www.dmic.org.au info@dmic.org.au Derbymosque

বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন ফান্ড
Post Flood Rehabilitation Fund FACEBOOK.COM/PFRFBD
বন্যায় সিলেট-সুনামগঞ্জের চরম ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর
আকুল আবেদন

শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত সিলেট ও সুনামগঞ্জের অসংখ্য মানুষ এখন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত, অসহায়। বন্যার পানিতে ঘরবাড়ী, গৃহপালিত প্রাণী, গবাদি পশু, ফসল ও খাদ্য ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে অনেকের। প্রয়োজনীয় খাবার, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের অভাবে সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও খোজারখলা মারকাজের মুরুব্বীগণের পরামর্শে নিম্নে বর্ণিত সিলেটের বিশিষ্টজন কর্তৃক বন্যার্তদের অন্ন-বস্ত্র, চিকিৎসা ও ঘরবাড়ী পুনঃসংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মানবতার এই চরম বিপর্যয়ে বন্যার্ত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সর্বস্তরের জনদরদী ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ব্যাংক হিসাব নং:

১ Bank : Shahjalal Islami Bank Ltd
Branch : Shubid Bazar, Sylhet
A/c Name: Post Flood Rehabilitation Fund
A/c No: 1906-12100002984
Swift Code: SJBLBDDHMHK

২ Bank : Trust Bank Ltd
Branch : Sylhet Branch
A/c Name: Md Abdul Quaium Kamal, Tehsin Choudhury
A/c No: 0021-0318000360
Swift Code: TTBLBDDH021

মোবাইল ব্যাংকিং:
বিকাশ-১ রকেট নগদ 01720 953 473 (Agent)
বিকাশ-২ 01612 474 171 (Agent)
বিকাশ-৩ 01617 328 409 (Personal)

বি. দ্র: নগদ অর্থের পাশাপাশি পণ্য এবং নির্মাণ সামগ্রীও সহায়তা হিসেবে পাঠাতে পারেন।

আহ্বানে:
আবদুল ফাত্তাহ
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কানাডা প্রবাসী, রায়নগর
আব্দুল কাইয়ুম কামাল
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিবগঞ্জ
তাহসিন চৌধুরী বিন সুন্নত চৌধুরী
পরিচালক, ফুলবাড়ী চা বাগান
মুফতি মুহাম্মদ কয়েস
তত্ত্বাবধায়ক ও প্রধান হিসাবরক্ষক, দরগাহে হযরত শাহজালাল রাহ. মসজিদ
প্রফেসর ডা. কামাল আহমদ
নিউরোলজিস্ট, নর্থ-ইস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট
জুবায়ের আহমদ চৌধুরী
মহাসচিব, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এসোসিয়েশন
এডভোকেট মোহাম্মদ আলী
সিনিয়র এডভোকেট, সিলেট জজকোর্ট
প্রফেসর ড. মো. শাহ আলম
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
আজহারুল কবির চৌধুরী সাজু
লতিফ ট্রাভেলস, সিলেট

হটলাইন: 01673-981849, 01711-967967, 01746-730660

ঈদুল আযহা ও কুরবানী

প্রতি বছর মুসলমানদের জন্য দুটি ঈদের আনন্দ ও ত্যাগ তাঁদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুরম্য স্বকীয় মর্যাদায় উদ্দীপ্ত এবং অনুপ্রাণিত করে। আলহামদুলিল্লাহ। তন্মধ্যে সম্মুখপানে রয়েছে ফরজ বিধান পবিত্র হজ্জ পালন , ঈদুল আযহা ও কুরবানী। ঈদুল আযহা ইবরাহীম (আঃ), বিবি হাজেরা ও ইসমাঈলের পরম ত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত উৎসব। ইবরাহীম (আঃ)-কে আল-কুরআনে মুসলিম জাতির পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (হজ্জ ৭৮)। এ পরিবারটি বিশ্ব মুসলিমের জন্য ত্যাগের মহত্তম আদর্শ। তাই ঈদুল আযহার দিন সমগ্র মুসলিম জাতি ইবরাহীমী সুন্নাত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রাণপণ চেষ্টা করে। কুরবানীর স্মৃতিবাহী যিলহজ্জ মাসে হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মুসলমান সমবেত হয় ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত মক্কা-মদীনায়। তাঁরা ইবরাহীমী আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেন। হজ্জ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনন্য উদাহরণ। যা প্রতি বছরই আমাদেরকে তাওহীদী প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। আমরা নিবিড়ভাবে অনুভব করি বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। ঈদের উৎসব একটি সামাজিক উৎসব, সমষ্টিগতভাবে আনন্দের অধিকারগত উৎসব। ঈদুল আযহা উৎসবের একটি অঙ্গ হচ্ছে কুরবানী। কুরবানী হ'ল চিত্তশুদ্ধির এবং পবিত্রতার মাধ্যম। এটি সামাজিক রীতি হ'লেও আল্লাহর জন্যই এ রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। তিনিই একমাত্র বিধাতা প্রতিমুহূর্তেই যার করুণা লাভের জন্য মানুষ প্রত্যাশী। আমাদের বিত্ত, সংসার এবং সমাজ তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত এবং কুরবানী হচ্ছে সেই নিবেদনের একটি প্রতীক।

কুরবানির পরিচয় : ধন-সম্পদের মোহ ও মনের পাশবিকতা দূরীকরণের মহান শিক্ষা নিয়ে প্রতি বছর আসে পবিত্র কুরবানি। ইসলাম ধর্মে কুরবানির দিনকে ঈদুল আযহাও বলা হয়।

কুরবানি শব্দটি ‘কুরবুন’ মূল ধাতু থেকে এসেছে। অর্থ হলো নৈকট্য লাভ করা, সান্নিধ্য অর্জন করা, প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা।

শরিয়তের পরিভাষায়-নির্দিষ্ট জন্তুকে একমাত্র আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত নিয়মে মহান আল্লাহ পাকের নামে জবেহ করাই হলো কুরবানি।

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘কতিপয় সাহাবি প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কুরবানি কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর সুন্নাত।’ সাহাবারা বললেন, এতে আমাদের জন্য কী প্রতিদান রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে।’ (ইবনে মাজাহ-৩১২৭)।

* কুরবানির গুরুত্ব ও ফজিলত : কুরবানি হলো ইসলামের একটি শি’য়ার বা মহান নিদর্শন। কুরআন মাজিদে আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন-‘তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও পশু কুরবানি কর।’ (সূরা কাউসার, আয়াত-২)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছে না আসে’। (ইবনে মাজাহ-৩১২৩)। যারা কুরবানি পরিত্যাগ করে তাদের প্রতি এ হাদিস একটি সতর্কবাণী।

কুরবানির রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য অর্জিত হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না উহার (জন্তুর) গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ, আয়াত-৩৭)।

* শরিয়তে কুরবানির বিধান : ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মতে কুরবানি ওয়াজিব। তাদের দলিল হলো-আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ‘তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও পশু জবেহ কর।’ (সূরা কাওসার, আয়াত-২)।

সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ পালন সাধারণত ফরজ বা ওয়াজিব হয়ে থাকে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছে না আসে’।

অত্র হাদিসের ভাষ্যেও কুরবানি ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। তবে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মতে কুরবানি করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

কুরবানির নেসাব ও তার মেয়াদ : কুরবানির নেসাব হলো হাজাতে আসলিয়া তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও উপার্জনের উপকরণ ইত্যাদি ব্যতিরেকে যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তার মূল্য বা সমমূল্যের সম্পদের মালিক হওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, যাকাতের নেসাব যা, কুরবানির নেসাবও তা। তবে কুরবানির নেসাবের ক্ষেত্রে একটু অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে। তা হলো- অত্যাবশ্যকীয় আসবাবপত্র ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত আসবাবপত্র, সৌখিন মালপত্র, খোরাকি বাদে অতিরিক্ত জায়গা-জমি, খালিঘর বা ভাড়া ঘর (যার ভাড়ার ওপর জীবিকা নির্ভরশীল নয়) এসব কিছুর মূল্য কুরবানির নেসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/২৯২)।

যাকাত ও কুরবানির নেসাবের সময়সীমা নিয়েও পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো-যাকাতের নেসাব পূর্ণ এক বছর ঘুরে আসা শর্ত; কিন্তু কুরবানির নেসাব পূর্ণ এক বছর ঘুরে আসা শর্ত নয়। কেবল জিলহজ মাসের ১০, ১১, ১২ এই তিন দিনের যে কোনো একদিন নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেই কুরবানি ওয়াজিব হবে। (ফতোয়ায়ে শামি)।

কুরবানির পশু জবেহর সময় : কুরবানি নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ইবাদত। কুরবানির পশু জবেহ করার সময় হলো ৩ দিন-জিলহজ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। এটাই ওলামায়ে কেরামের কাছে সর্বোত্তম মত হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

এ সময়ের আগে যেমন কুরবানি আদায় হবে না, তেমনি পরে করলেও আদায় হবে না। অবশ্য কাজা হিসাবে আদায় করলে ভিন্ন কথা। যারা ঈদের সালাত আদায় করবেন তাদের জন্য কুরবানির সময় শুরু হবে ঈদের সালাত আদায় করার পর থেকে।

যদি ঈদের সালাত আদায়ের আগে কুরবানির পশু জবেহ করা হয়, তাহলে কুরবানি আদায় হবে না। কিন্তু যে স্থানে ঈদের নামাজ বা জুমার নামাজ বৈধ নয় বা ব্যবস্থা নেই, সে স্থানে ১০ জিলহজ ফজর নামাজের পরও কুরবানি করা বৈধ হবে। (কুদুরি) আর কুরবানির শেষ সময় হলো জিলহজ মাসের ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত।

কুরবানির পশু জবেহ করার নিয়ম : কুরবানির পশু জবেহ করার জন্য রয়েছে কিছু দিকনির্দেশনা। তবে পশু জবেহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্তত নিুক্তে দুটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। নতুবা কুরবানির পশু জবেহ বিশুদ্ধ হবে না। বিষয় দুটি হলো- ১) জবেহ করার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলে জবেহ করা। তবে ‘বিসমিল্লাহ’-এর সঙ্গে ‘আল্লাহু আকবার’ যুক্ত করে নেওয়া মুস্তাহাব। ইচ্ছাকৃতভাবে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা পরিত্যাগ করলে জবেহকৃত পশু হারাম বলে গণ্য হবে। আর যদি ভুলবশত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তবে তা খাওয়া বৈধ। কোনো ব্যক্তি যদি জবেহ করার সময় জবেহকারীর ছুরি চালানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করে, তবে তাকেও ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলতে হবে; নতুবা জবেহ শুদ্ধ হবে না।

২) জবেহ করার সময় কণ্ঠনালি, খাদ্যনালি এবং উভয় পাশের দুটি রগ অর্থাৎ মোট চারটি রগ কাটা জরুরি। কমপক্ষে তিনটি রগ যদি কাটা হয়, তবে কুরবানি বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি দুটি রগ কাটা হয়, তখন কুরবানি বিশুদ্ধ হবে না। (হিদায়া)।

* কুরবানির গোশতের হুকুম : কুরবানির গোশত কুরবানিদাতা ও তার পরিবারের সদস্যরা খেতে পারবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ‘অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও’। (সূরা হজ্জ, আয়াত-২৮)।

ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কুরবানির গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজেরা খাওয়া, এক ভাগ দরিদ্রদের দান করা ও এক ভাগ উপহার হিসাবে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের দান করা মুস্তাহাব। কুরবানির পশুর গোশত, চামড়া, চর্বি বা অন্য কোনো কিছু বিক্রি করা জায়েজ নেই। কারণ তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু। তবে চামড়া বিক্রি করা যেতে পারে, কিন্তু টাকা গরিবদের দান করতে হবে। কসাই বা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে কুরবানির গোশত দেওয়া জায়েজ নয়। যেহেতু সেটিও এক ধরনের বিনিময় যা ক্রয়-বিক্রয়ের মতো। তার পারিশ্রমিক আলাদাভাবে প্রদান করতে হবে। হাদিসে এসেছে-‘আর তা প্রস্তুতকরণে তা থেকে কিছু দেওয়া হবে না’। (সহিহ বুখারি-১৭১৬)। তবে দান বা উপহার হিসাবে কসাইকে কিছু দিলে তা নাজায়েজ হবে না।

ইবরাহীম (আঃ) সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন, হয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ ঘোষিত মানবজাতির ইমাম। তিনি মানবজাতির আদর্শ। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালের ভয় কর তাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ’ (মুমতাহিনা ৪-৬)।

আদম (আঃ)-এর সময় থেকেই চলে আসা কুরবানীর প্রথা পরবর্তীকালের সকল নবী-রাসূল, তাঁদের উম্মত আল্লাহর নামে, কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে গেছেন। এ কুরবানী কেবল পশু কুরবানী নয়। নিজের পশুত্ব, নিজের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, হীনতা, দীনতা, আমিত্ব ও অহংকার ত্যাগের কুরবানী। নিজের ছালাত, কুরবানী, জীবন-মরণ ও বিষয়-আশয় সব কিছুই কেবল আল্লাহর নামে, শুধু তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য চূড়ান্তভাবে নিয়োগ ও ত্যাগের মানস এবং বাস্তবে সেসব আমল করাই হচ্ছে প্রকৃত কুরবানী। এই কুরবানীর পশু যবেহ থেকে শুরু করে নিজের পশুত্ব যবেহ বা বিসর্জন এবং জিহাদ-কিতালের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদতবরণ পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এই কুরবানী মানুষের তামান্না, নিয়ত, প্রস্তুতি, গভীরতম প্রতিশ্রুতি থেকে আরম্ভ করে তার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত। ঈদুল আযহার সময়, হজ্জ পালনকালে মুসলিমের পশু কুরবানী উপরোক্ত সমগ্র জীবন ও সম্পদের কুরবানীর তাওহীদী নির্দেশের অঙ্গীভূত এবং তা একই সঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত মানব জাতির ইমাম ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র কুরবানীর চরম পরীক্ষা প্রদান ও আদর্শ চেতনার প্রতীকী রূপ।

কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি দেওয়ার পূর্বে নিজেদের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি দিতে হবে। মহান আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণকারী ও আত্মত্যাগী হ'তে হবে। তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন বা মুত্তাকী হ'তে হবে। আমাদের ছালাত, কুরবানী, জীবন-মরণ সবকিছু আল্লাহর জন্যই উৎসর্গ হৌক, ঈদুল আযহায় বিধাতার নিকট এই থাকুক প্রার্থনা।

“ওরে হত্যা নয় আজ সত্যা গ্রহ শক্তির উদ্বোধন
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণকেতু লক্ষ্য ঐ তোরণ
আজি আল্লাহর নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।”

- কাজী নজরুল ইসলাম

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে আক্কল (বিবেক/intellect), ক্বালব (হৃদয়/heart), নাফস (মন/mind) ও রূহ্ (আত্মা/soul)

পূর্ব প্রকাশের পর

এজন্যই, ক্বালব ও আক্কল সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত: قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا -{"তারা (তাদের মস্তিষ্কে/ ব্রেইনে ধারণকৃত সত্যমিথ্যায় বিজড়িত বিভিন্ন তথ্য/ ইনফরমেশন থেকে সত্য-সঠিকটিকে) ক্বালব অর্থাৎ হৃদয় সমুহের দ্বারা আক্কল বা বিবেক খাটিয়ে (অর্থাৎ মস্তিষ্কে সংগৃহীত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সত্য/সঠিক-বিষয়কে) জানে, বুঝে ও নির্ধারণ করে বা বাঁধে/bind" -(সুরা হজ্ব/22: 46), এ আয়াত}-অনুযায়ী, ক্বালব, অন্তর বা হৃদয় এর অপর নাম হচ্ছে আক্কল বা বিবেক/intellect, যার কাজ হচ্ছে: পঞ্চ-ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) এর মাধ্যমে সংগৃহীত সত্যমিথ্যায় বিজড়িত বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী-দন্ধময় তথ্য/ইনফরমেশন যা মস্তিষ্কে (অর্থাৎ brain এ) জমা করা হয়, মস্তিষ্কের সেই সত্যমিথ্যায় বিজড়িত বিভিন্ন তথ্য/ইনফরমেশন কে হৃদয়/ক্বালব (অর্থাৎ heart) দিয়ে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে সত্য/সঠিক-বিষয়কে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করা বা বাঁধা/binding ।

কারণ যখন সত্যমিথ্যায় বিজড়িত বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী-দন্ধময় জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে সত্য/ সঠিক-বিষয়কে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়, তখন হৃদয়ের অর্থাৎ হার্টের রক্তপ্রবাহের কাজ বেড়ে যায়। এজন্যই, কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ করে সত্য সঠিক-বিষয়কে জানার কাজকে ও ক্ষমতাকে অর্থাৎ আক্কলকে বা বিবেককে, হৃদয়ের (বা ক্বালবের/হার্টের) কাজ ও ক্ষমতা হিসেবে কোরআনে গন্য করা হয়েছে।

তাই, অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا "তারা কি (জীবনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক-সামাজিক বিষয়াদিতে সত্য সঠিক-বিষয়কে জানা ও বুঝার জন্য) কোরআনকে গবেষণা করবে না? না তাদের অন্তর/ক্বালব বা হার্ট সমুহ তালাবদ্ধ?" -(সুরা মুহাম্মদ/47: 24)।

এ আয়াতও প্রমান করে, সত্য/সঠিক-বিষয়কে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করার জন্য দেহের মৌলিক প্রধান যন্ত্র হচ্ছে: অন্তর/ক্বালব বা হৃদয়, যার কাজ হচ্ছে: "পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত মস্তিষ্কের/ব্রেইনের ধারণকৃত সত্যমিথ্যায় বিজড়িত বিভিন্ন তথ্য/ ইনফরমেশন কে হৃদয় দিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে সত্য সঠিক-বিষয়কে জেনেবুঝে নির্ধারণ করা"। অন্যথায় হৃদয় দিয়ে সত্য-সঠিকটিকে বুঝতে চেষ্টা না করার জন্য অর্থাৎ হদয়ের বা হার্টের রক্তপ্রবাহের সঠিক-কাজকে না করার জন্য, সেই হার্টকে/হৃদয়কে বা বিবেককে তালাবদ্ধ হিসেবে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন। এজন্যই, কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর অন্য আয়াত অনুযায়ী তখন সে হয় অসুম্পুর্ন বিবেক সম্পন্ন বা বিবেক (intellect) হীন পশুদের মতো; কেননা আল্লাহ বলেন: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا "আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা (হৃদয়ের) আক্কল অর্থাৎ বিবেক খাটায় -{দন্ধমুলক বিষয়ে সত্যকে বুঝা ও নির্ধারণ করার জন্য, জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে দীনী (অর্থাৎ প্রাকৃতিক-সামাজিক) বিষয়ে, নয় শুধু দুনিয়াবি (অর্থাৎ বস্তু-সম্পৃক্ত) বিষয়ে}-? (না, বরং) তারা তো (বিবেক/ intellect হীন) চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত", -(ফোরকান/25: 44)।

এ আয়াত প্রমান করে, মানুষ ও পশুর মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য হচ্ছে: "পশুরা তাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) এর মাধ্যমে সংগৃহীত মস্তিষ্কে/ব্রেইনে (বা মন/mind এ) ধারণকৃত তথ্য/ইনফরমেশন এর ভিত্তি করে জীবন পরিচালনা করে; তারা তাদের মস্তিষ্কে বা ব্রেইনে ধারনকৃত (সত্যমিথ্যায়-বিজড়িত) তথ্য/ইনফরমেশন কে হৃদয় দিয়ে গভীর-গবেষণা ও তুলনামূলক-বিশ্লেষণ করে নুতন সত্য সঠিক-বিষয়কে উদ্ভাবন বা উদঘাটন করতে পারে না। কিন্তু মানুষরা তাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) এর মাধ্যমে সংগৃহীত সত্যমিথ্যায় বিজড়িত বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী-দন্ধময় তথ্য/ইনফরমেশন যা মস্তিষ্কে (অর্থাৎ brain এ) জমা করা হয়, মস্তিষ্কের সেই সত্যমিথ্যায় বিজড়িত বিভিন্ন তথ্য/ইনফরমেশন কে হৃদয়/ক্বালব (অর্থাৎ heart) এর বিবেক/intellect দিয়ে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে তুলনামূলক-বিশ্লেষণ করে নতুন সত্য সঠিক-বিষয়কে জানতে, বুঝতে, নির্ধারণ করতে, বা উদঘাটন ও উদ্ভাবন করতে পারে ।"

অতএব কোনো মানুষ যখন (আল্লাহ-প্রদত্ত) তার হৃদয়ের বিবেক/intellect (عَقل) কে সঠিক ভাবে ব্যবহার না করে, শুধুমাত্র তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত মস্তিষ্কে/ব্রেইনে (বা মন/mind/ نفس এ) ধারনকৃত অটোমেটিক তথ্য/ইনফরমেশন বা অনুভূতি (هَوَي) এর অনুসরণে জীবন পরিচালনা করে, তখন সে হয় পশুদের সমতুল্য অথবা পশুদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট!! -(ফোরকান/25: 44)।

উল্লেখ্য, অনেক মানুষ, -(এমনকি তোতাপাখির মতো অনেক ইসলামী শিক্ষিত অর্থাৎ মুয়াল্লাম/ مُعَلَم বা এডুকেটেড/educated ব্যক্তিগনও, যারা নয় সত্যিকার লার্নেড/learned বা আলেম/عالم বা বিদ্যান-জ্ঞানী, তারা)- তাদের (রোগাক্রান্ত) ক্বালবের আক্কল/عقل অর্থাৎ বিবেক খাটিয়ে সত্য সঠিক-বিষয়কে বুঝার চেষ্টা করেও তারা অনেক সত্য সঠিক-বিষয়কে বুঝতে পারে না এবং সত্যের বিরোধিতা করে, (وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ - 45:23) , কেউ গোপনে নাস্তিক পর্যন্ত হচ্ছে, যদিওবা দুনিয়াবি স্বার্থ রক্ষার্থে কেউ নিজেদেরকে অনেক বকধার্মিক দেখাচ্ছে !!!

এর কারণ হচ্ছে, তারা কতিপয় বা কোনো সত্যকে/ বিধানকে বুঝতে পেরেও সে অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে আমল না করা, অথবা আমল করে কিন্তু তাদের মস্তিষ্কে পুঞ্জিভুত তথ্য বা ইনফরমেশন যা আক্কল বা বিবেক/intellect দ্বারা বিশ্লেষণ বিহীন সত্যিকারের ইলম এর স্তরে পৌঁছেনি, বরং তা শুধু মাত্র অটোমেটিক তথ্য/ইনফরমেশন বা অনুভূতি, সেই অটোমেটিক তথ্য-অনুভূতি (বা هَوَي) এর অনুসরণে (আমল করে); অথবা তোতা পাখির মতো মস্তিষ্কে পুঞ্জিভুত তথ্য ইনফরমেশন এর আমল করে বিবেকহীন অহাংকার বা রিয়া/প্রদর্শীতা সহ !!! এজন্যই, তারা আলেম/learned নয়; কারণ, কোরআনের আয়াত إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء (সুরা ফাতির/35: 28) অনুযায়ী আলেম ও ওলামা হচ্ছেন একমাত্র তাঁরা যারা আল্লাহকে ভয় করে বিনয়ীভাবে তাঁদের ইলম/عِلم অনুযায়ী আমল করেন, হোক তা সামান্য عِلم/ইলম। মুলত আল্লাহর নিকট বা দৃষ্টিতে যে কোনো মানুষের ইলম বা জ্ঞান অত্যন্ত-সামান্য (সুরা এস্রা/17: 85), তাই কোনো মানুষই আল্লামা নয়, একমাত্র মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহই আল্লামা। শয়তানের অনেক ইলম ও ইবাদত/আনুগত্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহর একটি আদেশকে বা বিধানকে অর্থাৎ সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করে শয়তান হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: যখন কেউ জেনা, চুরি, ইত্যাদি কোনো অপরাধ (ইচ্ছাকৃতভাবে) করে, তখন খাঁটি তাওবা না করা পর্যন্ত তার ঈমান থাকে না, -(বোখারী # 6810)।

তাই, যখন কেউ কোনো একটি সত্যকে (অর্থাৎ ইসলামী বিধানকে) জানা ও বুঝার পরেও, দুনিয়াবি স্বার্থকে পরকালের স্বার্থের/সুখের চেয়ে অগ্রাধিকার বা প্রধান্য দিয়ে; অথবা, ম্যকিয়াভেলির শয়তানী থিওরির মতো কারো/কোনো মনগড়া ভুল থিওরি বা উসুল এর অন্ধ অনুসরণ এর মাধ্যমে, কোনো সত্য ও সঠিক বিষয়ের জ্ঞান ও বুঝ অনুযায়ী আমল না করে; তখন প্রকৃতপক্ষে, সে সেই সত্যকে/বিধানকে ঢেকে গোপন করে !! অতএব, তার এই গোপন করা দ্বারা, সে তখন আল্লাহর কাছে/দৃষ্টিতে সত্য-গোপনকারি কাফির (ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্যকারী মুসলিম নাম নিয়ে কথা-কাজে মিল না হওয়ায় মুনাফিক, এবং নিজের নফসের পুজা/আনুগত্য করায় মুশরিক) হিসেবে গন্য হয়, যতক্ষন পর্যন্ত না সে খাঁটি তাওবা করে, যদিও সে শয়তানের মতো অনেক ইসলামী শিক্ষিত ও আল্লাহর ইবাদতকারী/অনুগত হয়। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: و إن صام وصلي وزعم أنه مسلم "যদিওবা সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং ধারণা/ দাবি করে যে নিশ্চয়ই সে একজন মুসলিম" ; -(কিন্তু আল্লাহর নিকট সে মুসলিম নয়। তবে মানুষের নিকট সামাজিকভাবে অবশ্যই তাকে মুসলিম হিসেবে গন্য করা হবে; কারণ হতে পারে সে তাওবা করে খাঁটি মুসলিম হবে, অথবা তার সন্তানেরা খাঁটি মুসলিম হবে। যেমনিভাবে বড়-মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে রাসুলুল্লাহ সাঃ মুনাফিক জেনেও, রাসুলুল্লাহ সাঃ তাকে মুনাফিক বা অমুসলিম বলেননি, এবং তার সন্তান আব্দুল্লাহ ভালো মুত্তাকি-মুসলিম হয়েছিলেন)-, -মুসলিম # 109: 59; মাসনাদ-আহমাদ # 10925 !!

সুতরাং, কোনো সত্যকে অর্থাৎ সত্য-বিধানকে জানার পরও যখন কেউ সেই সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে আমল না করে (যদিওবা তা হয় শুধু মাত্র একটা আমল), তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির অন্তর/হার্টকে (সত্যকে বুঝার ব্যাপারে) রোগাক্রান্ত হিসেবে গন্য করে সে অন্তরকে আরো বেশি রোগাক্রান্ত করে দেয়, অর্থাৎ সেই অন্তর বা বিবেক দিয়ে সত্যকে বুঝার ও আমল করার রোগকে বৃদ্ধি করে দেয় (في قلوبهم مَرَض فزادهم الله مَرَضا); সেহেতু সে তখন অনেক চেষ্টা করেও সত্য সঠিক-বিষয়কে বুঝতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত না সকল প্রকার ইচ্ছাকৃত অপরাধ থেকে খাঁটি তাওবা করে, -(সুরা বাকারাহ/2: 8-16)।

অতএব, জানামতে বারবার ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ করলে কোরআনের আয়াত (উদাহরণস্বরূপ: 45:23; 2:7; 7:179; 9:34; 3:135) অনুযায়ী তার শ্রবনশক্তি ও ক্বলব বা হৃদয় এর উপরে প্রকৃত সত্যকে বুঝা ও তা পালন করা হতে সীলমোহর মেরে বন্ধ করে দেয়া হয়; তাই তার পক্ষে সম্ভব হয় না পুনঃ খাঁটি তাওবা করা এবং অন্য অনেক সত্য-সঠিক বিধানকে বুঝা, যদিওবা সে হয় বাহ্যিকভাবে অনেক বড় ইসলামী শিক্ষিত সম্মানিত ব্যক্তি -(- وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ 45:23)। এধরনের অনেক ইসলামী শিক্ষিত সম্মানিত ব্যক্তিগন যদিওবা তারা বাহ্যিকভাবে অনেক-ধার্মিক (বকধার্মিক) হোন, তারা অনেক সত্যকে না বুঝে ইসলামী-বিষয়ে ভুল ফতুয়া বা ব্যখ্যা দেন !!

এজন্যই, আল্লাহ বলেছেন, জান্নাতি একমাত্র তাঁরাই, যারা রোগমুক্ত ও তালাবদ্ধহীন সুস্থ-সঠিক হৃদয়ের বা অন্তরের (অর্থাৎ ক্বালবের) বিবেক/intellect (عقل) কে সঠিক ব্যবহার করে তা অনুসরণ সহ অর্থাৎ ক্বালব-সালীম قلب سليم সহ পরকালে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, -(সুরা শোয়ারা/26: 89)।

অতএব, মানুষের বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত বিভিন্নমুখি তথ্য/information কে মানুষের আভ্যন্তরীন দুটি শক্তির প্রথমটিতে অর্থাৎ মস্তিষ্ক/دماغ বা ব্রেইন/brain এ ধারন বা জমা করা হয়, পরে দিত্বীয়টি অর্থাৎ আভ্যন্তরীন কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি অন্তর, হার্ট, ক্বালব/قلب বা হৃদয় এর বিবেক (অর্থাৎ ইন্টেলেকট/intellect বা আকল/عقل) এর সহায়তায় মস্তিষ্কে (অর্থাৎ brain এ) ধারণকৃত তথ্য/information কে বিশ্লেষণ করে সত্য সঠিক-বিষয়কে বুঝে নির্ধারণ করা হয়।

তাই সত্য-সঠিকটিকে বুঝার মুল যন্ত্র হৃদয়/قلب এর বিবেক (অর্থাৎ ইন্টেলেকট বা আকল/عقل) কে বাদ দিয়ে সত্যিকারের কোনো সঠিক বিষয় নির্ধারণ করা যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ, কোনো অমুসলিম বা পথভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য সরল-সঠিক শান্তিময় পথ, জীবনবিধান বা গাইডলাইন আল-কোরআন অর্থাৎ ইসলামকে গ্রহন ও অনুসরণ এর একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে হৃদয়ের বিবেক (অর্থাৎ ইন্টেলেকট বা আক্কল এর মাধ্যমে তুলনামূলক বিশ্লেষণ) এর সঠিক ব্যবহার; অন্যথায় ঐ ব্যক্তি কিভাবে বিভিন্ন ধর্ম বা মতবাদের মধ্য হতে ইসলাম ধর্ম বা মতবাদকে গ্রহন করবেন, অথবা কিভাবে মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন ফিরকা/দল বা মতোবিরোধের মধ্য হতে সঠিক দলকে বা মতকে বেছে নিবেন, যেথায় প্রত্যেক ফিরকা/দল বা মত/ফতোয়া দাবি করে যে তাদের ফিরকা/দল বা মত/ফতোয়া হচ্ছে কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক দলিল ভিত্তিক?!

অতএব, যে কোনো দন্ধপুর্ন বিষয়, মত, ফতোয়া, ফিরকা বা দল থেকে -(হোক তা দীনী/প্রাকৃতিক বিষয়ে যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়াদি, বা দুনিয়াবি/বৈষয়িক অর্থাৎ বস্তু-সম্পর্কিত বিষয়ে, যে কোনো দন্ধপুর্ন ***২২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে আক্বল

২১ পৃষ্ঠার পর

বিষয় থেকে)- সত্য সঠিক-বিষয়কে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করার জন্য, প্রয়োজন রয়েছে নিজস্ব পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনো ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐ বিষয় সম্পর্কে তথ্য, ইনফরমেশন বা দলিল সংগ্রহ করে মস্তিষ্কে/ব্রেইনে (বা মন/mind এ অর্থাৎ নাফস/نفس এ) জমা করে হৃদয়ের (অর্থাৎ ক্বালবের) বিবেক/intellect দিয়ে মস্তিষ্কের জমাকৃত দন্ধপুর্ন তথ্য, ইনফরমেশন বা দলিলকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সত্য সঠিক-বিষয়কে নির্ধারণ করা (বা বাঁধা/bind অর্থাৎ ربط/عقل) এবং সে অনুযায়ী যথাসম্ভব আমল বা কাজ করা।
সুতরাং, যে কোনো দন্ধপুর্ন বিষয়ে, সেই বিষয়ের দন্ধপুর্ন তথ্য, ইনফরমেশন বা দলিল সংগ্রহ করা ব্যতীত, এবং সেই দন্ধপুর্ন তথ্য বা দলিল সমুহকে স্বীয় হৃদয়ের বিবেক/intellect দ্বারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সত্য সঠিক-বিষয়কে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করার চেষ্টা করা ব্যতীত, কোনো অন্ধ অনুসরণ বা বিশ্বাস এর মাধ্যমে সত্য সঠিক-বিষয়কে জানা বুঝা ও নির্ধারণ করা (বা বাঁধা/bind অর্থাৎ ربط/عقل) সম্ভব নয়।

এজন্যই সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলা, কোনো ব্যক্তির হৃদয়ের বিবেক বিবর্জিত বা ব্যতীত (তোতাপাখির মতো) শুধুমাত্র মস্তিষ্কের (অর্থাৎ ব্রেইনের) অটোমেটিক তথ্য/information এর অপকারিতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে, বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জমাকৃত মস্তিষ্কের/ব্রেইনের অটোমেটিক তথ্য/ইনফরমেশন (خبر) বা অনুভূতি (feeling/شعور) হচ্ছে মন/mind (هَوَي) বা নাফস/نفس যা মানুষকে খারাপ কাজে আদেশ ও উৎসাহিত করে, -(إن النفس لأمارة بالسوء - ইউসুফ/12: 53)।

***** নাফস/نَفْس -{অর্থাৎ মস্তিষ্কের মন/mind, অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে (brain এ) ধারণকৃত তথ্য (information), অনুভূতি (feeling/sensation شُعُور), প্রবৃত্তি/هَوَي বা মন/mind}:

"বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ: চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এর) সাহায্যে জমাকৃত মস্তিষ্কের/ব্রেইনের অটোমেটিক তথ্য/ইনফরমেশন (خبر) বা অনুভূতি (feeling/sensation شعور) হচ্ছে মন/mind (هَوَي প্রবৃত্তি) বা নাফস/نفس যা এ দুনিয়ার জীবনে মানুষকে খারাপ কাজে আদেশ ও উৎসাহিত করে"। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন: -{إِنَّ النفسَ لَأَمَّارَة بالسوء "নিশ্চয় মানুষের নাফস (অর্থাৎ হৃদয়ের বিবেক বর্জিত মস্তিষ্কের তথ্য, অনুভূতি বা মন/mind) অবশ্যই খারাপ বা মন্দ কাজে আদেশ করে", -(ইউসুফ/12: 53) ; এবং وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ "আমি (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেছি, এবং আমি অবগত আছি যা তার (অর্থাৎ সে মানুষের) নাফস (অর্থাৎ হৃদয়ের বিবেক বর্জিত মস্তিষ্কের তথ্য, অনুভূতি বা মন/mind বিভিন্ন খারাপ বা মন্দ কাজে) কুমন্ত্রনা, ওয়াসওয়াসা বা উৎসাহ দেয়" -(ক্বাফ/50: 16)}-। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীছ অনুসারে এটাও প্রমানিত যে, অভিশপ্ত জ্বীন-শয়তান মানুষের শিরার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে মানুষের নাফস (অর্থাৎ হৃদয়ের বিবেক বর্জিত মস্তিষ্কের তথ্য, অনুভূতি বা মন/mind) কে মন্দ ও অন্যায় কাজে বা বিষয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে অন্যায় করতে প্রভাবিত করে; রাসুলুল্লাহ বলেছেন: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا» "নিচয়ই, শয়তান মানুষের (শরীরে) রক্তের শিরায় চলাচল করে; এ অবস্থায় আমি (রাসুলুল্লাহ) আশঙ্কা করলাম যে, সে শয়তান তোমাদের নাফসে (অর্থাৎ হৃদয়ের বিবেক বর্জিত মস্তিষ্কের তথ্য, অনুভূতি বা মন/mind এ) কিছু (খারাবি/সন্দেহ) ঢুকিয়ে দিবে"; -(বোখারী # 2038)।

আরবি শব্দ নাফস/نفس এর অর্থ হচ্ছে: "(দৈহিক জীবন্ত) ব্যক্তি (বা شخص) এর দেহের বাহ্যিক (পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দৈহিক অটোমেটিক) তথ্য-অনুভূতি (information-feeling যা বিশ্লেষণ-বিহীন অবস্থায় দেহের মস্তিষ্ক বা ব্রেইন এ ধারন করা হয়)"। অর্থাৎ নাফস/نفس হচ্ছে: "ব্যক্তির বাহ্যিক তথ্য-অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করার আভ্যন্তরীন কেন্দ্রীয় মৌলিক শক্তি ক্বালব/قلب (হৃদয় বা হার্ট) এর শক্তি বিবেককে/intellect কে (অর্থাৎ আক্বল/عقل কে) সঠিকভাবে ব্যবহার বিহীন বা ব্যবহার করা ব্যতীত, ব্যক্তির/দেহের বাহ্যিক তথ্য-অনুভূতির শক্তি যার স্থান হচ্ছে ব্রেইন (brain) বা মস্তিষ্ক, এবং যার মাধ্যম হচ্ছে: দেহের বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ: চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এর) সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য-অনুভূতি (information-feeling), যা মস্তিষ্কে/ব্রেইনে অটোমেটিক ধারণ করার পর তার (অর্থাৎ সেই তথ্য বা অনুভূতির) নাম হয় মন/mind বা নাফস/نفس"। মানুষের মৃত্যুতে তার দেহের (বা body এর) বাহ্যিক সত্ত্বার অর্থাৎ দেহের বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মস্তিষ্ক (ব্রেইন/brain) বা মন (mind) এর তথ্য-অনুভূতির ও কর্ম করার শক্তির বিলুপ্তি ঘটে, কিন্তু মানুষের দেহের অলৌকিক শক্তি রূহ্ বা আত্মা এর মাধ্যমে সুখ বা শাস্তি পাওয়ার অনুভূতির শক্তির বিলুপ্তি ঘটে না (যার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত বা প্রমান হচ্ছে নিদ্রার মধ্যে আমাদের অনেক স্বপ্ন এবং পরবর্তীতে সে স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন)। তাই মৃত্যুর পরে আলমে-বারযাখে সে তার রূহ বা আত্মার মাধ্যমে জান্নাতের সুখ বা জাহান্নামের শাস্তির অনুভূতি লাভ করে। এ নাফস/نفس সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন: كل نفس ذائقة الموت "প্রত্যেক (দৈহিক জীবন্ত) নাফস (অর্থাৎ ব্যক্তির বাহ্যিক তথ্য-অনুভূতির শক্তি) মৃত্যুর স্বাধ গ্রহন করবে" -(আল-ইমরান/3: 185); أنه من قتل نفسا... "নিশ্চয়ই, যে কেউ হত্যা করলো কোনো (দৈহিক জীবন্ত) নাফসকে (অর্থাৎ ব্যক্তির বাহ্যিক তথ্য-অনুভূতির শক্তিকে) ..." -(মায়েদা/5: 32); خلقكم من نفس واحدة "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন (দৈহিক জীবন্ত) নাফস (অর্থাৎ ব্যক্তির বাহ্যিক তথ্য-অনুভূতির শক্তি) থেকে" -(আরাফ/7: 189); ইত্যাদি।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, এই দৈহিক-জীবন্ত ব্যক্তির আভ্যন্তরীন কেন্দ্রীয়/central প্রধান-শক্তি ক্বালব/قلب, অন্তর, হৃদয় এর শক্তি বিবেক (অর্থাৎ ইনটেলেক্ট/intellect) কে বাদ দিয়ে বা ব্যতীত, শুধুমাত্র দেহের বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত মস্তিষ্কে (brain এ) ধারণকৃত অটোমেটিক ইনফরমেশন/information বা তথ্য এর অনুভূতির (feeling/sensation شُعُور এর) নাম হচ্ছে নাফস/نفس, মন/mind, হাওয়া/هوي বা প্রবৃত্তি; -(যেথায় ক্বালব/قلب, হৃদয় বা হার্ট/heart এর বাহ্যিক শক্তির নাম হচ্ছে আক্বল/عقل বা বিবেক, অর্থাৎ ইন্টেলেকট/intellect)।
এজন্যই, মানুষের নাফস/মন ও ক্বালব/হৃদয় এর পৃথকতার বিষয়ে, রাসুলুল্লাহ সাঃ দোয়া করতেন ও অন্যদেরকে এ দোয়া করতে বলতেন:
اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع
"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, সেই ক্বালব (অন্তর বা হৃদয়) থেকে, যে ক্বালব/হৃদয় ভয় করে না; এবং সেই নাফস (মন/mind) থেকে যে নাফস/মন পরিতৃপ্ত হয় না, ...", -(মুসলিম: 4/2088; আহমাদ: 4/371)।
অর্থাৎ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, সেই ক্বালব (অন্তর, হৃদয় বা হার্ট) থেকে যে ক্বালব/হৃদয় -(মস্তিষ্কের/ব্রেইনের সত্যমিথ্যায় বিজড়িত তথ্য/ইনফরমেশন কে তুলনামূলক বিশ্লেষণ না করার কারণে, সত্য-সঠিকটিকে বুঝতে ও নির্ধারণ করতে না পারায় তাকওয়া অবলম্বন না করে, অন্যায় বা ফিসক-ফুজুরী করতে, অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করতে ও তাঁর শাস্তি প্রাপ্তির)- ভয় করে না, এবং সেই নাফস (মন/mind) থেকে যে নাফস/মন -(অর্থাৎ, দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত সত্যমিথ্যায়-বিজড়িত মস্তিষ্কে/ব্রেইনে ধারণকৃত তথ্য, অনুভূতি ও প্রবৃত্তি বা মন, যেটাকে হৃদয়ের বিবেক/intellect দিয়ে বিশ্লেষণ না করার কারণে, সত্যকে নির্ধারণ না করে মিথ্যা ও ফিসক-ফুজুরীর অনুসরণ করায়, যে নাফস)- পরিতৃপ্ত হয় না, ...", -(মুসলিম: 4/2088; আহমাদ: 4/371)।
তাই ব্যক্তির দেহের আভ্যন্তরীন কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি হৃদয়ের শক্তি আক্বল বা বিবেক অর্থাৎ ইন্টেলেকট (ব্যবহার এর মাধ্যমে ইলম/জ্ঞান অর্জন) ব্যতীত বা বিবর্জিত, দেহের বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত সত্যমিথ্যায় বিজড়িত মস্তিষ্কের ধারণকৃত তথ্য, ইনফরমেশন (যা সত্যিকারের ইলম বা জ্ঞানের স্তরে পৌঁছেনি, বরং তা শুধু খবর, তথ্য বা অনুভূতি মাত্র; সত্যমিথ্যায় জড়িত সেই তথ্য, ইনফরমেশন), অনুভূতি, মন বা নাফস/نفس মানুষকে খারাপ কাজে উৎসাহিত করে (যদি না ব্যবহার করা হয় দেহের আভ্যন্তরীন প্রধান-শক্তি হৃদয়ের বিবেক/intellect কে)।
উদাহরণ স্বরূপ: কর্মস্থলে/গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পথে কারো চক্ষু যখন কোনো ফুলের বাগানে সুন্দর-সুগন্ধিময় ফুলের দিকে দৃষ্টি পড়ে, তখন তৎক্ষণাৎ (অটোমেটিক) তার মস্তিষ্কে/ব্রেইনে সে ফুলটিকে পাওয়ার ও সুগন্ধি নেয়ার তথ্য, ইনফরমেশন বা অনুভূতি জমা হয়; কিন্তু যখন সে তার হৃদয় যন্ত্রের বিবেককে অর্থাৎ ইন্টেলেক্টকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে খাটায়, তখন সে বুঝতে পারে যে, এ ফুলের বাগানের মালিক অনেক কষ্ট করে এ ফুল চাষ করেছে, তাই তাঁর অনুমতি বা তাঁর থেকে ক্রয় করা ব্যতীত এ ফুল নেয়াটা তাঁর উপর অন্যায় করা হবে; অন্যদিকে এ ফুল নেয়ার জন্য তার নিজের কর্মস্থলে যেতে দেরি করলে তার চাকরি চলে যেতে পারে, অথচ এ চাকুরির উপর নির্ভর করছে তার ও তার পরিবারের জীবন-ধারণ, ইত্যাদি। কাজেই, সে তার ক্বালবের বা হৃদয়ের বিবেক অর্থাৎ ইন্টেলেক্ট (intellect) কে সঠিক ভাবে খাটিয়ে, তার মন-মস্তিষ্কের (ব্রেইনের) অটোমেটিক তথ্য-অনুভূতি (বা ইচ্ছা) কে দমন ও পরাজিত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলেই সে নিজেকে ও পরিবারকে শান্তিময় করতে পারবে; অন্যথায় এ সাময়িক সুন্দর-সুগন্ধির জন্য সময় ব্যয় করলে, সে চাকুরী বিহীন হয়ে স্থায়ী অশান্তিময় জীবনে নিপতিত হবে।

এমনিভাবে, সকল মানুষেরই সঠিক গন্তব্যস্থল বা লক্ষ্য হচ্ছে: স্থায়ী-সুখ লাভ করা। সত্যিকারের স্থায়ী-সুখ হচ্ছে: যখন, যা এবং যেভাবে ইচ্ছা হয়, তখন তা সেভাবে সর্বদা পাওয়া বা করা, -(ইংরেজিতে সুখের এ সজ্ঞা হচ্ছে: whatever, whenever and however want to get or do, getting or doing it always, in that time and way)। অথচ, মানুষের রয়েছে সীমাহীন বা একটা পাওয়ার পর অন্যটা পাওয়ার আকাংখা, লোভ, লালসা, ইত্যাদি; রয়েছে রোগ-ব্যধি, বার্ধক্যের-অসুস্থতা, সামাজিক হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, দন্ধ-বিবাদ, ইত্যাদি; এ সকল কারণে কোনো মানুষের পক্ষেই এ মরিচিকাময়-দুনিয়ায় সেই অনাবিল-অসীম সুখ স্থায়ীভাবে পাওয়া সম্ভব নয়, হোক সে পৃথিবীর রাজা, রানী বা সবচেয়ে ধনী। কারণ, মহান আল্লাহ এ অনাবিল-অসীম স্থায়ী-সুখ প্রাপ্তির স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাতে -(وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ফুচ্ছেলাত/41: 31)-, ঐ সকল মানুষদের জন্য যারা সেই অনাবিল অফুরন্ত স্থায়ী-সুখ প্রাপ্তির লক্ষ্যে -(আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে বা উদ্দেশ্যে)- তাঁর দেয়া আক্বল বা বিবেককে অর্থাৎ ইন্টেলেক্টকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে তাঁরই প্রদত্ত সহজ-সঠিক গাইডবুক বা জীবন-বিধান (আল-কোরআন) কে নির্ধারণ করে, সে অনুযায়ী এ মরিচিকাময়-দুনিয়ার ক্ষনিকের জীবন পরিচালনা করেন।

অতএব, উল্লেখিত উদাহরণ অনুযায়ী, যদি কোনো মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত হৃদয়ের বিবেক (অর্থাৎ ইন্টেলেকট) কে সঠিকভাবে ব্যবহার না করে, জীবনের সঠিক ও প্রকৃত গন্তব্যস্থল বা লক্ষ্যকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রধান্য ও অগ্রাধিকার না দিয়ে, শুধুমাত্র দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত মস্তিষ্কে ধারণকৃত তথ্য, ইনফরমেশন, অনুভূতি, প্রবৃত্তি (হাওয়া/هَوَي), মন/mind বা নাফস/نفس এর অনুসরণে এ মরিচিকাময় ক্ষনিকের দুনিয়ার সুখকে প্রধান্য দিয়ে, তা প্রাপ্তিতে সময় ব্যয় করে, তাহলে সে না পাবে প্রকৃত স্থায়ী-সুখ এ দুনিয়ার জীবনে, এবং না পাবে পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে (مَعاذ الله)।
এজন্যই পবিত্র কোরআনে সুরা আশ-শামছ/91 এর 7-10 আয়াত সমুহে মহান আল্লাহ বলেন:
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (مُخْتَلطةً في داخل النفس التي تحتاج إلى تزكيتها و معرفتها بمقارنة و بميزان كتاب الله القرآن بإستعمال العقل/القلب السليم، ولذلك أخبرنا اللهُ تعالي في آية قادمة:). قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا -{أي من زكى معلومات نفسَه (من فجورها إلى التقوى) باستعمال قلبه/عقله السليم}. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (أي من لم يستعمل قلبه/عقله السليم بل دسي أي اخفي قلبه/عقله السليم بإدخال نفسه في أعمال الفجور). -(الشمس\91: 7-10).
"(দেহ-বিশিষ্ট জীবন্ত-ব্যক্তির) নাফসের (অর্থাৎ ব্যক্তির বাহ্যিক তথ্য-অনুভূতির শক্তির) শপথ, এ অবস্থার কারণে যে, তিনি (আল্লাহ) তাকে (অর্থাৎ নাফসকে) সুমানজস্যপুর্ন ভাবে সুসম ও সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তিনি তাতে (অর্থাৎ নাফস এর মধ্যে) ইলহাম (অর্থাৎ ঢেলে প্রবেশ করিয়ে) দিয়েছেন খারাপ-কাজ (করার শক্তি) কে এবং তাকওয়ার কাজ (করার শক্তি) কে। (সুতরাং) সে (নাফস) সফলতা অর্জন করল যে তার নাফসকে/মনকে পরিশুদ্ধ করল। এবং সে (নাফস) ব্যর্থ হল যে তার নিজের নাফস এর চাহিদায় (অর্থাৎ চাহিদার অনুসরণে তা অর্জন করতে) গোপনে/কৌশলে ঢুকে পড়ল বা প্রবেশ করল।" -(আশ-শামছ/91: 7-10)।
অর্থাৎ: "(দেহ-বিশিষ্ট জীবন্ত-ব্যক্তির) নাফসের (অর্থাৎ ব্যক্তির দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত মস্তিষ্কে ধারণকৃত বাহ্যিক তথ্য-অনুভূতির শক্তির) শপথ, এ অবস্থার কারণে যে, তিনি (আল্লাহ) তাকে (অর্থাৎ নাফসকে অর্থাৎ দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক/brain, ক্বালব/হৃদয় ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ অনুভূতি/sensation সম্পন্ন দৈহিক-জীবন্ত নাফস কে) সুমানজস্যপুর্ন ভাবে সুসম ও সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাকে (অর্থাৎ ব্যক্তির নাফসের মধ্যে অর্থাৎ দেহের মস্তিষ্ক বা brain এর মধ্যে) ইলহাম (অর্থাৎ ঢেলে প্রবেশ করিয়ে) দিয়েছেন খারাপ-কাজ (করার অনুভূতি বা শক্তি) কে এবং তাকওয়ার (অর্থাৎ খারাপ কাজ হতে বেঁচে থেকে ভালো) কাজ (করার অনুভূতি বা শক্তি) কে -(যেথায় খারাপ কাজ হতে বেঁচে থেকে তাকওয়ার ভালো কাজ করা হয়, দেহের আভ্যন্তরীন কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি হৃদয়ের বিবেক/intellect এর সঠিক ব্যবহার এর মাধ্যমে)-। (সুতরাং) সে (নাফস) সফলতা অর্জন করল যে তার (নিজের) নাফসকে/মন-মস্তিষ্ককে -(অর্থাৎ দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত সত্যমিথ্যায় বিজড়িত মস্তিষ্কে ধারণকৃত তথ্য/ইনফরমেশন ও অনুভূতিকে, এবং আল্লাহর ইলহাম দ্বারা প্রদত্ত খারাপ ও তাকওয়ার মিশ্রিত তথ্য ও অনুভূতি কে, স্বীয় দেহের হৃদয়ের বিবেক/intellect এর সঠিক ব্যবহার এর মাধ্যমে, সত্য সঠিক-বিষয়কে নির্ধারণ করে মিথ্যা ও খারাপ কাজ হতে নাফসকে অর্থাৎ মন-মস্তিষ্ক কে)- পরিশুদ্ধ করল। এবং সে (নাফস) ব্যর্থ হল যে (আল্লাহ-প্রদত্ত) তার নিজের -(হৃদয়ের বিবেককে সঠিকভাবে ব্যবহার না করে, দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত মস্তিষ্কে ধারণকৃত তথ্য অনুভূতি, প্রবৃত্তি, মন বা)- নাফস এর চাহিদায় (অর্থাৎ নাফসের/প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণে তা অর্জন করতে) গোপনে/কৌশলে ঢুকে পড়ল বা প্রবেশ করল।" -(আশ-শামছ/91: 7-10)।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে, অনেক ইসলামী শিক্ষিত, মুয়াল্লাম/مُعَلَّم বা এডুকেটেড/educated ব্যক্তিগন, যারা ভিন্ন ভিন্ন মানহাজ, মাসলাক, মাদ্রাসা ও কিতাব থেকে ভিন্ন-ভিন্ন তথ্য বা ইনফরমেশন -(যা বিবেক/intellect দ্বারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে সঠিক ভাবে ব্যবহার ও আমল না করা পর্যন্ত, তা সঠিক ইলম বা জ্ঞান হিসেবে গন্য নয়, তাই তা শুধু তথ্য বা ইনফরমেশন হিসেবে ধর্তব্য; সেই ভিন্ন-ভিন্ন তথ্য বা ইনফরমেশন)- তাদের মস্তিষ্কে তোতাপাখির মতো পুঞ্জিভুত করেছেন; তাঁদের অনেকে আল্লাহ প্রদত্ত হৃদয়ের বিবেককে বা আকলকে (অর্থাৎ ইন্টেলেকট কে) সঠিক ভাবে ব্যবহার ও আমল না করায় সঠিক জ্ঞানী (অর্থাৎ আলেম) না হওয়ায়, তোতাপাখির মতো শুধুমাত্র তাদের মস্তিষ্কে পুঞ্জিভুত তথ্য, ইনফরমেশন বা অনুভূতি কে তাদের নাফস/نفس, হাওয়া/هَوَي, প্রবৃত্তি বা মন/mind এর ইচ্ছা বা স্বার্থ অনুযায়ী ব্যবহার করার মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করার কারণে এবং সে অনুযায়ী ফতুয়া দেয়ার কারণে, তারা ভুল পথে পরিচালিত করছে তাদের নিজেদেরকে ও সমাজকে এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে সৃষ্টি করছে বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা, এমনকি কেউ-কেউ গোপনে বা প্রকাশ্যে নাস্তিক পর্যন্ত হচ্ছে, যদিওবা দুনিয়াবি স্বার্থ রক্ষার্থে কেউ-কেউ নিজেদেরকে অনেক বকধার্মিক দেখাচ্ছে !!!

উল্লেখ্য, কোরআনের ভাষায় -(মানুষের দেহের আভ্যন্তরীন কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি হৃদয়ের বাহ্যিক শক্তি বিবেককে ব্যবহার ব্যতীত/বিহীন, দেহের বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মস্তিষ্কে/ব্রেইনে ধারণকৃত শক্তি)- নাফস/نفس অর্থাৎ মন/mind এর রয়েছে তিনটি অবস্থা:
একটি এ দুনিয়ায় এবং অন্য দুটি পরকালে মৃত্যুর পরে: এ দুনিয়ার জীবনের অবস্থাটিকে বলা হয় "নাফসে-আম্মারাহ্" (نَفْس أمَّارة) যার অর্থ হচ্ছে: "বারবার (খারাপ) আদেশকারী মন"; অর্থাৎ সেটি মৃত্যু পর্যন্ত সকল মানুষকে বারবার (অর্থাৎ সর্বদা) খারাপ কাজের দিকে উৎসাহিত ও আদেশ করে, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ -(ইউসুফ/12: 53), যার অনিষ্টতা থেকে মুক্ত হতে বা করতে (অর্থাৎ তাযকিয়াহ্/تزكية করতে) প্রয়োজন রয়েছে

২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে আক্কল

২২ পৃষ্ঠার পর

হৃদয়/ক্বালব (قَلب) এর আক্কল/عقل বা বিবেককে (অর্থাৎ intellect কে) সঠিকভাবে ব্যবহার করা -(হজ্ব/22: 46; মুহাম্মদ/47: 24)। তাই, নাফস-আম্মারার এ অবস্থাটি রয়েছে এ মরিচিকাময় দুনিয়ার জীবনে সকল মানুষের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত।

পরকালের দুটি অবস্থার একটি হচ্ছে অমুসলিমদের জন্য, যেটিকে বলা হয়: নাফসে-লাওয়ামাহ্ (نَفْس لَوَّامَه); অন্যটি হচ্ছে প্রকৃত-মুসলিমদের জন্য, যেটিকে বলা হয়: নাফসে-মুৎমায়িন্নাহ্ (نَفس مُطْمَئِنَّه):

“নাফসে-লাওয়ামাহ্” (نَفْس لَوَّامَة) অর্থ হচ্ছে: “বারবার (অর্থাৎ সর্বদা) তৃষ্কারকারি মন”; অর্থাৎ, অমুসলিমদের নাফস/نفس বা মন পরকালে শাস্তি প্রাপ্তিতে সর্বদা নিজেদেরকে তৃষ্কার করবে এজন্য যে, কেনো তারা তাদের হৃদয় বা ক্বালব এর বিবেককে (অর্থাৎ আক্কলকে) সঠিক ভাবে না খাটিয়ে, সত্য সঠিক পথের অনুসরণ করে নাই; যার ফলে তাদের দেহ-মন, হৃদয় ও রূহ্ সবই এখন এ পরকালে সর্বদা জাহান্নামের অনন্ত-অপরিসীম শাস্তি পাচ্ছে। তাই, এদের পরকালে কিয়ামতের দিনের অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ -(সুরা কিয়ামাহ্/75: 1-2)। কাজেই পরকালের জীবনে কিয়ামতের দিনের অবস্থা সম্পর্কে বর্নিত (আল্লাহ-প্রদত্ত) এই নাফস-লাওয়ামাহ (অর্থাৎ তৃস্কারকারী-নাফস/মন) এর নামকে পরিবর্তন করে ক্বালব-লাওয়ামাহ (অর্থাৎ তৃষ্কারকারী-ক্বালব/হৃদয়) বা আক্কল-লাওয়ামাহ (অর্থাৎ তৃস্কারকারী আক্কল/বিবেক) নাম দেয়াটা সম্পুর্নরূপেই ভুল (এবং কোরআনের অর্থকে বিকৃত করা) !!! যেমনিভাবে এরূপ স্পষ্ট ভুল হচ্ছে, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত পরকালে সত্যিকারের মুমিন-মুসলিমদের নাফস-মুৎমায়িন্নাহ্ কে অর্থাৎ প্রশান্ত-নাফস/মন কে (ফজর/89:27) এ দুনিয়ার জীবনে ক্বালব-মুৎমায়িন্নাহ্ অর্থাৎ প্রশান্ত-ক্বালব/হৃদয় (রা’দ/13:28) নামকরণ করা।

কেননা, উপরোল্লেখিত আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের নাফস/نفس হচ্ছে: “মানুষের দেহের আভ্যন্তরীন কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি হৃদয়ের বিবেক (intellect) বিবর্জিত বা ব্যতীত, দেহের বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জমাকৃত মস্তিষ্কের/ব্রেইনের অটোমেটিক তথ্য/ইনফরমেশন (خَبر), অনুভূতি (شُعُور), প্রবৃত্তি (هَوَي) বা মন/mind যা মানুষকে বারবার অর্থাৎ সর্বদাই খারাপ কাজে আদেশ ও উৎসাহিত করে”, -(إن النفس لأمارة بالسوء - ইউসুফ/12: 53)।

অতএব এই অটোমেটিক অনুভূতি, প্রবৃত্তি, মন বা নাফস এই মরিচিকাময় দুনিয়ায় স্থায়ীভাবে প্রশান্তি লাভ করে না এবং তিরিস্কারও করে না; বরং দেহের আভ্যন্তরীন কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি হৃদয়ের বিবেককে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে, হৃদয়ের (অর্থাৎ ক্বালবের) সেই বিবেক (অর্থাৎ আক্কল) এর সহায়তায় আল্লাহর সঠিক নিয়ম নীতি ও বিধানের জানা ও স্মরন করা দ্বারা, স্বীয় নাফসের পুর্ববর্তী ভুলকে বুঝতে পারায় সেই ভুলকে তিরিস্কার করে (অর্থাৎ ক্বালব-লাওয়ামাহ্ বা তিরিস্কারকারী-ক্বালব/হৃদয় হওয়ার পরে) তাওবা ও ইস্তেগফার এর মাধ্যমে হৃদয়ে/ক্বালবে প্রশান্তি লাভ করে অর্থাৎ ক্বালব-মুৎমায়িন্নাহ্ বা প্রশান্ত-হৃদয়/ক্বালব হয়, (প্রশান্ত-মন/নাফস নয়), -(রা’দ/13:28)।

সুতরাং তোতাপাখির মতো শিক্ষিত হয়ে কারো ভুল-শিক্ষার অন্ধ অনুসরণ করে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মানুষের জীবনের একটি নাফস/mind কে তিনটি নাফস/mind এ নামকরণ করা, বা এ দুনিয়ার জীবনে নাফস/mind এর শুধুমাত্র একটি অবস্থা নাফস-আম্মারাহ্ (نَفْس امَّارة) কে তিনটি অবস্থায় ভাগ বা পৃথক করা হচ্ছে সম্পুর্ন ভুল এবং কোরআনের সুস্পষ্ট অর্থকে বিকৃত করা!!

“নাফসে-মুৎমায়িন্যাহ্” (نَفْس مُطْمَئِنَّه) অর্থ হচ্ছে: “প্রশান্ত-মন/নাফস”; অর্থাৎ, প্রকৃত-মুসলিমরা পরকালে হবে প্রশান্ত-মনের/নাফসের অধিকারী, এজন্য যে, তাঁরা এ মরিচিকাময় দুনিয়ার জীবনে তাদের নাফস-আম্মারার অনুসরণ না করে, আল্লাহ প্রদত্ত হৃদয়ের বিবেককে (intellect কে) সঠিকভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে এ দুনিয়ার-জীবনে নাফস-আম্মারাকে দমন ও পরাজিত করে, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে যথাসাধ্য 100% চেষ্টা-সাধনা করার কারণে, আল্লাহর রাহীম নামের স্পেশাল রহমত প্রাপ্তির মাধ্যমে, তাঁদের অর্থাৎ প্রকৃত-মুমিনের নাফস/نفس পরকালে জান্নাতে লাভ করবে অনন্ত-অনাবিল সুখ: وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (ফুচ্ছেলাত/41: 31)। তাই, কিয়ামতের দিবসে বিচারের পর তাঁরা প্রশান্ত-মনে/নাফসে জান্নাতে প্রবেশ করে, তাঁরা তাঁদের প্রভু আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে; আল্লাহ বলেন: كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا....يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّة ...وَادْخُلِي جَنَّتِي -(ফজর/89: 21 - 30)।

অতএব, প্রকৃত মুমিন-মুসলিম বা কোনো মানুষের এর নফস-মুৎমায়িন্নাহ্ (نَفْس مُطْمَئِنَّه) অর্থাৎ প্রশান্ত-মন/নাফস এর অবস্থা হবে শুধু পরকালে জান্নাতে, এ মরিচিকাময় দুনিয়ায় নয়; তবে তাঁদের রয়েছে এ দুনিয়ার জীবনে ক্বলব-মুৎমায়িন্নাহ্ (قَلْب مُطْمَئِنَّه) অর্থাৎ প্রশান্ত-হৃদয়/ক্বালব।

কোরআনের ভাষায়, ক্বালব-মুৎমায়িন্নাহ্ (অর্থাৎ প্রশান্ত-হৃদয়) অর্জনের উপায় বা পদ্ধতি হচ্ছে: সর্বদা হৃদয় বা ক্বালব দিয়ে গভীর ধ্যান ও গবেষণার দ্বারা আল্লাহর সুশৃঙ্খল-সৃষ্টির সত্যতা এবং মানবজাতির জন্য তাঁরই প্রদত্ত সহজ-সঠিক গাইড-লাইন আল-কোরআনের সত্যতা জানা, বুঝা ও আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর যিকির বা স্মরণ অর্থাৎ ইবাদতে এ নিমগ্ন থাকা। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন: أَلَا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ القُلُوب “এটা কি নয় যে, আল্লাহর যিকির/স্মরণ (অর্থাৎ ইবাদত/আনুগত্যের) এর মাধ্যমে হৃদয় বা অন্তর (অর্থাৎ ক্বালব) সমুহ প্রশান্তি লাভ করে, (হ্যা, নিঃসন্দেহে)” -(রা’দ/13: 28)। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, “সবচেয়ে উত্তম যিকির অর্থাৎ স্মরণ হচ্ছে কোরআন অধ্যয়ন করা”; কারণ, কোরআন অধ্যায়ন করে ইহা বুঝে আমল করলেই নিজের জীবন সহ ক্রমান্বয়ে সমগ্র মানব সমাজের জীবনে বয়ে আনবে এ দুনিয়ায় সত্যিকারের শান্তি এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের অনন্ত-অনাবিল সুখ । এতদব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিম জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজ ইসলামী সঠিক পদ্ধতিতে করাও হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত ও জিকিরের মধ্যে শামিল; এজন্যই আল্লাহ বলেছেন: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي “এবং আমার স্মরণার্থে বা জিকিরের জন্য নামায কায়েম অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা কর”, -(সুরা ত্বোয়া-হা/20: 14)।

***** রূহ/رُوْح অর্থ আত্মা বা soul/spirit ; কিন্তু রূহানিয়্যাৎ/رُوْحَانِية (অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা/spirituality বা spiritual-power আধ্যাত্মিক/আত্মিক শক্তি القُوَّة الرُوْحَانِيَة) বা নুরানিয়্যাৎ/نُوْرَانية (illumination/enlightenment) মুলতঃ আক্কল (অর্থাৎ ক্বালব বা হৃদয়ের বিবেক/intellect) বা আক্কলানিয়্যাৎ/عَقْلَانية (অর্থাৎ intellectual-power বা ক্বালবি-শক্তি القُوَّة القَلْبِيَة):

আরবি শব্দ رُوح/রূহ এর অর্থ হচ্ছে “আত্মা” বা soul/spirit । রূহ/روح শব্দটি এসেছে মুলত আরবি রিয়াহ্/رياح শব্দ হতে। রিয়াহ্/رياح অর্থ হচ্ছে “হাওয়া” বা “বাতাস”। কাজেই মানুষ ও যেকোনো প্রানীর শরীরের মধ্যে জীবন-শক্তি রূহ বা আত্মা হচ্ছে: হাওয়া বা বাতাস এর মতো একটা ঐশ্বোরিক-শক্তি যেটি মানুষকে ও যেকোনো বস্তু বা প্রানীকে নির্জীব থেকে সজীব বা জীবন্ত করে। এবিষয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন:
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا -(إسراء\بني إسرائيل\17: 85).
“তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন: রূহ (হচ্ছে) আমার প্রভূর পক্ষ হতে একটা আদেশ/বিষয় (বা শক্তি, যা কোনো নির্জীব বস্তু বা প্রানিকে সজীব, জীবন্ত বা প্রানবন্ত করে)। এবং তোমাদেরকে দেয়া হয়নি (আমার) ইলম বা জ্ঞান থেকে (কিছুই) , কিন্তু (দেয়া হয়েছে অত্যন্ত) সামান্য। -(ইস্রা/বানী-ইস্রায়ীল 17: 85)।

অর্থাৎ: “(হে রাসূল) তারা (অর্থাৎ লোকেরা) আপনাকে রূহ (আত্মা বা জীবন) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (হে রাসূল,) আপনি বলে দিন: রূহ (হচ্ছে) আমার প্রভূর (অর্থাৎ পালনকর্তা-আল্লাহর) পক্ষ হতে (বাতাস বা ফু এর মতো) একটা (ঐশ্বোরিক) আদেশ/বিষয় (বা শক্তি, যা কোনো নির্জীব বস্তু বা প্রানিকে সজীব, জীবন্ত বা প্রানবন্ত করে)। এবং (হে লোক-সকল বা মানুষ-গন) তোমাদেরকে দেয়া হয়নি (আল্লাহর) ইলম বা জ্ঞান থেকে (কিছুই) কিন্তু (দেয়া হয়েছে অত্যন্ত) সামান্য -[(ইলম বা জ্ঞান)”, (যে জ্ঞানটুকু এ মরিচিকাময় দুনিয়ায় ক্ষনস্থায়ী-জীবনে হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ সহ সামাজিক শান্তিময় জীবন পরিচালনা করতে, এবং এ দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী-জীবনের পরে পরকালের চিরস্থায়ী-জীবনে অনন্ত-অনাবিল সুখ লাভ করতে প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই এই রূহ বা আত্মা বিষয়ে তোমাদের অন্য কোনো গবেষণা করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই; কেননা তোমাদের সুস্পষ্ট-শত্রু শয়তান তোমাদেরকে কুমন্ত্রনা দিয়ে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জানার নামে পথভ্রষ্ট করতে সর্বদা সচেষ্ট)]। -(ইস্রা/বানী-ইস্রায়ীল 17: 85)।

কতিপয় সম্মানিত শায়খগন, খৃষ্টানদের “রূহুল্লাহ (رُوْحُ الله)” অর্থাৎ “আল্লাহর একটি বিশেষ আদেশের মাধ্যমে একটি সত্ত্বা, আত্মা বা জীবন (ঈসা আঃ)” অর্থের ভুল ব্যখ্যা, ধারণা ও (ত্রিত্ত্ববাদ) বিশ্বাস এর অনুসরণে অনুপ্রাণিত হয়ে, মানুষের দেহের সাথে সম্পর্কিত হাওয়া বা বাতাস এর মতো ঐশ্বোরিক-শক্তি রূহ বা আত্মার মাধ্যমে জীবন্ত-ব্যক্তির কেন্দ্রীয়-শক্তি ক্বালব (قلب), অন্তর বা হৃদয় এর শক্তি আক্কল/عقل বা বিবেককে (intellect কে) ভুলবশত রূহানিয়্যাৎ (رُوْحَانية বা spiritual) শক্তি হিসেবে নামকরণ করেছেন !! অথচ, পবিত্র কোরআনে বা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীছে রূহানিয়্যাৎ (رُوْحَانِية) বলতে কোনো একটি শব্দও নেই!! বরং ঐ সকল সম্মানিত শায়খগন রূহানিয়্যাৎ বলতে যা বুঝাচ্ছেন, সেটিকে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে হৃদয় বা ক্বালব/قلب এর শক্তি আক্কল/عقل অর্থাৎ বিবেক (বা intellect) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা, আক্কল/عقل (বা বিবেক/intellect) এর মুল ইঞ্জিন বা জেনেরেটর (generator) হচ্ছে ক্বালব, অন্তর, হৃদয় বা হার্ট/heart; কারণ, এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন: (قلوب يعقلون بها) “তারা আক্কল অর্থাৎ বিবেক (বা intellect) ব্যবহার করে, তাদের ক্বালব বা হৃদয়/heart সমুহ দ্বারা (অর্থাৎ হৃদয় খাটিয়ে)” -(হজ্ব/22: 46)।

এজন্যই ঐ সকল সম্মানিত শায়খদের অনুসরণীয় ও গ্রহনযোগ্য কিতাব “হিল্ইয়াতুল-আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল-আছফিয়াহ্” (حِلْيَة الأولياء وطَبَقات الأصفياء) এ রূহানিয়্যৎ (رُوْحَانِية) সম্পর্কে মানসুর ইবনে আম্মার (রহঃ) এবং ইয়াহইয়াহ ইবনে মুয়ায (রহঃ) বলেছেন:

سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى، يَقُولُ: قَالَ مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ: «قُلُوبُ الْعِبَادِ كُلُّهَا رُوحَانِيَّةٌ، فَإِذَا دَخَلَهَا الشَّكُّ وَالْخَبَثُ امْتَنَعَ مِنْهَا رُوحُهَا». -(روي في حِلْيَة الأولياء وطَبَقات الأصفياء ، باب: منصور بن عمار قال الشيخ أبو نعيم رحمه).

هذا القول يعني: «قُلُوبُ الْعِبَادِ كُلُّهَا رُوحَانِيَّةٌ (أي عقلانية وفق قوله تعالى: قلوب يعقلون بها)، فَإِذَا دَخَلَهَا الشَّكُّ وَالْخَبَثُ -{بسبب عدم استخدام القلوب أي العقول لمعرفة واتباع الحق، بل إتبَع هَوَى النفس، حيث قال تعالى: إن النفس أمارة بالسوء (أي الخبث)}- امْتَنَعَ مِنْهَا (أيْ مِن القُلوب) رُوحُهَا -[(أي قوة رئيسية و مركزية لروحها و هي عَقْل قلبها؛ لأن الروح بنفسه ليس لديه أي دور لشخص في الدنيا إلا تعلقه في جسد الشخص، حيث أن القلب عضو رئيسي و مركزي للجسد؛ لذا إمتنع منها روحها يعني إمتنع منها قلبها أن يشتغل؛ لأن القلب أصبح مريضا بسبب إتبَاع هَوَى النَّفس؛ لذلك امتنع من القلبِ الرُوحُ يعني قوة مركزية رئيسية لجَسد الرُّوْح التي هي العقل أو العَقْلانية؛ وكذلك لأنّ دَوْر الرُوح في الجَسد أن يجعل الجسدَ حياً، واذا إمتنع الروح أن يشتغل فذلك الوقت يموت الشخص العاقل؛ ولذلك الروح هُنا لا يعني الرُوح الحقيقي الذي يجعل الشخصَ حياً بل يعني القلب أي عَقل القلب أو عقلانية القلب ، ولذا الروحانية تعني العقلانية وهي أيضاً النورانية ؛ لأن الإنسان بإستعمال القلب أي العقل يعرف الحقَ، حيث أن الحق الرئيسي في موضوع الدِّين هو القرآن أي كتاب الله، و القرآن أي كتاب الله هو النور وفق آيات القرآن (التغابن/64: 8 و النساء/4: 174 و الأنعام/6: 91), و قال تعالى: وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ -(النور/24: 40). و القرآن يُنَوِّر الشخصَ إذا إستخدم قلبَه السليم أيْ عقلَه السليم ، حيث قال تعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا -(محمد\47: 24)؛ ولذلك بالخلاصة: روحانية هي في الحقيقة عقلانية وهي نورانية}». -[رُوِيَ في حِلْيَة الأولياء وطَبَقات الأصفياء ، باب: منصور بن عمار قال الشيخ أبو نعيم رحمه ، الجزء: 9 ، الصفحة: 327 ؛ {المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (المتوفى: 430هـ) ؛ الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر، 1394هـ - 1974م}].

মানসুর ইবনে আম্মার বলেছেন: “বান্দাদের (অর্থাৎ মানুষদের) ক্বালব (অর্থাৎ অন্তর, হৃদয় বা হার্ট) সমুহ হচ্ছে রূহানিয়্যাৎ; অতএব যখন (সেই) ক্বালব (বা হৃদয়) এর মধ্যে কোনো সন্দেহ ও অশ্লীলতা প্রবেশ করে, (তখন) সে ক্বালব (হৃদয় বা অন্তর) সমুহ থেকে ইহার (অর্থাৎ ক্বালব বা হৃদয়ের) রূহ/আত্মা (অর্থাৎ আত্মার মুল-শক্তি আক্কল/عَقْل) বিরত থাকে”। -[এ বিষয়টি বর্নিত হয়েছে: আবু নায়ীম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইস্পাহানী (মৃত্যু: 430 হিজরী) এর লিখিত: “হিল্ইয়াতুল-আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল-আছফিয়াহ্” (অর্থাৎ আওলিয়াদের অলংকার ও পুন্যবানদের স্তর সমুহ) কিতাবে; অধ্যায়: মানসুর ইবনে আম্মার, শায়খ আবুনায়ীম রাঃ বলেছেন; অংশ: 9; পৃষ্ঠা: 327; প্রকাশক: আল-সা’য়াদাহ্ - মিশর, 1394 হিঃ / 1974 খ্রিস্টাব্দ]-।

অর্থাৎ: মানসুর ইবনে আম্মার বলেছেন: “বান্দাদের (অর্থাৎ মানুষদের) ক্বালব (অর্থাৎ অন্তর, হৃদয় বা হার্ট) সমুহ সম্পুর্নটাই হচ্ছে রূহানিয়্যাৎ -[অর্থাৎ আধ্যাত্মিক-আলোকময় শক্তি, যাকে কোরআনের ভাষায় আক্কল (বা আক্কলানিয়্যাৎ) অর্থাৎ বিবেক/intellect বা intellectual-power বলা হয়। কেননা পবিত্র কোরআনে আক্কল বা বিবেককে ক্বালবের কাজ হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন: (قلوب يعقلون بها) “তারা আক্কল বা বিবেক (intellect) ব্যবহার করে, তাদের ক্বালব বা হৃদয়/heart সমুহ দ্বারা (অর্থাৎ হৃদয় খাটিয়ে)” -(হজ্ব/22: 46)]-; অতএব যখন (সেই) ক্বালব (বা হৃদয়) এর মধ্যে কোনো সন্দেহ ও অশ্লীলতা (অর্থাৎ নাফসের প্রভৃত্তির আনুগত্যতার কারণে কোনো সন্দেহ ও অশ্লীলতা) প্রবেশ করে, (তখন) সে ক্বালব (হৃদয় বা অন্তর) সমুহ থেকে ইহার (অর্থাৎ ক্বালব বা হৃদয়ের) রূহ/আত্মা (অর্থাৎ আত্মার মুল-শক্তি আক্কল/عَقْل) বিরত থাকে”।

অর্থাৎ, রূহ বা আত্মার প্রধান ও কেন্দ্রীয় শক্তি হচ্ছে ইহার ক্বালব বা হৃদয় এর বিবেক/intellect অর্থাৎ আক্কল; কারণ রূহ বা আত্মা নিজে এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির জন্য ব্যক্তির শরীরের সাথে ডাইরেক্ট/direct বা ইন্ডাইরেক্ট/indirect সংযুক্তি/connection ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা রাখে না; অর্থাৎ, জীবিত ও চেতন অবস্থায় ব্যক্তির দেহ ও রূহ এর সাথে ডাইরেকট সংযুক্তি/connection থাকে, এবং নিদ্রাবস্থায় ও মৃত্যুর পর কিয়ামত দিবসের পুর্ব পর্যন্ত আলমে বারযাখে রূহ থাকা অবস্থায় ব্যক্তির অবিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছিন্ন দেহের সাথে ইনডাইরেকট/indirect সংযুক্তি/connection থাকে ; যেথায় ব্যক্তির দেহের বা শরীরের ক্বালব বা হৃদয় হচ্ছে শরীরের প্রধান এবং কেন্দ্রীয় অঙ্গ। তাই, নাফসের প্রভৃত্তির আনুগত্যতার কারণে যখন সেই ক্বালব বা হৃদয় এর মধ্যে কোনো সন্দেহ ও অশ্লীলতা প্রবেশ করে, তখন সে ক্বালব বা হৃদয়ের রূহ অর্থাৎ আত্মার মুল-শক্তি আক্কল/عَقْل বা বিবেক/intellect ইহার দায়িত্ব বা কাজ করা হতে বিরত থাকে, যেথায় আক্কল বা বিবেক/intellect এর দায়িত্ব বা কাজ হচ্ছে দান্ধিক বিষয়ের মধ্য হতে সত্য সঠিক-বিষয়কে বুঝে ও নির্ধারণ করে তা আমল করে জীবনকে আলোকিত (অর্থাৎ নুরানী/نوراني) করার কাজ করা। কেননা, মানুষ তার হৃদয়ের বিবেক বা ইনটেলেক্ট/intellect কে ব্যবহার করে দান্ধিক বিষয়ের মধ্য থেকে সত্য সঠিক-বিষয়কে জানতে পারে; যেথায় মানুষের প্রাকৃতিক-সামাজিক বিষয়াদি অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়াদিতে মৌলিক ও সত্যিকারের জ্ঞান হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত গাইড-বুক আল-কোরআন যেটিকে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে নূর বা আলো হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে -(তাগাবুন/64: 8; নিসা/4: 174; আনয়াম/6: 91)। এবং সুরা নুর/24: 40 এ আল্লাহ বলেছেন: وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ “আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই” -(নূর/64: 8)। এ পবিত্র কোরআন যে কোনো ব্যক্তিকে তখন আলোকিত করে, যখন সে তার হৃদয় বা ক্বালব কে বন্ধ না রেখে তার ক্বালবে-সালীম অর্থাৎ আক্কলে-সালীম কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে কোরআন গবেষণা করার মাধ্যমে তা আমল করার 100% চেষ্টা করে; আল্লাহ বলেন: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا “তারা কি (জীবনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক-সামাজিক বিষয়াদিতে সত্য সঠিক-বিষয়কে জানা ও বুঝার জন্য) কোরআনকে গবেষণা করবে না? না তাদের অন্তর/ক্বালব বা হার্ট সমুহ তালাবদ্ধ?” -(সুরা মুহাম্মদ/47: 24)। অতএব, ইহা প্রমানিত যে, তথাকথিত রূহানিয়্যাৎ (spiritualism) হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আক্কল, বিবেক ইন্টেলেক্ট/intellect বা আক্কলানিয়্যাৎ (intellectualism), এবং এই আক্কলানিয়্যাৎই (intellectualism ই) হচ্ছে প্রকৃত নুরানিয়্যাৎ অর্থাৎ illumination বা enlightenment.। -[এ বিষয়টি বর্নিত হয়েছে: আবু নায়ীম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইস্পাহানী (মৃত্যু: 430 হিজরী) এর লিখিত: “হিল্ইয়াতুল-আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল-আছফিয়াহ্” (অর্থাৎ আওলিয়াদের অলংকার ও পুন্যবানদের স্তর সমুহ) কিতাবে; অধ্যায়: মানসুর ইবনে আম্মার, শায়খ আবুনায়ীম রাঃ বলেছেন; অংশ: 9; পৃষ্ঠা: 327; প্রকাশক: আল-সা’য়াদাহ্ - মিশর, 1394 হিঃ / 1974 খ্রিস্টাব্দ]-।

(আল্লাহ ভালো জানেন - والله أعلم).

গুড মর্নিং বাংলাদেশ, ল্যাকেম্বা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ৫ জুন ২০২২ রবিবার ল্যাকেম্বার প্যারি পার্কে ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রকমারি পিঠা, পরাটা, মিষ্টি, পেঁয়াজু, কারী, সিঙ্গারা, নিমকি, চা -কফি বিক্রি অর্থ ক্যান্সার কাউন্সিলকে দান করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও চমৎকার সফল অনুষ্ঠান উপহার দেন আয়োজকবৃন্দ।

সুপ্রভাত সিডনির নিজস্ব প্রতিবেদক ঘুরে ঘুরে স্টলগুলো পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত অনেকের সাথে আলোচনা করেন। সকলের ভিতর স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক ফারুক হান্নান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ।

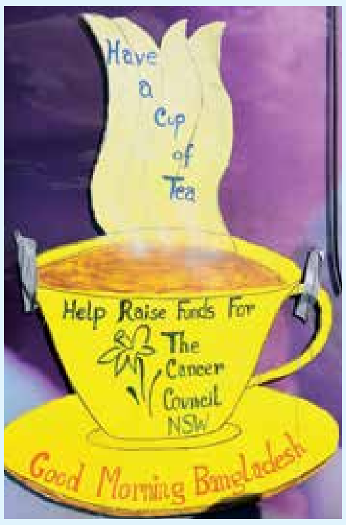

Kids R Us Family Day Care

We seriously care about our children!

Kids R Us Family Day Care is a home based childcare service. We have highly trained & experienced educators who are able to fulfill your expectations and needs about your child.

We offer various childcare service including:

* Full-time, part-time or casual care
* Emergency care
* Before/after care for 5-12 years old
* Overnight and shift work
* School holiday care

We provide above standard childcare services with:

- Government fee relief
- Clean, healthy & homely environment
- Full of educated and fun activities
- A safe & natural environment for every child to learn & play

For more enquiries call us or our educator in your area.
M: 0414 492 655
Suite 1, 38 Railway Pde, Lakemba - 2193

Educator contact No.: 0499 999 999

We are also recruiting educators who are interested in making a career in the childcare industry.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

মুক্তা ঝরা হাসি

গোলাম রসুল

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে একটি ব্যাগ, চোখে কালো চশমা, ঠোঁট লাল, কাজল পরা চোখ, ভ্রু চাঁদের আকৃতি, গায়ের রঙ পরিস্কার, সোনালী আভা প্রস্ফুটিত হচ্ছে। মাথার কালো এলো চুলগুলো বাতাসের সাথে লুকোচুরি খেলায় মত্ত রয়েছে। মন হরণ করা মায়াবী চেহারায় আকর্ষণের তাণ্ডব প্রবাহিত হচ্ছে।

নিজেকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা নেই। হারিয়ে গেলাম তার মাঝে। এর সাথে প্রণয়ের মাধ্যমেই জীবন হবে স্বার্থক, পৃথিবী হবে সুন্দর, আলোকিত হবে ভবিষ্যৎ। এমনই সুন্দরীর সাথে প্রণয় জীবনের এক মোক্ষম চাঁদনী রজনীর বুকে বিলীন হয়ে যাওয়া। খুশির অন্তিম সীমানায় অনাবিল শান্তি। তার চেহারার অগ্নিবানে ক্ষত-বিক্ষত অন্তর মন। তাকে ছাড়া যেন কিছুই ভাবতে পারছিনে। রূপকথার গল্পের পরীরাও হার মেনে যাবে তার কাছে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। সে তার ব্যাগের দিকে তাকিয়ে চেইন খুলে বের করলো মোবাইল। বোতাম টিপে কানে ধরে মিষ্টি ভাষার পরই শুরু করলো অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এত সুন্দরের মাঝে যে কদাকার প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে ভাবা যায় না। হতবাক, নিঃশ্চল শরীর। মানুষের উপর আর ভিতর কত পার্থক্য ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে। চেহারার সাথে মানুষের মনের কোন মিল নেই। হয়তো আমার মত অনেকেই না জেনে বুঝে অথৈ তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে দুই কূল হারিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

পাক ঘোরার সাথেই বললো- দাঁড়ান। ফের তার দিকে তাকালাম। বললো- পাঁচশো টাকা দেন। তার দিকে তাকিয়ে আছি। বললো- সামনে পুলিশ। ইভটিজিং এর অপরাধে আপনাকে ধরিয়ে দেব। আমার কথা সবাই বিশ্বাস করবে। কেউ বিশ্বাস করবে না আপনার কথা। তাড়াতাড়ি টাকা দেন। সম্মানহানীর ভয়ে হতবাক অবস্থায় পকেট থেকে টাকা বের করতে গিয়ে বেরিয়ে এলো এক হাজার টাকার একটি নোট। হাত থেকে ছিনতাইকারীর মত নিয়ে নিল নোটটি। খুশিতে একবার মুচকি হাসি দিল। পূর্ণিমা রজনীর বুকে এক ফাঁলি চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে গেল দেহ ভুবনের প্রতিটি কোণায়। রিকশায় চড়ে চলে গেল, পিছনে তাকায়নি একটিবারও। বিষন্ন বেদনায় চৌচির বুকে হাজার টাকা হারানোর পরও সান্তনা শুধুই মুক্তাঝরা হাঁসিটুকু।

বিষন্ন মন। কিছুই ভাল লাগছে না। শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকার পরও অসহ্য যন্ত্রণা কাজ করছে মনের মধ্যে। কাছাকাছি পার্ক। ভাবলাম দেখি- ওখানে অস্বস্তি লাঘবের কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় কি না। পার্কের ভিতরে প্রবেশ করলাম। নারী পুরুষেরা বিভিন্ ভাবে সেজে আসায় বেশ ভাল লাগছে। এগিয়ে যাচ্ছি। ভীড় পেরিয়ে ফাঁকায় গিয়ে দেখলাম মেয়েটি বেঞ্চের উপর বসে আছে। সাজসজ্জা ঠিক আছে। অবর্ণনীয় সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ হাসিখুশি মুখটা একেবারেই বিবর্ণ মলিন। আকাশের কালো মেঘ ভর করেছে তার মুখের উপর। মনের জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে গেছে চাঁদের মুখ বদন। সামনে গেলে মাথা উঁচু করে বললো-বসুন। বসতে বসতে বললাম-মনটা খারাপ কেন? বললো- অনেক সমস্যা। যা কয়েক দিনেও বলে শেষ হবে না। আমি বললাম-সংক্ষেপে বলো শুনি। খুবই নম্র বিনীত সুরে বললো- আমি এত জঘন্য ব্যক্তি যে আপনি আমার ইতিহাস শুনলে ঘৃনায় মুখ ঘুরিয়ে নেবেন চির জনমের মত। বিষয়টি শোনার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলো আমার মাঝে। বললাম যাকে ভাল লাগে তার কষ্টের সময় পাশে থাকা এবং সমস্য লাঘবের চেষ্টার মধ্যেও আছে অনেক শান্তি। তোমার কথা আমি শুনবো, তুমি বল। মেয়েটির চোখ ছলছল করছে, ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে পানি। বললো-আমার তিনবার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু কোন স্বামীর ঘর করতে পারিনি অসৎ সঙ্গের কারণে। পিতা-মাতার কাছেও আমার কোন ঠাঁই নেই। আমার বিপদে এগিয়ে আসার মত কোন লোক নেই, পৃথিবীতে আমি শুধু একা। আমি মনে মনে ভাবছি আবার কোন নতুন ফন্দি কি-না। দেখা যাক কোথায় গিয়ে থামে। বলতে লাগলো-এই শহরের নারী লোভী সকল পুরুষ আমাকে চেনে। তারা সবাই আমার ফাঁদে পা দিয়ে খুইয়েছে অনেক অর্থ, হয়েছে নাজেহাল, ঘুম হারাম, সম্মান হারাবার ভয়ে ডুবেছে চিন্তার সাগরে। একজন লোক সংগ্রহ করে তাকে নিয়ন্ত্রণে এনে ফাঁদে ফেলাতে সময় লাগে প্রায় তিন চার মাস। যখন লোকটি ফাঁদে পড়ে তখন আমার সাঙ্গপাঙ্গরা বিভিন্নভাবে ভয়-ভীতি দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়। এই টাকার বেশিরভাগ চলে যায় ওদের হাতে। আর ছোট একটি অংশ আমাকে দেয়, যা দিয়ে কিছু করা তো দুরের কথা, ভাল চলতেও পারিনে। আমি মরিচিকার পিছনে ছুটে শুধুই অপরাধের বোঝা বাড়িয়েছি। বিবেকের দংশনে এখন ক্ষতবিক্ষত আমি। নেই স্বামী, সন্তান, পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রতিবেশি। যারা এখন আমার সাথে আছে, তাদের একসময় পাশে পাওয়া যাবে না, ওরা খুঁজে নেবে আমার মত অন্যজনকে। দুঃখের সাগরে মাঝিহীন তরী জোয়ার ভাটার সাথে ঘুরতে ঘুরতে চিরতরে তলিয়ে যাবো অতল গভীরে, স্মৃতি চিহ্নটুকুও থাকবে না পৃথিবীর বুকে। সৃষ্টিকর্তাও ক্ষমা করবেন না পাহাড় সম অপরাধের। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমার মনে একবিন্দু শান্তি নেই। আমি যেটুকু বুঝেছি, তুমি খুব ভাল মানুষ, আমার ধারে কাছেও এসো না আর কোনদিন। আমি বললাম- মনের অজান্তেই তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। এ ভালবাসা তো আর ধুয়ে মুছে ফেলা যায় না। আমি জানি, কোন খারাপ মানুষ যখন নিজের ইচ্ছায় ভাল হয়ে যায়, তখন ভাল মানুষের চেয়েও বেশি ভাল হয়। তুমি আমাকে গ্রহণ না করলে আমার করার কিছু নেই। শুধুই অপূর্ণতার বোঝা সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। তোমার ইচ্ছে থাকলে আমি আজই তোমাকে বিয়ে করতে পারি। বললো-আমার শর্ত যদি তুমি মানতে পার, তবেই বিয়ে সম্ভব, নতুবা নয়। বললাম- বল তোমার কি শর্ত? বললো- আমি তোমার ঘরে যেদিন বউ হয়ে যাব সেদিন থেকে বাড়ির সীমানার বাইরে আর পা রাখবো না, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া। কোথাও যেতে তুমি অনুরোধ করবে না। খোদার এবাদত বন্দেগীতে বাধা দিতে পারবে না, তার আইন বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডের কথা বলবে না। অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখা করা কিম্বা কথা বলতে অনুরোধ করবে না এবং অসৎ সঙ্গ আপনাকেও ত্যাগ করতে হবে। বললাম- তোমার শর্তগুলো সকল পুরুষই চায়, কিন্তু সকলের ভাগ্যে জোটে না। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে ঘটে যায় এর বিপরীত। তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তবে আমার জীবন সার্থক।

সাহিত্য বাজারের পণ্য নয়

মাসুম বিল্লাহ্

অন্ন যেমন পেটের ক্ষুধা মেটায়। বস্ত্র শরীরের লজ্জা নিবারণ করে। আর ঔষধ অসুস্থতা থেকে সুস্থতা দান করে। ঠিক তেমনি সাহিত্য আমাদের মনের ক্ষুধা মেটায়। জাতির লজ্জা নিবারণ করে। আর সামাজিক অবক্ষয় থেকে সুস্থতা দান করে। সাহিত্য'কে বাদ দিয়ে কোন জাতি সভ্যতার শেখরে পৌঁছাতে পারিনি। জাতি দেশ বাদই দিলাম যে পরিবারে বা সমাজে সাহিত্যের চর্চা বা বই পড়ার চর্চা নেই সেই পরিবার বা সমাজ সামাজিক অবক্ষয় কবলিত হবে, অনেক সময় নৈতিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটে। রাষ্ট্রে ঘটে যায় নানা অপরাধ।

প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় সেই আশির দশক বা নব্বইয়ের দশকে যখন ঘরে ঘরে সাহিত্যের চর্চা করা হতো। বই পড়ার কদর ছিল, বই থেকে খুঁজে পেত জ্ঞান ও বিনোদন। আর এখন বিংশ শতাব্দিতে যখন বইপড়া ও সাহিত্য চর্চার বিপরীতে স্মাট ফোন ও রাজনীতি চর্চা কিন্তু এখন আমাদের সামাজিক অবক্ষয় ঘটছে। বেড়ে গেছে অপরাধও, শুধু এখন নয় সাহিত্যের চর্চা আবাহমান কাল ধরে। সেই নবী-রাসুলের সময় ও কবিতার কদর ছিল। একটি ঘটনা থেকে জানা যায়- এক যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষ ছন্দে ছন্দ বিরুদ্ধাচরণ করছে, তখন নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সাহাবিদেরকে ডেকে বলেন আমাদের যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত সৈনিক রয়েছে, কিন্তু এমন কেহ কি নেই যে ছন্দে ছন্দে শত্রু পক্ষকে আক্রমন করতে পারবে। এ ছাড়াও রাজা বাদশা বা নবাবি আমলেও কবিতার গুরুত্ব ছিল অনেক। রাজ সভায় ভালো কবিতা শোনাতে পারলে কবিকে দেয়া হতো স্বর্ণের মুদ্রা।

স্বাধীনতার পরেও বই পড়ার অভ্যাস ছিল প্রায় ঘরে ঘরে। এখন আগের মত সাহিত্য চর্চাও নেই! নেই পাঠ অভ্যাসও। আর খুন, হত্যা, ধর্ষণ সহ নানা অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের নতুন প্রজন্মকে আবার বই মুখী করে তুলতে হবে। পাঠাগার স্থাপন করতে হবে। আর সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত করতে হবে।

আমাদের প্রধান সমস্যা হলো আমরা উৎসাহ দিতে চাই না। একজন নতুন, একেবারে নতুন সে কবিতা লিখছে। আপনাকে গুরুজন হিসাবে আনন্দের সাথে দেখালো তার কবিতার দু-চারটা লাইন। আর আপনি মুখ থেবড়ে বললেন এ একটা লেখা হলো। আর লেখা হলেও তুমিতো আর রবীন্দ্র-নজরুল হতে পারবে না। এ সব ছেড়ে কাজে মন দাও। নয়া লেখক বা কবি তার প্রতিভাকে ওখানেই কবর দিলো। আসলে আপনার একটু ভালো মন্তব্য পেলে ঐ নয়া লেখক একটু অনুপ্রেরিত হতো। আপনার একটা বাহ! শব্দ ওর কাছে কিযে শক্তিরুপে কাজ করতো? হয়তো ও রবীন্দ্র-নজরুল হতে পারতোনা, তবে ওর ভিতর ওকে আবিস্কারতো করতে পারতো। এতো গেলো সাধারনের কথা। এবার আসি আমাদের দেশের কিছু সাহিত্যিক-গবেষক আছেন যারা নিজেরাই সাহিত্যের চর্চা করে না। অথচ, তারা নাকি বড় বড় সাহিত্য সংগঠনের সভাপতি, সেক্রেটারি! বড় সাইনবোর্ডে বড় ছবি ও পদবি! আর প্রকৃত কবিরা সেখানে সদস্য হন মোটা অংকের টাকা দিয়ে। সাথে মাসে মাসে ১৫০-২০০ টাকা বা সুবিধামত অর্থ নিয়ে থাকে। এই সাহিত্য সংগঠনগুলো আবার নানা অনুষ্ঠানে কবিদের সংবর্ধনা দেয়া হয়ে থাকে। জীবনে একটা কবিতা লিখেছে সেও টাকার বিনিময়ে পাচ্ছে সম্মাননা ক্রেস্ট। এরা সাহিত্যের সম্মান সস্তা করে ফেলেছে। সাহিত্য বাজারের পণ্য নয়। মনের ভিতর লুকিয়ে থাকা সুপ্ত সৃজনশীল প্রতিভা হলো সাহিত্য। সাহিত্যর সম্মান যথা ব্যক্তিকে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে একজন শ্রমিক তার কাজের বিনিময়ে অর্থ নেয়, ডাক্তার রোগী দেখে ফিস নেয়। আবার নেতারা রিলিফ মেরে দেয়, কিন্তু সাহিত্য চর্চা এমন একটা বিষয় যে একজন কবি তার কবিতার জন্য কেহ এক পয়সাও দেয়না। তবু সে লেখে। আবার কোন কবির একটি কবিতাও কোথাও হয়না ছাপা তবুও সে থেমে থাকে না।

তাই বলব সাহিত্য নিয়ে আপনারা আর ব্যবসা করবেন না। নতুন একটা ব্যবসা দেখছি ফেসবুকে যৌথ কাব্য সংকলন, বই সম্পাদনা করছেন এমন কিছু লোক তারা সম্পাদনা তো দূরের কথা ওই বইটার পাঠকেরও যেগ্য নন।এখানে একটা কবিতা এক কপি ছবি সংক্ষেপে কবি পরিচিতি। নবীন কবিরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। তারপর তালিকা প্রকাশ। সেদিন দেখলাম তালিকার প্রথমে নাম কাজী নজরুল ইসলাম, ২য় নির্মলেন্দু গুণ তারপর ছলেমান কলেমান (নবীন লেখক) তালিকা প্রায় ১০০+। নবীণ লেখকেরাতো খুশিতে বাকবাকুম যে জাতীয় কবির সাথে তাদের লেখা! আর সম্পাদকের শর্তে শুরু হয়ে যায় বিকাশে প্রি-অর্ডার ৩০০/- বা ,৬০০/- একটা বইয়ে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকার ব্যবসা! পাগলেও তো বোঝে কবি নজরুল মারা গেছেন সেই ১৯৭৬ সালে সে কিভাবে কাব্য সংকলনে লেখা জমা দেন। আর নির্মলেন্দু গুণ জাতীয় মানের কবি। বাংলা একাডেমী থেকে পান লেখক সম্মানী, সে কোন দুখে এসব যায়গাতে লেখা জমা দেবে। এগুলো নেহাত কপি রাইট। আবার শোনা যায় টাকা জমা দেয়ার পর কাব্য ওখানেই শেষ। কেউ কেউ দুই একটা কপি পাঠায় মানহীন ভুলেভরা বানান। আবার সাথে পাঠান সাহিত্যের সম্মাননা সনদ।

আবার এসব সাহিত্যের সংগঠকেরা ও যৌথ কাব্যের সম্পাদকেরা সাহিত্য উৎসব, বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, নাম দিয়ে নিরীহ লেখকদের কাছ থেকেও টাকা নেয়। নানা রাজনৈতিক ব্যক্তি মহলের কাছ থেকে টাকা নেয়। সেটাও মানলাম কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে অযোগ্য, লোকদের দেয়া হচ্ছে সন্মাননা। সেদিন একটা সাহিত্য সংগঠন দেখলাম ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে জেলা কমিটি দিচ্ছে। আর সাহিত্য পত্রিকাতে কবিতা বা লেখা ছাপাতে হলে, অগ্রিম ২০০ টাকার পত্রিকা কেনার মানুষিকতা থাকতে হবে। আপনার লেখার মান ভালো টাকা দিতে পারছেন না! হবে না ছাপা। আবার মানহীন কবিতা টাকার বিনিময়ে হচ্ছে ছাপা। হায়রে সাহিত্য চর্চা! নতুনেরা কি করে উঠে দাঁড়াবে। নবীন লেখকেরা সোজা হতেই দেয়া হচ্ছে মাজাই বাড়ি।

সর্বোপরি নতুন লেখকদের কাছে একটাই আবেদন লেখা ছাপানোর জন্য গুমড়ি খেয়ে পড়বেন না। নিরাশ হবেন না। লিখতে থাকুন এক সময় ছাপা হবেই। আর সম্মাননা পাওয়ার জন্য লাফালাফির দরকার নেই। একটা কথা মনে রাখা দরকার "মুলা মোটা হলে মাটি আপনা থেকেই ফেড়ে যায়"।

আর সরকারের কাছে নিবেদন সরকারি ভাবে মাঠ পর্যায়ে সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দিতে হবে। নবীন লেখকদের ব্যাপারে অনিহা দেখানো চলবে না। আর সাহিত্য ব্যবসায়ী ফড়িয়াদের স্বমূলে প্রতিহত করতে হবে। সর্বোপরি আবারো বলি, সাহিত্য কোন বাজারের পণ্য নয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

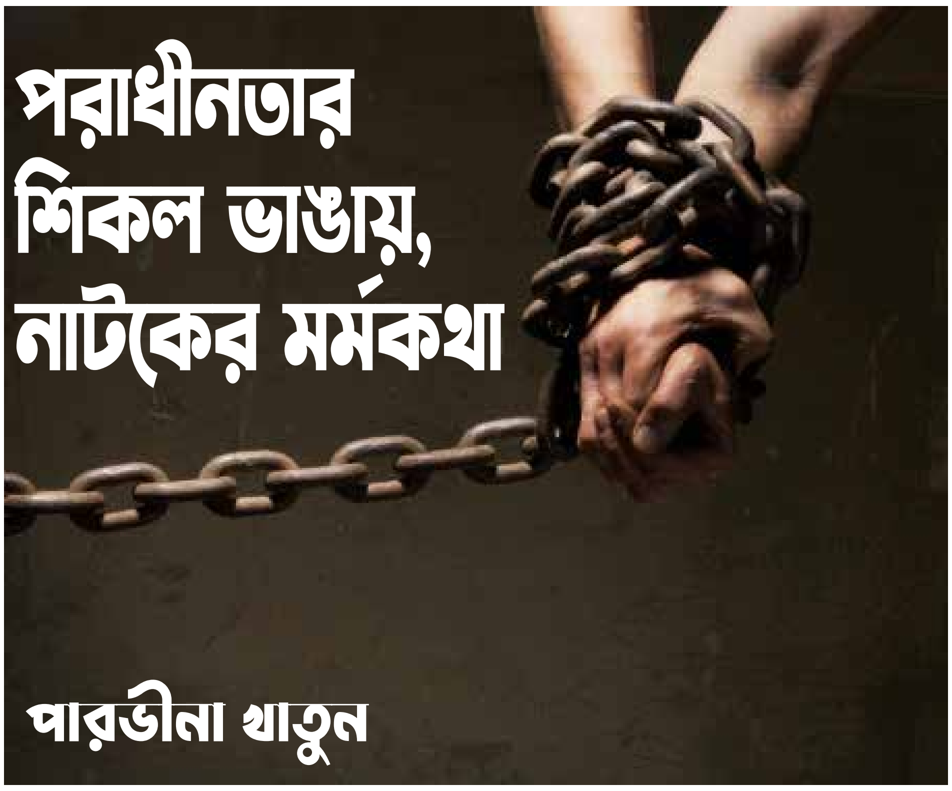

পরাধীনতার শিকল ভাঙায়, নাটকের মর্মকথা

পারভীনা খাতুন

আমরা ছিলাম স্বাধীন দেশের পরাধীন নাগরিক। এই পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছিল। একটি ভুখণ্ড, একটি লাল সবুজ পতাকা, বিশ্বের মানচিত্রে এক টুকরো জায়গা, একটু স্বাধীনতা বা মুক্তি ছিল আমাদের একটা আকাঙ্ক্ষার নাম, একটা অভিলাষের নাম। এই আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ আমরা ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত আর দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জন করেছি। এ এক মহান অর্জন। এ এক অন্যরকম ভালোলাগা, অনুভূতি, মহানন্দ, মহামুক্তি। একটা জাতি যখন তার মুক্তির জন্যে লড়াই করে, অস্ত্র হাতে নেয়, বিজয় অর্জন করে তখন মুক্তিযুদ্ধটা চিরকালীন হয়ে যায়।

যুদ্ধটা চলতে থাকে স্বাধীনতাকে অর্থবহ অবিস্মরণীয় করে তোলার জন্য। যুদ্ধটা করে যেতে হয় সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে। তবে স্বাধীনতা আমাদের নতুন এক পরিচয় দিয়েছে। আর এর মধ্যে সংস্কৃতির রয়েছে এক অবারিত প্রবেশাধিকার যা সমাজের সবকিছুকেই তুলে ধরতে পারে মানুষের চোখের সামনে। একটা দেশে সমাজ, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিষ্টাচার, নীতি ও আদর্শ সবকিছুকেই সংস্কৃতি ধারণ করতে পারে অনায়াসে। ধরা যাক নাটকের কথা। সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নাটক। নাটকের মাধ্যমে যেমনভাবে সমাজ জীবনের নানান সঙ্গতি-অসঙ্গতি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না দৃশ্যমান হয়, সাহিত্যের অন্য কোন মাধ্যমে এতটা হৃদয়স্পর্শী করে তুলে ধরা যায় না। নাটক সমাজের দর্পণ। আমাদের দেশের নাটকে প্রতিনিয়ত উঠে এসেছে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার প্রত্যয়। আমরা জানি, নাটকের সাথে যুক্ত অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ভারতের মাটিতেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তারা কলকাতা অবস্থানকালে দেখেছেন সেখানকার মঞ্চের পরিবেশনাগুলো। ঋদ্ধ হয়েছেন নতুন ধারণায় এবং নতুন ধরণের পরিবেশনায়। তাদের জন্য মুক্তির পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভেসে এসেছি সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিয়েছি, নিজেদের আনন্দে আমরা হেসেছি, আত্মহারা হয়েছি সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও জানিয়েছি- আমরা যেদিকে ফিরব, নিরানন্দের অন্ধকার লজ্জায় পলায়ন করবে, আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য নিয়ে, আমরা সৃষ্টি করেছি বাংলাদেশ, কারণ সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু, মন-প্রাণ, বুদ্ধি আর এক সাগর রক্ত ঢেলে দিয়ে ছিনিয়ে এনেছি আমাদের মুক্তি। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আজ আমরা বিভোর, সেই আনন্দের আস্বাদে পৃথিবী ও ধন্য। অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস নিয়ে সশস্ত্র প্রতিকূল শক্তির আক্রমণকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছি। তারপর শুরু হয়েছে আমাদের আনন্দময় গতি যা চিরকাল অক্ষুন্নই থাকবে।

আমরা মুক্তির ইতিহাস রচনা করতে, শান্তির জল ছিটাতে, বিবাদ সৃষ্টি করতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সুচনা করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সঙ্কীর্ণতা ছিল সেখানে মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য করেছি, যেন সে পথ দিয়ে মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করতে পারে। আবার রুদ্র করালমূর্তি ধারণ করে আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করেছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে সহজাতীয় দোসরদের উৎখাত করেছি। শয়তান থেকে শুরু করে বিজাতীয় অসুর পলায়ন করেছে। এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝেছি, নিজের ধর্ম, চিনেছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? নাটকের মধ্যে ঘটেছে এই নবজাগরণের বড় আশা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ।

মঞ্চের সামনে এবং পেছনে যে মানুষগুলো কাজ করেছেন, তাদের অনেকেই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। অনেকে আবার সরাসরি যুদ্ধে যেতে না পারলেও বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

পরাধীনতার শিকল ভাঙার আহবান সবকিছুর মতোই প্রভাবিত করেছিল আমাদের মঞ্চ নাটককে। মেধাবী, আন্তর্জাতিক মনস্ক, শিক্ষিত এবং পরিস্রুত জীবনভাবনায় বিশ্বাসী নাট্যকার মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্ল-হ, সিকান্দার আবু জাফর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নতুন প্রাণধর্ম ও রুপশৈলি নির্মাণ করেছিলেন। মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যেমন আমাদের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল ঠিক তেমনী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী নাটকগুলো আমাদের মুক্তির আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার মধ্যে অন্যতম দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। যেটিতে নীল চাষীদের অত্যাচারের চিত্র ফুঁটে উঠেছিল এবং নীলকররা নীল চাষ অবশেষে বন্ধ করতে বাধ্য হয়। আমাদের সমাজে জমিদারী প্রথা ছিল। জমিদারদের অত্যাচার নীপিড়ন ফুঁটে উঠেছে মীর মোশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটকের মধ্য দিয়ে। এ নাটকগুলো আমাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া যশোরের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তৎকালীন সমাজের অসঙ্গতি দূর করার জন্য এবং সভ্য ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে তোলার জন্য 'কৃষ্ণকুমারী', ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো' 'একেই কী বলে সভ্যতা' এসব নাটক থেকে আমরা স্বাধীন হওয়ার স্বাদ পেয়েছি। কারারুদ্ধ অবস্থায় মুনীর চৌধুরী একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকীতে মঞ্চায়নের জন্য লিখেছিলেন নাটক 'কবর'। এ নাটকেই প্রথম উচ্চারিত হয় বিজাতীয় অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহবান। নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' বাংলা নাটকের ধারায় স্বয়ং স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয় এবং অনতিক্রান্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ এবং চোরাকারবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পাকিস্তানি শাসকদের ধর্মের নামে ভণ্ডামী নুরুল মোমেন রূপকভাবে তুলে ধরেন 'নেমেসিস' নাটকে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'বহিপীর' নাটকটিতে ক্ষমতার জন্য ধর্মের অপব্যবহার প্রতীকীভাবে তুলে ধরেন এবং ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জাতির ক্রান্তিলগ্নেও নাটককে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। প্রতিবাদ- প্রতিরোধ- সচেতনতা- সংগ্রামে নাটক হয়ে উঠেছে সমাজ বা রাষ্ট্র বদলের হাতিয়ার। তারই ধারাবাহিকতায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শ্রুতি নাটক, মঞ্চ নাটক এবং টিভি নাটক বিশাল ভূমিকা রেখেছে। এমনকি মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং চেতনা নতুন প্রজন্মের ভেতরে ছড়িয়ে দিতে নাটকের সবিশেষ প্রচেষ্টা উজ্জ্বল আভা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমবিকাশে দু'শ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রম করেছে বাংলা নাটক। সে যাত্রার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে তৎকালীন মঞ্চ নাটক ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। তবে এ কথা সত্য যে, মঞ্চ নাটক স্বাধীনতার আগে যতটা এগিয়েছে, তার চেয়েও অনেক বেশি বিকশিত হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। কারণ ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে প্রায় অর্ধশতাধিক নাটক রচিত হয়েছে। যেগুলোতে স্থান পেয়েছে রণাঙ্গনের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ধর্ষিত ও নির্যাতিতের আর্তনাদ, বাঙালির অকুতোভয় সংগ্রাম, মুক্তির নেশায় অবিরাম পথচলা আর বীরত্বগাথাসহ বাঙালির চিরশত্রু ঘৃণিত রাজাকার, আল বদর, আল শামস তথা পাকিস্তানি নরপশুদের অমানবিক নিষ্ঠুরতার লোমহর্ষক নানা চিত্র। তখন দেশি নাট্যকারদের পাশাপাশি বিদেশি বহু নাট্যকারের বিপ্ল-বী নাটক অনুবাদ ও রূপান্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করে মুক্তিকামী বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সেনা শাসক আইয়ুব আমলে রবীন্দ্রনাথকে অঘোষিতভাবে করা হয়েছিল নিষিদ্ধ। আমাদের অগ্রজ নাট্যকর্মীরা যে কতোটা প্রতিবাদী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে শাসকের চোখ রাঙানি তুচ্ছ করে 'রক্তকরবী', ‘তাসের দেশ' এবং 'রাজা ও রানী' মঞ্চায়নের মাধ্যমে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে প্রয়াত নাট্যকার সাঈদ আহমেদ 'কালবেলা' নাটকে ঝঞ্ঝা ও জলোচ্ছ্বাসের ধ্বংসলীলায় পাকিস্তানি সরকারের দায়িত্বহীন আচরণের প্রতি কটাক্ষ করেন। একই নাট্যকারের 'তৃষ্ণা' নাটকে শিয়াল ও কুমিরের লোককাহিনীর আড়ালে বলা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণ এবং এই শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

সত্তরের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দেশের উত্তাল পরিস্থিতিতে প্রসেনিয়ামের ঘেরাটোপ ভেঙে নাট্যকর্মীরা পথে পথে নাটক প্রদর্শনী করেছিলেন। একাত্তরের মার্চে নাট্যকর্মীরা সম্মিলিতভাবে গড়ে তোলেন 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' নামে একটি প্লাটফর্ম। এই ব্যানারে সৈয়দ হাসান ইমাম, গোলাম মোস্তফা, রাজু আহমেদ, আবদুস সাত্তার, রওশন জামিল, ফখরুল ইসলাম বৈরাগী প্রমুখের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় স্বাধীনতার আহবান নিয়ে মঞ্চায়িত হয়ে বেশ কিছু পথনাটক। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ভোরের স্বপ্ন' ও 'রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য'। এই সংগঠনে সম্পৃক্ত ছিলেন প্রয়াত ওয়াহিদুল হক, কলিম শরাফী, শিল্পী কামরুল হাসান, সুরকার আলতাফ মাহমুদ, খান আতাউর রহমান, সনজীদা খাতুন প্রমুখ।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাট্যকর্মী। যাদের মধ্যে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, রাইসুল ইসলাম আসাদ, মামুনুর রশীদ, কবির আনোয়ার প্রমুখ সরাসরি রণাঙ্গনে লড়াই করেছিলেন। সৈয়দ হাসান ইমাম, কলিম শরাফী, রনেশ দাস গুপ্ত, রামেন্দু মজুমদার এবং আরো অনেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের হয়ে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অগ্নিকাণ্ডে বসে মমতাজউদ্দীন আহমেদ লিখেছেন একের পর এক নাটক। যার মধ্যে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম', ‘এবারের সংগ্রাম', ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', ‘বর্ণচোর'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে এসব নাটক প্রদর্শিত হয়েছে এবং বাড়িয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ দেশের প্রগতিশীল নাট্যকার ও নাট্যকর্মীরা ছিল পাকিস্তানি ঘাতকদের অন্যতম শিকার।

বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দেশীয় চরিত্রগুলো যেভাবে পথনাটকে উঠে এসেছে, তা গণমানুষের মনে সঞ্চারিত করেছে ক্ষোভ ও ঘৃণা।

এসব নাটকে শুধু বাংলাদেশের মুক্তির কথাই বলা হয়নি; সমগ্র পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বজুড়ে গণহত্যার দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও যুদ্ধের আগে মঞ্চস্থ হওয়া 'এবারের সংগ্রাম' ও 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটকও উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের এক দোসরকে কেন্দ্র করে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছেন 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'। এটিকে প্রথম কাব্য নাটক হিসাবেও ধরা হয়। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মঞ্চে আনে 'থিয়েটার'। নির্দেশনায় ছিলেন নাট্যজন আব্দুল্লাহ আল মামুন। সৈয়দ হকের আরেকটি নাটক 'এখানে এখন'। যাতে তিনি উপজীব্য করে তুলেছেন মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়টাকে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তার আরেকটি নাটক 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ'। শহরের পটভূমিতে রচিত এ নাটকের বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ হলেও পরিবেশ এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ পায় এতে।

আমরা সত্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছি যে ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা পাগলপারা ছিলাম। ভুল করেছি, ভ্রমে পড়েছি, আছাড় খেয়েছি, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাইনি বা পশ্চাৎপদ হইনি। অবিরাম গতিতেও আমরা অসত্যের বিরুদ্ধে চালিয়েছি তাণ্ডবলীলা। নাটকের ভুমিকা সেখানে সীমাহীন।

বানভাসি মানুষের আর্তনাদ

বেলাল মাসুদ হায়দার

বানভাসি মানুষের সন্তান পরিবার বাঁচানোর
জীবন মরণ সংগ্রাম।

বুকের ধন ভেসে যাওয়া দুগ্ধপৌষ্য শিশুর
অথৈ জলে ডুবে যাওয়া।
জলের তোড়ে হারানো পরিবার
ফিরে না পাওয়া।
গোবাদি পশু, ভিটেমাটি নিশ্চিহ্ন।
জনবসতির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।
মাথা গোঁজবার নাই আশ্রয়।
অবিরাম বর্ষণে সিক্ত জীবন
রোগ জরায় যায় যায়।
খাদ্য নাই, পানীয়জল নাই।
বানভাসি মানুষগুলো
সব হয়ে আছে অসহায়।

হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ
বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষের
পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা অপ্রতুল।
খুঁজছে সবাই কার কী ভুল।

ভুলে এখন রাজনীতি দলাদলি স্বার্থ
একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচাতে হবে সেইসব
ডুবে যাওয়া মানুষের জীবন হয়ে নিঃস্বার্থ।
আনন্দ অনুষ্ঠান, বিজয় উল্লাস
সংক্ষিপ্ত করি, অর্থ তুলে ধরি
হবে তাঁদের বাঁচাতে।
মানবতার সর্বোচ্চ দান দেখাতে।

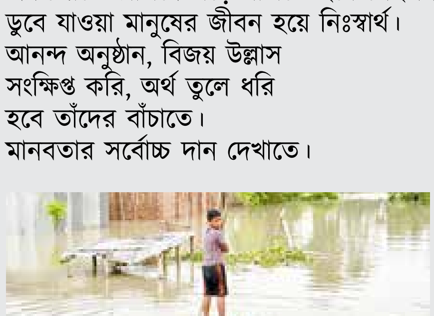

Need Tax Return?
Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...
TAX
TIME
AHEAD
QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE
FREE
TAX RETURN
ASSESSMENT
Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management Bookkeeping & Many more
CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND
bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING
OUR PARTNERS
Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW
Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW
Find us on Facebook
Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000
www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

We Know Meat
DARWICH BUTCHERY
EST. 1986

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

- Goat $300
- Lamb $270
- Beef $350
- Whole lamb 6 way cut $210

DARWICH BUTCHERY
حلال
تتقدم ملحمة درويش من أبناء الجالية
العربية والإسلامية خاصة بأحر التهاني
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعاده الله عليكم باليمن والبركات

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

حلال
HALAL
Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

Suprovat Sydney Copy Right Protected

অশ্রুবিন্দুর মতো
আবদুল বাতেন

অশ্রুবিন্দুর মতো ঝরে গেল মা, মা আমার-
হারিয়ে গেল গন্তব্যহীনতার তুহিনে
নিভৃতে মিশে গেল কালের কুয়াশায়!
আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে
সবার সর্বোচ্চ চেষ্টাকে সুদূরে ঠেলে
মুখ ফিরিয়ে নিলে চিরতরে পৃথিবীর প্রতি।

ঝরে গেল সমস্ত ঐশ্বর্য আর অহংকার আমার
নিভে গেল স্নেহ ও স্বপ্নের বাতিঘর, হায়!
ঝরা পাতার ন্যায় উড়ছি শোক সমীরণে
ফুরিয়ে যাওয়া আতশবাজি যাপিত জীবন
মা থাকার মতো সম্রাট পথের ভিখারি, আজ!

বৃষ্টি এলো বর্ষাকালে
বিল্লাল মাহমুদ মানিক

বৃষ্টি এলো আকাশ থেকে
জলের ফোঁটা অঙ্গে মেখে,
বৃষ্টি এলো টাপুরটুপুর
ছন্দ-তালে কাব্য লেখে।

বৃষ্টি এলো মাঠেঘাটে
বাড়িঘরে বাজারহাটে,
বৃষ্টি এলো বনবাদাড়ে
শহর-গ্যারাম ও তল্লাটে।

বৃষ্টি এলো খাল, সাগরে
নদীনালা, বিল, পুকুরে,
বৃষ্টি এলো সকাল, সাঁঝে
রাত্রি, ভোরে, ঠিক দুপুরে।

বৃষ্টি এলো বেলিফুলে
কদম, কেয়ার অঙ্গ ছুঁয়ে,
বৃষ্টি এলো বর্ষাকালে
সবুজ পাতার শিরকে নুয়ে।

ওপারে সীমান্ত
আহমদ রাজু

সেইতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছি বাবলা তলায়
খরায় জ্বলা- সূর্য ডোবা সন্ধ্যায়।
কতকাল- কত বসন্ত বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল
তোমার আজও সময় হলো না!
হরিতকির বনে এখন বৃহৎ অট্টালিকা
ইতিহাসের পাতায় ফসলের ক্ষেত- গড়ালিয়ার বিল
হাত বদল হলো নোনাখোলার জমি- মিঠু বৈরাগীর বউ,
ঘুঙুর পরা সেই মেয়েটিও আজ মোল্যা বাড়ির গৃহিনী।

অতলান্তিক সীমানা পেরিয়ে কিছু কথা-কিছু স্মৃতি
জাগ্রত হবে মন মন্দিরে সেও তো স্বাভাবিক।
জেগে উঠবে ছোট ছোট ব্যথা- টুকরো অভিমান
বিরহ-বিরস বদন। আমি কী তবে বিরহী হবো?

তুমি কিছু বলো- কিছু বলো। আমিতো বলতেই ভুলে গেছি;
শুনতে ভুলে গেছি- শুনাতেও ভুলে গেছি।
যে আমি এত অপেক্ষা- এত নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি
শতবর্ষী গাছের তলে; কালের কৃষ্টিতে সেই গাছটিও আজ
কৃত্রিম হয়ে গ্যাছে! তবে কী আমি ভুলের ঘোরে ডুবে আছি?
এই ভুল কী কখনও ফুল হয়ে সুবাস ছড়াবে? নাকি
তোমার আশ্বাসে- বিশ্বাসে কাটিয়ে দেবো
বিশ্বস্ত জীবন।

বর্ষাকালের রূপ
রেজাউল করিম রোমেল

বর্ষাকালের বৃষ্টিতে
সুর ছন্দের সৃষ্টিতে।
ঝিরি ঝিরি বাতাস বয়
মনে প্রাণে দোলা দেয়।

আহা কি অপরূপ
বর্ষাকালের রূপ।
ছল-ছল কল-কল
পানির ফোয়ারা,
খুশিতে মন
হয় আত্মহারা।

শ্রীরঙ্গপত্তনম
বদরুদ্দোজা শেখু

মহীশূর যাচ্ছি রহস্য পাচ্ছি নতুন শহরের
দীর্ঘ যাত্রা ক্লান্তির মাত্রা বাড়াচ্ছে প্রহরের
রাতের ট্রেন ধরে পৌঁছলাম ভোরে, মে মাসের গ্রীষ্ম,
মলয় বাতাস দিচ্ছে সুবাস, ঝিমোচ্ছে দৃশ্য।
দু'রাত তিনদিন ঘুরেছি প্রাচীন নতুন শহরে
পুরাকীর্তিরা বাজায় মন্দিরা নীরব নজরে
আনাচকানাচ, ফিলোমিনা চার্চ, জু আর মিউজিয়ম
কারাগার আদি টিপুর সমাধি শ্রীরঙ্গপত্তনম,
অলীক প্রহরে স্মৃতিগুলো ঝরে ধূলোর বরণে
সবকিছু ফৌত, টিপুর সৌধ অম্লান স্মরণে।

বাবার চাওয়া
বিজন বেপারী

বাবা তুমি আমার কাছে
হিমালয়ের ছায়া,
তোমার ছায়ায় ভালোবাসা
আরও আছে মায়া।

রোদে বৃষ্টি জলে ভিজে
আমায় রাখো সুখে,
আমায় নিয়ে হাজার স্বপ্ন
লালন করো বুকে।

আমায় তুমি বলো খোকা-
বুকে রাখিস বল,
তোর বাবা যে আছে পাশে
নির্ভয়ে তুই চল।

মানুষের মত মানুষ যদি
গড়তে পারি তোকে,
তবেই আমার স্বার্থক জীবন
শান্তি পাবে বুকে।

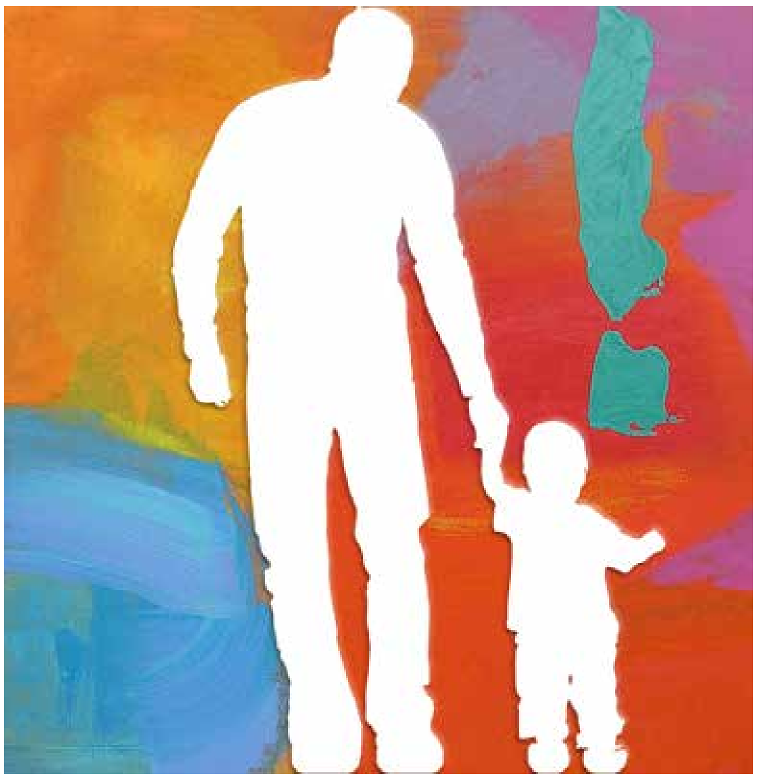

বৃষ্টি কন্যা
মেশকাতুন নাহার

নীল গগনে আঁধার কালো
মেঘ বালিকা ওই,
টাপুর টুপুর নৃত্য ছন্দে
বৃষ্টি হয় থই-থই।

কালো শাড়ি পরে মেয়ে
গায়ে অগ্নি সাজ,
ঝড়ো হাওয়ায় অঝোর ধারায়
চলছে বয়ে আজ।

পাগলী মেয়ে প্রলয় তালে
টিপ টিপ নাচে মন,
ঝিরিঝিরি শীতল ফোঁটায়
হারায় কিছু ক্ষণ।

সবুজ ক্ষেতে ভিজে কন্যা
নূপুর পায়ে যায়,
কাদা মাটি মেখে বৃষ্টি
সুখের গীতি গায়।

অপরূপ সাজ ধারণ করে
প্রকৃতির নব বুক,
ক্লান্তি গ্লানি ধুয়ে মুছে
ভরে উঠে সুখ।

জাম
হাসু কবির

খুকু জাম ভালোবাসে
মজা করে খায়
জাম দিলে গাল ভরে
চুমু দিয়ে যায়।

জাম পেলে আম লিচু
খেতে যায় ভুলে
কাঁঠালের প্রতি ঝোঁক
রাখে যেন তুলে।

লটকন জামরুল
তাল শাঁসও পেলে
জাম খাবে আগেভাগে
সব কিছু ফেলে।

জাম খেলে হাত মুখ
ভরে যায় কষে
বকাঝকা করলেও
জাম খেতে বসে।

অনিবার্য
নন্দিনী আরজু রুবী

চলমান সময় ও সব অনিবার্যতা কাঁধে
এগিয়ে চলছে নিয়ত দিন রাত্রি,
পথ নেমে যাচ্ছে সমতল ছেড়ে
কখনো উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু,
আদিম অরণ্য-হিংস্রতা থেকে
সভ্যতার বিস্তৃত মহীসোপানে...
নেমে যাচ্ছে অগণিত চিরায়ত বিশ্বাস
হলুদ বোধের গভীরে।

অন্তর্নিহিত সবুজ আলো গ্রাস করছে
ফ্যাকাশে পাণ্ডুর--
বিদায়ী সম্ভাষণে বিবৃত কোনো
লুপ্ত প্রেমের টুকরো ছবি...
মলিন দিন-রাত্রির ক্ষুদ্র পরিসরে হয়তো
মুছে যাবে লোনাজলের স্মৃতিচারণে।

বাবার বলা গল্প
সোমা মুৎসুদ্দী

বাবা আমায় গল্প বলে ফুল পাখি ও পাতার
মাঝে মাঝে গল্প বলে রোদ বৃষ্টি ছাতার।
রাজকুমারের গল্প বলে তেপান্তরের মাঠ
গল্প বলে দূরের গাঁয়ের হিজলতলীর হাট।
গল্প বলে পাতালপুরীর শুনতে লাগে বেশ
এতো শুনি তবুও শোনার হয়না যেনো শেষ।
আমি এবার সত্যিকারের গল্প বলে যাই
বাবা হলো সবচে আপন তার তুলনা নাই।

মেঘেরাও কাঁদতে জানে
রফিকুল ইসলাম

সময়ের অদৃশ্য ডানায় ফিরে আসে
সজল সঘন-বরষা
মেঘেরাও অঝরে এখনও কাঁদতে জানে
মাঠ-ঘাট, নদী চোখের জলে ভাসিয়ে দিতে পারে
কেঁদেকেঁদে কষ্টের সাত রঙা রংধনু আনে।
আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ভেজা কদমের চোখে এখন
সীতাকুন্ডের কন্টেইনারের আগুনের তৃষ্ণা,
দুরন্ত বলাকা পাখায় উড়ে গেছে বৈকালিন ভালোবাসা।
দুপুরে মাথার উপর চিলের তীব্র ডাক শুনতে পায়,
বরষায় অবসরে প্রিয়তির নঁকশী বুনা চোখমুছা রুমাল খুঁজে বেড়ায়।
প্রিয়তির অপেক্ষায় সন্ধ্যাগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়
কোথাও আলো নেই, কেউ নেই কোথাও—
একটু আলো ধার দেবার,
বাঁচার অধিকারে নেই বুক ভরে নিঃশ্বাস নিবার,
নির্ভরতার কক্ষপথের দূরত্ব ছেড়ে কৌণিক যাত্রায়
ডুবে গেছে চাঁদ কালো অন্ধকারের সীমায়।

তবুওতো চলে যাচ্ছে ঠিক যেন দু'টাকার নোট
জিএম মুছা

বেশ তো আছি ভালোই তো আছি, ছেঁড়া কাঁটা দু'টাকার নোটের মত,
দেখতে দেখতে কয়েকটি বছর পার হয়ে গেল। ওয়ান-ইলেভেনের
জমকালো সাফল্যের খতিয়ান দেখি টিভির পর্দায়,
বড় বেশি ভালো লাগে এখন, দিন বদলের পালা, সময়ের
মারপ্যাঁচে দিব্যি চলে যাচ্ছে, দু'টাকার ছেঁড়া কাঁটা
জোড়াতালি দেয়া যত সব নোট, কেউ নাবলে না,
জেলে বন্দী নেতারা সব এখন শান্ত দেশ, মিটিং-মিছিল নাই,
সবকিছুই চলছে ঠিকঠাক, বেস তো আছি, ভালোই তো আছি,
বাজারের হালচাল শুধু একটু নাজুক, জিনিষ পত্রের দাম চড়া,
তবুও তো চলে যাচ্ছে ছেঁড়া ,কাটা, পচা, ধরা ব্যান্ডেজ করা
টেপ মারা যত সব দু'টাকার নোট, কোন কিছুর সমতা নেই,
চাল-ডাল-তেলের দাম চড়া, সবাই তো কিনে খাচ্ছে, অসুবিধাটা কোথায়?
চলছে তো বেশ, ভালোই তো আছি, বেস তো আছি, ঠিক যেন
ছেঁড়া কাটা দু'টাকার নোট। সন্ত্রাস, হানাহানি সব বন্ধ,
না খেয়ে ঘুমাই এখন এটাও কি মন্দ? খুনখারাবি হচ্ছে যদিও,
ডাকাতি ছিনতাই বন্ধ, বেশ তো আছি ভালোই তো আছি,
সবকিছু আছে ঠিকঠাক, ঠিক যেন ছেঁড়া কাটা দু,টাকার নোট?

দুখী নদী
শাহানাজ পারভীন শিউলী

কে এলে গো, চরণ ধুতে দুখী নদীর জলে?
দুখের জলে এলে বুঝি দুঃখ ঢাকার ছলে!
কেউ রাখেনা কোনো খবর হাজার শত দিন,
কত জোয়ার এলো গেলো রাখেনি তো চিন।

শূন্য হৃদয় ভরলো নদীর তপ্ত বালুচরে
কাশফুলেরা নদীর কুলে খরায় পুড়ে মরে।
যে পাখিটি ডানা মেলে নাইতো মনের সুখে,
একদিন সে হারিয়ে গেলো ফাটল নদীর বুকে।

নদীর বুকে দুখের ফসল, নেইতো কোথাও নীর
বৃক্ষরাজি নিধন হয়ে ভেঙে গেছে তীর।
পিয়াস বুকে শূন্য পানে পাখি মেলে পাখা,
হৃদ মাঝারে আছে নদীর বিজন ব্যথা রাখা।

জোয়ার ভাটা বন্ধ হয়ে হারিয়ে গেছে সুখ
সেই দুঃখের কাতরতায় ভাঙলো নদীর বুক।
আসুক ফিরে শ্রোতধারা জাগুক সবুজ বন,
হাসুক আবার নতুন করে দুখী নদীর মন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, July-2022, Volume-14, No-07 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au